তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

...তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গত ২৬ ফাল্গুন শনিবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে পঠিত

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং ফল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি এবং মনুষ্য জাতি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তদ্দ্বারা অবনিমণ্ডলে কি ফল উৎপন্ন হইতে পারে? অদ্যকার সভায় যৎসংক্ষেপে ইহাই ব্যক্ত করা আমার তাৎপর্য্য। সুন্দররূপে কোন বিষয়ের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য এবং ফল জ্ঞাত হওয়া মনুষ্যের পক্ষে অতি সহজ হইতে পারে, এই বিবেচনায় অগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করা যাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ কি? যদিও ব্রাহ্মেরা সকলেই এবং সভাস্থ মহোদয় গণের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত আছেন, তথাপি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতসার করণার্থে এবং ব্রাহ্ম গণের পুনরুদ্বোধের নিমিত্ত সংক্ষেপে সে বিষয় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয় না।

জগদীশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনোভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন এবং সকল মনুষ্যকেই সেই বীজ অঙ্কুরিত করিয়া উন্নত ও বর্দ্ধিত করিবার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, মনুষ্য-মাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমৃত বৃক্ষের সুধাময় ফলের রসাস্বাদনে অধিকারী। যে দেশে যে যুগে যিনি যে পরিমাণে আপন মানস স্থিত ধর্ম্মবীজে জ্ঞান বারি সেচন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই অন্তরস্থ ব্রাহ্ম ধর্ম্মাঙ্কুর সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া উত্তরোত্তর শোভিত হইয়াছে এবং যে কালে যে দেশে যিনি যে পরিমাণে যত্ন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণেই উক্ত ধর্ম্মের উন্নতি সাধন ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন আধুনিক নব্য-ধর্ম্ম নহে এবং উহা কোন কাল বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের মন হইতেও উদিত হয় নাই। যত দিন অবধি মনুষ্যের বুদ্ধি কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যত কালাবধি মানব জাতির মানসস্থিত ধর্ম্মাঙ্কুরে জ্ঞান বারি স্পর্শ হইতে আরব্ধ হইয়াছে, সেই অবধিই ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ পরম ধর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যত কাল পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্য কুল বর্ত্তমান থাকিবে ও তাহারা জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে যত্ন করিবে, ততকাল পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। গ্রীস ও রোম দেশীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারও অনেকানেক গ্রন্থ মন্থন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব উত্থিত হইতে পারে এবং ভারতবর্ষীয় প্রাচীন

ঋষিগণ প্রণীত গ্রন্থ সমূহ অন্বেষণ করিলেও তন্মধ্য হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনেক স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন কালের মহানুভব জ্ঞানী মনুষ্যদিগের মানসোদিত ধর্ম্ম রত্ন সকল একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমূল্য হার গ্রথিত হইয়া আসিতেছে। এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের যত দূর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ষণকার ব্রাহ্মেরা তাহাই অবলম্বন করিয়া তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ব্রতী হইয়াছেন এবং পরিণামে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কিছু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, তাঁহারা তাহাও পরিত্যাগ করিবেন না। বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা যে সমস্ত বিষয়কে তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, " সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, এক মাত্র, অনন্ত স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সকল মঙ্গলালয়, সর্ব্বাবয়ব বিবর্জ্জিত, সর্ব্ব শক্তিমান্ এবং অপরিচ্ছেন্ন ও অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ পরমেশ্বরই মানব জাতির পরম ভক্তি ভাজন আরাধ্য বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ। তিনি একাকিই আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সকল মঙ্গলের বিধান কর্ত্তা। আমরা সকলেই সেই পরাৎপর পরম পুরুষের সন্তান এবং সকলেই সেই তত্ত্বরস পানে অধিকারী। যে দেশের যে জাতীয় যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয় সিংহাসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করে ও পরম প্রীতমনে তাঁহার মঙ্গলময় অনুজ্ঞা সমুদায় পরিপালন করিতে যত্নবান্ থাকে, তিনি তাহারই অর্চনা গ্রহণ করেন। পরম পবিত্র প্রীতি পুষ্প দ্বারা অর্চনা করা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মদিগের আর অন্য কর্ম্ম নাই। তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে ব্রাহ্মদিগের আর অন্য কার্য্য নাই।"

এই কয়েকটি বিষয় বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ স্বরূপ, এই বীজ-গর্ব্ভে যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ও যাবতীয় মঙ্গল ব্যাপারের অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ফলত ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রতারণার নাম নাই এবং কোন প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাভাবের [illegible] নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্পূর্ণ সত্য মূলক ও যুক্তি সঙ্গত, যাহার সহিত সত্যের কোন বিবাদ নাই, তাহার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরও কোন বিরোধ নাই।

সত্য মূলক এই পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্য জাতি কোন কাল্পনিক দৈব শক্তি সম্পন্ন হইয়া অসাধারণ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে, অথবা কোন অপ্রকৃত ও অসঙ্গত উপায় প্রাপ্ত হইয়া জগদীশ্বর-প্রণীত প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্য জাতিকে শারীরিক ও মানসিক প্রভৃতি নিয়মের অতীত করিয়া রোগ শোক জরা মৃত্যু এবং ক্ষুৎ পিপাসাদি শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্ম বর্জ্জিত করাও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বাক্যময় মন্ত্র দ্বারা কেহ শারীরিক রোগ নিবারণ করিবে, অথবা কেহ আপনার বাক্য বলে মৃতকে সজীব করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভাবে কেহ প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ নৌকাদি উপায় ব্যতিরেকে পদব্রজে নদ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, উক্ত ধর্ম্মের এরূপও উদ্দেশ্য নহে। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের অদ্বিতীয় স্থান স্বরূপ কাল্পনিক স্বর্গ ভোগের লোভ প্রদর্শন করিয়া মনুষ্য কুলকে নরবলি প্রভৃতি অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার রহিত করিয়া মনুষ্যকে স্বেচ্ছাচারী নরাধমের ন্যায় কুক্রিয়ান্বিত করা অথবা কোন মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অবতার প্রতিপন্ন করিয়া অপরাপর সমস্ত জ্ঞান ও যুক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অসম্ভব অলৌকিক কার্য্যে ঐকান্তিক প্রত্যয় করিতে রত করাও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে এবং কোন গ্রন্থ বিশেষকে জগদীশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র নিরূপণ করিয়া তাহার সহস্র সহস্র প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অলীক বাক্যে আস্থা করিয়া মানব জাতিকে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত করা কি কোন তীর্থ বিশেষকে সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বরের একমাত্র অধিষ্ঠান স্থল নির্দ্ধারিত করিয়া মনুষ্যকে অনর্থক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক সেই স্থানে প-

মন করিতে প্রবৃত্ত করাও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। অবোধ ও অল্পবুদ্ধি মনুষ্যদিগকে বহু প্রকার কুহক জালে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব শোষণ পূর্ব্বক এক ব্যক্তির লোভ বৃত্তিকে চরিতার্থ করা, অথবা জ্ঞান হীনা অবলাদিগকে নানা জাতীয় কৌশল বাক্যে বঞ্চনা করিয়া কুপথ গামিনী করাও উক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। বেদান্তাদি শাস্ত্রের ন্যায় অনর্থক বাগ্‌জাল বিস্তার দ্বারা সৃষ্ট জীব ও স্রষ্টাব্রহ্মের ঐক্য সংস্থাপন করিয়া লোক দিগকে ঘোর মোহে মোহিত করা অথবা কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের সহিত ঈশ্বরের অভেদ কল্পনা করিয়া মনুষ্যকে বিড়ম্বনা করাও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে।

পরম করুণাকর পরমেশ্বর যে সমস্ত মঙ্গল উদ্দেশ করিয়া এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সেই সমস্ত শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবার উদ্দেশেই মর্ত্ত্য লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। যাহার সহিত পরমেশ্বর প্রণীত প্রাকৃতিক নিয়মের কোন বিরোধ নাই এবং যাহা কোন অংশে সত্যের বিরোধী নহে, সেই সমস্ত সম্ভবপর শুভ ব্যাপার সাধন করা সত্য সম্ভূত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদ্যোপান্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার অবশ্যই প্রতীতি জন্মিবে যে এপর্য্যন্ত মর্ত্ত্য লোকে যে সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, সেই সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মের কেবল সংহার করা মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে, ঐ সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে, যাহাতে মানবগণ সেই সমস্ত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তন্নিবন্ধন বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে, তাহাও আমাদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কি যেশুখ্রীষ্ট প্রণীত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, কি মহম্মদ প্রচারিত মোসলমান দিগের মত, কি ভারত বর্ষীয় ঋষিদিগের উক্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম, পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে এ সকল ধর্ম্মের মধ্যেই স্বার্থ সাধন প্রভৃতি নানা প্রকার অভিসন্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু যিনি নিরপেক্ষ হইয়া নিরবলম্ব যুক্তি সহকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদ্যোপান্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তুল্য এপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য আর কোন ধর্ম্মে বর্ত্তমান নাই। যে সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অবনি মণ্ডলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, যদিও তাহার সম্যক্ নির্ণয় করা অসাধ্য ব্যাপার, তথাপি উক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ দ্বারা উহার যে সমস্ত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতেই উহাকে সকল মঙ্গল সাধক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

যিনি ইচ্ছা ক্রমে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার অনুপম করুণা অবলম্বন করিয়া ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সমূহ জীবন ধারণ করিতেছে, যিনি সহায় হীন সদ্যোজাত বালকের রক্ষার নিমিত্ত নব প্রসূতির মনে আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাব প্রেরণ করেন এবং যিনি জরা জীর্ণ বৃদ্ধ পিতা মাতার জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ সংসার মধ্যে স্বাভাবিক ভক্তি ভাবের বিস্তার করিয়াছেন, যাঁহার স্নেহ প্রবাহ পিতা পুত্র পৌত্র প্রভৃতি পুরুষানুক্রমের প্রতি পতিত হইয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং যিনি রাজা প্রজা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যকে এক নিয়মের অধীন করিয়া সকলকেই সমরূপে প্রতিপালন করিতেছেন, " যাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া যথাউপযুক্ত রূপে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে এবং বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে " মনুষ্য যাহাতে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুপম প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারে ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগের মনোভূমিতে যে সমস্ত জ্ঞান ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন সেই সমস্ত বীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করা এবং তিনি এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার যে সমস্ত মঙ্গল ময় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, জ্ঞান নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক তাহা পাঠ

করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। বিশ্ব পতি এই বিশ্বরাজ্য পালন জন্য যে সমস্ত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সেই সমস্ত নিয়ম অবগত হইয়া আমাদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাস্থ্য সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখে সুখী হইতে পারি তাহাই এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ফল—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ মহীরুহের মূলে যত্ন বারি সেচন দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত করিলে উক্ত বৃক্ষ হইতে যে সমস্ত অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। যত প্রকার শুভ ব্যাপার মনেতে কল্পনা করা যাইতে পারে এবং যে সমস্ত মঙ্গল কামনা মনুষ্যের মনে উদয় হওয়া সম্ভব, সে সমস্তই এক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ মহোদধি মন্থন করিলে উদ্ভিত হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য জাতির সমস্ত সুখ সৌভাগ্যের কারণ এবং উক্ত ধর্ম্ম পৃথিবীর অশেষ কল্যাণের হেতু। জগদীশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট সুখের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মনুষ্যের জন্য যে সমস্ত মঙ্গল ব্যাপার পৃথিবীতে সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত মানব বর্গ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন না করিবে, সে পর্য্যন্ত কখনই তাহারা ঐ সমস্ত সুখ আহরণ করিতে সমর্থ হইবে না। বিনা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন মনুষ্য কোন মতেই সম্পূর্ণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দৃষ্ট হয়, যে এক এক ব্যক্তি নানা প্রকার বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াও ভ্রম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া অশেষ প্রকার কুৎসিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে। পূর্ব্ব কালে মিশর দেশে যখন নানা বিদ্যার প্রচার হইয়াছিল এবং যে সময় উক্ত স্থানে বিলক্ষণ সভ্যতার উদয় হইয়াছিল, তৎকালেও টলেমি ফিলেডেলফস প্রভৃতি তদ্দেশস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণ দোষাশ্রিত অপরিশুদ্ধ ধর্ম্মানুরোধে সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল কুক্কুর ও মেষ মহিষ প্রভৃতি নানা জাতীয় জীব জন্তুর আরাধনা করিত। গ্রীশ দেশীয় যে বিখ্যাত পিথাগোরস আপন বুদ্ধিবলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক সত্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারও অতি অবোধের ন্যায় নানা প্রকার অলীক বিশ্বাস ছিল। এপ্রকার প্রবাদ আছে যে অভ্রান্ত ও পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া বিশ্বমান্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য সক্রেটিসও মৃত্যুর পূর্ব্বে অবোধ পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। দোষ শূন্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অভাবে পুরাকালে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে যে মনুষ্যআরাধনার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে ক্ষমতাবান্ দেখিলেই পূর্ব্বকালীন লোকে তাহার পূজা করিত। শিশিরো ব্যক্ত করেন যে, গ্রীশ দেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতাদিগের মন্দির স্থাপিত হয়, তাহার অধিকাংশই তদ্দেশীয় প্রধান মনুষ্যদিগের প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পরিপূরিত হইয়া ছিল। এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সেই সেই দেবমূর্ত্তিদিগকে দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করিত। গ্রীশ দেশীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের অভাবে সময়ে সময়ে নানাবিধ নিন্দনীয় কর্ম্মের যে প্রকার অনুষ্ঠান করিতেন, রোম দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত গণও তদ্রূপ নানা প্রকার অসদাচারের আধার হইয়াছিলেন। শিশিরো, সেনেকা, ডিমস্থিনেকস্, কেটো, পিণ্ডার ও প্লীনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণ নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াও অনেক সময় জ্ঞানহীন অবোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত দিগের অনুষ্ঠিত অকিঞ্চিৎকর কার্য্য সমূহ উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অভ্রান্ত ধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত না হইয়া উঁহারা যে সকল গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহা গিবন্ ও রসল্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকেরা বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিয়াছেন এবং সে সমুদায় উঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবন চরিত্রের মধ্যে স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে।

ইয়ুরোপের বিশ্বমান্য অসামান্য পণ্ডিতগণ ভ্রম পূর্ণ ধর্ম্মের অনুগত হইয়া যে সমস্ত অত্যা-

মতার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা রোমান কেথলিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমতেও প্রকাশিত রহিয়াছে। নানা বিদ্যা বিশারদ সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক রোলিন, সুবিচক্ষণ পণ্ডিত কেনেলন এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডিউপিন ও পাসকেল প্রভৃতি সুধীগণও উক্ত রোমান কেথলিক মতাবলম্বী হইয়া অনায়াসে তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধান বিশ্বাস এই যে কোন ব্যক্তি সহস্র সহস্র প্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি তাহা ধর্ম্ম গুরু পোপের নিকট স্বীকার করে এবং গুরু পোপ কোন বহু মূল্য রত্ন বা প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি সদয় হয়েন ও তাহার উক্ত পাপ রাশি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আর সে ব্যক্তিকে সে সকল পাপের ফল ভোগ করিতে হয় না। উক্ত মতের এই এক বিশ্বাস যে উহাদিগের কল্পিত স্বর্গের কুঞ্চিকা পোপের হস্তে থাকে, মৃত্যু কালে যদি কেহ প্রচুর ধন দান দ্বারা পোপের পরিতোষ করিতে পারে এবং পোপ তাহার অঙ্গে সেই স্বর্গ দ্বারের কুঞ্চিকা স্পর্শ করান, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অনায়াসে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বতন গ্রীস এবং রোম দেশীয় লোকদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে কাম ক্রোধাদি যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, লজ্জা, ভয়, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি যত প্রকার মনের ভাব আছে এবং মদ্য পান, মিথ্যা কথন, চৌর্য্য বৃত্তি, দস্যু বৃত্তি প্রভৃতি যত প্রকার কুকর্ম্ম আছে, সে সকলেরই এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, এই অমূলক বিশ্বাসানুসারে উহারা নানাবিধ কুৎসিত উপচার দ্বারা ঐ সমস্ত দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিত। পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের তুষ্টির নিমিত্ত যে সমস্ত কুৎসিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত, তাহা ব্যক্ত করিয়া লেখা দূরে থাকুক, সে সমস্ত ব্যাপার মনে করিতেও লজ্জা বোধ হয় এবং হৃদয় কম্পমান হইয়া উঠে। গ্রীস প্রভৃতি কোন কোন দেশে দেব পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নানা প্রকার বিগর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাগম করিবার বিধি ছিল। পুরাবৃত্ত মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যে গ্রীস দেশে কোন দেবতা বিশেষের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য সেই দেব মূর্ত্তির নিকট তত্রস্থ বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকে বহু সংখ্যক বালকের প্রাণ নষ্ট করিত এবং কুত্রাপি বা এপ্রকার রীতিও প্রচলিত ছিল, যে তত্রস্থ রাজা কোন বিপদে পতিত হইলে তাহার সেই বিপদ উদ্ধারের জন্য প্রজাদিগের সকলেরি এক একটি বালকের প্রাণ নাশ করিয়া কোন দেবতা বিশেষের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইত। ঐ সকল দেশে কোন কোন সময় প্রশস্ত ধর্ম্ম সাধন জ্ঞান করিয়া লোকে বহুসংখ্যক মনুষ্য দগ্ধ করত ভস্মসাৎ করিত। ভ্রম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া পূর্ব্বতন লোকে এইরূপ যে কত শত ঘৃণিত ও কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন।

যে সমস্ত কর্ম্মদোষে দেশের নামকে একেবারে বিলুপ্ত করে এবং যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে হয়, ধর্ম্ম দোষে এই ভারতবর্ষে তাহার কোন কর্ম্মই আর অনুষ্ঠিত হইতে অপেক্ষা নাই। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মত আছে, তাহার এক একটি মতের অনুষ্ঠান ও আচার শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক এদেশের যে দুটি প্রচলিত মত, উক্ত দুই মতই ভ্রমেতে পরিপূর্ণ এবং অশেষ অনর্থের হেতু, এই দুই মত যেন পাপ রূপ পুরুষের দুটি বাহু স্বরূপ হইয়া, ভারতের উন্নত মস্তককে আক্রমণ পূর্ব্বক রসাতলস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যত অবোধ ও যত মূঢ়ের কার্য্য মনেতে কল্পনা করা যাইতে পারে, পুরাণ শাস্ত্র তাহার কোন কার্য্য আর বিধান করিতে ত্রুটি করে নাই এবং যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত ব্যাপার হিংস্র পশ্বাদিতেও আচরণ করিতে সমর্থ হয় না, তন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে সে সমস্ত কার্য্য বৈধ ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে ভারতবর্ষীয় বহু সংখ্যক মনুষ্য এপর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্মের অ-

ষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, তাহা লিপি করিতে লজ্জা বোধ হয়। প্রগাঢ় মূর্খের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া তাহার আরাধনায় নিযুক্ত থাকা, নির্ব্বিকার নিরাময় সচ্চিৎ পরমেশ্বরকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় শোক মোহাদি যুক্ত মনে করিয়া তাহার তদনুরূপ উপাসনা করা এদেশের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। পৌরাণিকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্ হইলেও পুরাণ শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে নির্জ্জীব পদার্থকে সজীব মনে করিতে হইবে, অচল বস্তুকে সচল মনে করিতে হইবে এবং নানা জাতীয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদিকে শুভাশুভ দাতা দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের আরাধনা করিতে হইবেক। অসহ্য শীত সময়ের মধ্য রজনীতে জরাজীর্ণ পিতা মাতাকে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রচণ্ড বায়ু সেবিত নদী তটে উপনীত করা, বা শিশির সিক্ত আর্দ্র বালুকায় শয়ান করা, কি শোণিত সংহত কারী তুষারবৎ ভয়ানক হিম জলে মগ্ন করা, কোন ক্রমে বুদ্ধি চৈতন্য বিশিষ্ট মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহ সংসার প্রদর্শিনী গর্ভধারিণী জননী যিনি আহার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশু সন্তানকে লালন পালন করেন, যে জননীর উপকার ঋণ কস্মিন্ কালে এবং কোন রূপেও পরিশোধ হইবার নহে এবং যাঁহার অসহ্য গর্ভযন্ত্রণা, অতুল স্নেহ ও অসদৃশ যত্নের কথা শত বর্ষ বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না। সেই জননীকে জীবিতাবস্থায় রজ্জু বদ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত চিতানলে দগ্ধ করা কি কোন রূপে সচেতন প্রাণীর কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে? কিন্তু এদেশীয় বহু সংখ্যক মনুষ্য দোষাশ্রিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর ও কদর্য্য ব্যাপারকে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। প্রশস্ত ধর্ম্ম সাধন জ্ঞান করিয়া এদেশীয় তান্ত্রিক লোকে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা তন্ত্রোক্ত বামাচার কৌলাচার ও অঘোরাচার প্রভৃতি মতের মধ্যে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ঘৃণিত ও কুৎসিত অনুষ্ঠান সকল কোন রূপেই লেখনীর অগ্র দিয়া নিঃসৃত হইতে পারে না।

অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্য বর্গ যাবৎ দোষশূন্য পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে না পারে, তাবৎ কোন রূপেই তাহারা ভ্রমকূপ হইতে উত্থান করিয়া যথার্থ মহত্ত্ব লাভের অধিকারী হইতে সক্ষম হয় না, তাবৎ তাহাদিগকে নানা মত মন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে বিজাতীয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরলোকের পরম সুখেও বঞ্চিত হইতে হয়। ইহা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে ধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রান্তি মনুষ্যের অশেষ অনর্থের হেতু, মনুষ্যের অবলম্বিত ধর্ম্ম দোষাশ্রিত হইলে তাহাকে পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হয় এবং তাহার উন্নতির পথে সর্ব্বদাই বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে। ভ্রম পূর্ণ দোষাশ্রিত ধর্ম্ম যেমন মনুষ্যের অশুভ ও অনুন্নতির কারণ, সেইরূপ ভ্রম রহিত পরিশুদ্ধ ধর্ম্মও তাহার বিশেষ মঙ্গলের হেতু। মনুষ্য অভ্রান্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে অবলীলাক্রমে গৌরবের পথে গমন করিতে পারে এবং অক্লেশে সর্ব্বপ্রকার সুখ সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্য শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মনুষ্যকে কোন দোষে পতিত হইতে হয় না এবং যে ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্য নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে, আমাদিগের পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সেই নির্দ্দোষ ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মনুষ্যকে ধর্ম্মানুরোধে আর কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য কোন বিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য নামকে কলঙ্কিত করাও আবশ্যক করে না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন প্রকার মাঙ্গলিক ব্যাপারের বিরোধী নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন ভিন্ন কোন রূপ অনুন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে পৌত্তলিকের ন্যায় কোন পরিমিত পদার্থের আরাধনা করিয়া এবং সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা বিধান করিয়া

আপনার মূঢ়তা প্রকাশ করিতে হয় না এবং উক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া ও তাহার অনর্থক ও অসম্ভব বাক্যে প্রত্যয় করিতে হয় না। উক্ত ধর্ম্মানুসারে কোন গ্রন্থ বিশেষকে ঈশ্বর-প্রণীত এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া তদন্তর্গত অসংখ্য অসত্য ও অসঙ্গত বচনাদিকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় না এবং জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর এই ঈশ্বর ত্রয়কে একেশ্বর জ্ঞান করত প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া আপনার জ্ঞান নেত্রে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেও হয় না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে বিলক্ষণ বিদ্যা বুদ্ধি সত্ত্বেও মদিরাকে শোণিত ও খণ্ড রুটিকাকে মাংস জ্ঞান করিয়া নিতান্ত অবোধ ও বালকের ন্যায় কার্য্য করিতেও হয় না এবং উহার অনুরোধে মৃত্তিকাময় নগর বিশেষকে সাক্ষাৎ স্বর্গময়ী স্বর্গপুরী মনে করিয়া বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয় না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্পূর্ণ যুক্তি মূলক এবং সত্যানুগত; অতএব ইহা অবলম্বন করিলে যুক্তি বিরুদ্ধ কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করিতে হয় না এবং কস্মিন্ কালেও কোন রূপ সত্যের সহিত বিবাদ করিবার আবশ্যক করে না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে চির দিনই সত্য পথের পথিক হইয়া সংসারের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সংসারের সামাজিক উন্নতিরও বিরোধী নহে। বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা সংসারের সামাজিক উন্নতি হইতে পারে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে তাহার কোন বিষয় অনুষ্ঠান করিতেই নিষেধ নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এ প্রকার বিধি নহে যে লোকে অর্ণবপোতারোহণে কোন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এক দেশের উৎপন্ন বস্তু দেশান্তরে বিনিময় করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবে না এবং কোন বর্ণ বিশেষে বৃত্তি বিশেষ ভিন্ন আপনার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতানুসারে উপযুক্ত ব্যবসায় আশ্রয় করিয়া সংসারের কর্ম্মোপযোগী হইবে না।

এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের মধ্যে কল্পিত বর্ণ ভেদের যে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া এখানে বিষম অনৈক্যের বীজ বপন করিয়াছে, যে অলীক আভ্যভিমানের সংস্কার ভারতবর্ষীয় লোকের নানা অকল্যাণের নিদানভূত এবং যাহার প্রবল প্রতিবন্ধকতা হেতু ভারতবর্ষীয় লোক দিগকে সততই নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়, পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই জাতিভেদ রূপ কুসংস্কার সংহারের এক প্রধান হেতু। যে অনন্ত জ্ঞানময় আদি পুরুষ হইতে এই অনন্ত কৌশল সম্পন্ন বিশাল বিশ্ব কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সকল পদার্থের মধ্যে যাঁহার অনুপম হস্তের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে, পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যই সেই এক পরম পিতার সন্তান এবং সেই এক রাজাধিরাজ মহারাজের প্রজা, আমাদিগের পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই আদেশ এই উপদেশ। এক মাত্র অনাদি পুরুষকে যে ব্যক্তি সাধারণ রূপে সকল জীবের পিতৃবৎ প্রতীতি করিতে সমর্থ হয়, অলীক আভ্যভিমানের অমূলক প্রত্যয় তাহার মন হইতে সহজেই অন্তর্হিত হইয়া যায়; সে ব্যক্তি পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্য কুলকে এক গৃহবাসী একান্নভুক্ত পরিবার স্বরূপ সন্দর্শন করে এবং লোকান্তর বাসী জীবকেও আপন প্রতিবাসী রূপে দেখে, দ্বেষভাব তাহার মনকে কখনই অধিকার করিতে পারে না, তাহার মনোমধ্যে প্রীতি স্বীয় সংযোজনী শক্তি সহকারে সততই বিরাজ করিতে থাকে। অতএব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে মানব জাতির মধ্যে সাধারণ সদ্ভাব সঞ্চার করিবার বিশেষ উপায় এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা এ সংসারের সমধিক সামাজিক উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মানব জাতির সম্যক্ কর্ত্তব্য প্রতি পালিত হইয়া এবং জগদীশ্বরেতে সমধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি উৎপন্ন হইয়া, ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উন্নতি হওয়া, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সাধনের চরম ফল। ইহা অনেকানেক স্থানে দৃষ্ট হয়, যে কোন কোন মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন জন্যে, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অবশ্য পোষ্য বর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস আ-

জন্ম গ্রহণ করিয়া চির জীবন দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া আয়ুঃ শেষ করিয়াছে এবং কেহ অনশনাদি কঠিন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপঃ ক্লেশে স্বীয় শরীরকে শুষ্ক করিয়া জগদীশ্বর প্রণীত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে। উক্ত ভ্রমে অন্ধ হইয়া কেহ আপনার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়া মহা পাপে পতিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ মহা নিষ্ঠুরের ন্যায় আত্মঘাতী হইয়া বিষম পাপ স্বীকার করিয়াছে। পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা এই সমস্ত অত্যাচার একেকালে নিবারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এপ্রকার বিধি নহে যে, আমরা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার গণকে বঞ্চনা করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনের ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করি, অথবা একবারে ভোজন পান পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে শরীরকে নষ্ট করি। আমরা চক্ষুর মধ্যে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া অথবা কর্ণ কুহরে উষ্ণ সীসক প্রদান করিয়া পরমেশ্বর প্রদত্ত ইন্দ্রিয় সকলকে উচ্ছিন্ন করি, ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিধি নহে এবং কোন প্রকারে আত্মঘাতী হইয়া ঘোর পাপ স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন করি, ইহাও উক্ত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য নহে। যাহাতে আমরা পরমেশ্বর প্রণীত ভৌতিক নিয়ম অবগত হইয়া নানা রূপ নৈসর্গিক বিপদকে অতিক্রম করিতে পারি এবং বিধিমতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হই, যদ্দ্বারা আমরা তাঁহার নিয়োজিত শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া সুন্দর রূপে শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ হই ও যাহাতে সামাজিক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারগণকে পালন করিতে আমাদিগের সামর্থ্য জন্মে এবং যদ্দ্বারা আমরা ভক্তি ভাজন গুরুজন দিগকে ভক্তি করিয়া প্রণয়াস্পদ প্রিয় পাত্রদিগের প্রতি প্রীতি করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে তাহাই উপদেশ করিতেছেন। অতএব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মনুষ্য জাতির অশেষ উন্নতির কারণ। একাল পর্য্যন্ত পৃথিবী মধ্যে লোকার্জ্জিত ভ্রম পূর্ণ ধর্ম্মের প্রেরণানুসারে যে সমস্ত অত্যাচার উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা তাহার একটি দোষও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত সেই সমস্ত দোষ সমূলে উন্মূলিত হইয়া বিবিধ মঙ্গল উদ্ভব হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মর্ত্ত্যলোকবাসী সকল মনুষ্য যদি এই অশেষ কল্যাণকর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তদনুসারে আচরণ করে, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গসম সুখ ধাম হইতে পারে।

এবৎসর এই সমাজ মন্দিরে যে প্রস্তাব চতুষ্টয় পঠিত হইবার সঙ্কল্প ছিল তাহা সম্পন্ন হইল, এই প্রস্তাব তাহার শেষ প্রস্তাব। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কি তাৎপর্য্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের কত দূর পর্য্যন্ত কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে, সর্ব্ব সাধারণকে তাহাই জ্ঞাত করা ঐ সমস্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অতএব যদি ঐ সকল প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তির মনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য অবধারিত হইয়া থাকে এবং যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণকর ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া উহার শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব সকলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও আমাদিগের যত্ন সফল হইল বলিয়া আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

বিদ্যুৎ

পদার্থবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত গণের অনুসন্ধান ও যত্ন দ্বারা একণে ইহা অনেকে অবগত হইয়াছেন যে, গগন মণ্ডলস্থ মেঘ মালা হইতে উজ্জ্বল প্রভা বিশিষ্ট যে বিদ্যুৎ নির্গত হয় এবং যাহার ঘোর নির্ঘোষ শ্রবণ দ্বারা মনুষ্যকে অচেতন প্রায় হইতে হয়, বৃক্ষ, লতা, বায়ু ও পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত অচল সচল বস্তুতেই সেই বিদ্যুৎ বিদ্যমান আছে। অধুনাতন পণ্ডিতেরা ঐ বিদ্যুৎকে সামান্যতঃ তাড়িত পদার্থ বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং তাঁহারা উহার অদ্ভুত অদ্ভুত গুণ সকল অবগত হইয়া আশ্চর্য্য তাড়িত বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্ব কালীন লোকে বস্তুতের কিছুমাত্র গুণাগুণ জানিত না এবং ত-

ৎকালে লোক সমাজে তাড়িত বিদ্যারও প্রচার ছিল না।

অদ্যাপি এদেশীয় বহু সংখ্যক অজ্ঞান মনুষ্য বিদ্যুতের স্বভাব, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে যে প্রকার অনভিজ্ঞ রহিয়াছে, পূর্ব্ব কালে সকল দেশীয় লোকেই সেইরূপ অনভিজ্ঞ ছিল এবং ভারতবর্ষীয় পুরাণ শাস্ত্রাদি মধ্যে বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় যেমন নানা প্রকার অমূলক কথা বর্ণিত আছে, পুরাকালে অন্যান্য দেশীয় লোকেও উক্ত পদার্থ বিষয়ে সেইরূপ নানা মত অলীক প্রবাদ রচনা করিত। পূর্ব্ব কালে কোন দেশের লোকেই বিদ্যুতের স্বরূপ অবগত ছিল না, পরে কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যদ্বারা ক্রমে উহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়া আসিতেছে।

খ্রীষ্টাব্দের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীশদেশীয় পণ্ডিত থেলিজ প্রথমত বর্ত্তমান তাড়িত বিদ্যার সূত্র পাত করেন। উক্ত পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তৈলস্ফাটিক নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে তাহার এরূপ শক্তি উৎপন্ন হয় যে, কেশ প্রভৃতি কতিপয় লঘু পদার্থ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। অনন্তর এই ঘটনার তিন শত বৎসর পরে থিও ফ্রেষ্টস্ নামক আর এক জন পণ্ডিত নিরূপণ করেন যে ঘর্ষণ দ্বারা তৈলস্ফাটিক পদার্থের যেমন আকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয় সেই রূপ লাক্ষা প্রভৃতি কোন কোন পদার্থকে ঘর্ষণ করিলেও তদ্দ্বারা কেশাদি কতিপয় লঘু দ্রব্য আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তৎকালে তাড়িত বিদ্যার আর কিছু মাত্র শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, তৎকালীন লোকে কেবল ইহাই মাত্র অবগত হইতে পারিয়াছিল যে, কোন কোন পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে তাহার এক প্রকার আকর্ষণ শক্তির উৎপত্তি হয়। পরে মেগডিবর্গ নগরবাসী অটোগরিক নামক এক ব্যক্তি উল্লিখিত বিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধন করেন, তিনি গন্ধক দ্বারা এক প্রকাণ্ড পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘূর্ণিত করিবার সময় সেই পিণ্ড হইতে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে চিড়িৎ শব্দও শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর হক্সবি নামক এক জন পণ্ডিত বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় আর একটি অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ করেন। উক্ত পণ্ডিত দেখিয়াছিলেন, যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে গালা প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থ কাচাদির ন্যায় স্বচ্ছগুণ ধারণ করিতে পারে। কাচ পাত্রের মধ্যে গালার অল্প লেপন করিয়া সেই পাত্র ঘূর্ণিত করিলে তন্মধ্য দিয়া অনায়াসে সকল বস্তু নেত্র গোচর হইতে পারে, পাত্রস্থ গালা কিছু মাত্র দৃষ্টি অবরোধ করে না। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রে নামক এক জন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করেন যে, সকল প্রকার পদার্থ হইতে সমরূপে বৈদ্যুতিক ব্যাপার প্রকাশ পায় না। কোন পদার্থ হইতে স্বল্পরূপে বৈদ্যুতিক ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করা যায় এবং কোন কোন বস্তুতে প্রায় তাহা দৃষ্ট হয় না। উক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইহাও আবিষ্কৃত হয় যে, স্বভাবত যে সকল পদার্থ হইতে বৈদ্যুত ব্যাপার প্রকাশ পায়, তাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সহজে সঞ্চরণ করিতে পারে না এবং যে সকল দ্রব্যে বিদ্যুতের কার্য্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সকল বস্তুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ অনায়াসে দ্রুত বেগে গমন করিতে পারে। যে যে বস্তুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সহজে সঞ্চরণ করিতে পারে পণ্ডিতেরা তাহাকে পরিচালক পদার্থ বলিয়া উক্ত করেন এবং যাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ অক্লেশে চলিতে পারে না পণ্ডিত কর্ত্তৃক সেই সমস্ত বস্তুর নাম অপরিচালক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গ্রে সাহেবের পর ফ্রান্স রাজ্য নিবাসী ডুফে সাহেব ও বনক্লিষ্ক সাহেব এবং প্রীষ্টলী ও ফ্রাঙ্কলীন প্রভৃতি সাহেব গণ তাড়িত বিদ্যার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করেন। উক্ত পণ্ডিতেরা প্রত্যেকেই তাড়িত পদার্থ সম্বন্ধীয় এক একটি অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ করেন এবং উঁহাদিগের প্রত্যেকেরি আবিষ্কৃত বিষয় পশ্চাতে বর্ণিত হইতেছে। লাক্ষা, তৈলস্ফাটিক, ধুনা, গন্ধক, মোম, কাচ, হীরক, উজ্জ্বল রত্নাদি, রেসম, লোম, কেশ, পক্ষীর পক্ষ, কাগজ, শুষ্ক বায়ু, শুষ্ক বাষ্প, শুষ্ককাষ্ঠ, শুষ্ক উদ্ভিদ, চীনের কাচ, প্রস্তর, কর্পূর, শুষ্ক খড়ি মাটি, চুণ, কল কোয়ান, বরফ, উদ্ভি-

দের এবং পশু শরীরের ত্বক এবং তুলা প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ ঘর্ষণ করিলে সর্বাধিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং উহাদিগের মধ্যদিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না, এই জন্য উহাদিগকে অপরিচালক বস্তু বলিয়া উল্লেখ করা যায়। সোনা রূপা, তাম্র পিত্তল, লৌহ টিন, পারদ সীসক, জল ও সজীব তৃণ গুল্মাদি এবং পশু প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থে প্রায় বিদ্যুতের কার্য্য দৃষ্ট হয় না এবং উহাদিগের মধ্য দিয়া সহজে বিদ্যুৎ সঞ্চরণ করিতে পারে বলিয়া উহারা পরিচালক নামে উক্ত হইয়াছে।

যে সমস্ত পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থের নাম উল্লেখ করা গেল, পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই উহাদিগের গুণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। মার্জার প্রভৃতি কোন প্রকার লোমশ পশুর চর্ম্ম দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ এবং অপর একটি অঙ্গুলিকে আবৃত করিয়া সেই উভয় অঙ্গুলি দ্বারা এক গাছি রেসমের ফিতাকে আকর্ষণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই ফিতা হইতে বিদ্যুদগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায়। উক্ত পরীক্ষা সম্পাদন করিবার সময় মার্জার চর্ম্ম ও ফিতাকে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া লইতে হয়। রেসম প্রভৃতি পদার্থ হইতে অনেক সময় সহজে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত ও শব্দ উৎপন্ন হইতে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। হিম প্রধান দেশে শীত কালে যে সময় বায়ু বাষ্পশূন্য শুষ্ক হয় তৎকালে রেসমের মোজা খুলিবার সময় কখন কখন ঈষৎ অগ্নিকণা নির্গত হয়। এ দেশেও শীতকালে কোন কোন সময় অন্ধকার গৃহে বিড়ালের গাত্রে হাত বুলাইলে অগ্নি কণা নির্গত হইতে দেখাযায়। ইয়ুরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তী নারওয়ে প্রভৃতি দেশে যে সময় স্ত্রী লোকেরা কঙ্কতিকা দ্বারা কেশ বিন্যাস করে, তখন তাহাদিগের কেশ হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। বিবিধ উপায় দ্বারা পণ্ডিত গণ কাচ রেসম ও গন্ধক প্রভৃতি বস্তু হইতে তাড়িত পদার্থ সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ স্থালী পূর্ণ করিতে পারেন এবং লৌহাদি সঞ্চারক বস্তু সহকারে ঐ স্থালী হইতে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত তাড়িত পদার্থ বহির্গত করিয়া অপর পাত্র পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন। যে স্থালী বা পাত্র মধ্যে তাড়িত পদার্থ থাকে, তাহার সহিত লৌহাদি ধাতু নির্ম্মিত তারের যোগ করিয়া দিলে ঐ তার অবলম্বন করিয়া পাত্রস্থ তাড়িত পদার্থ চলিয়া যায় এবং তাহা এত সত্বর বেগে চলে যে নিমিষের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ গমন করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ তাড়িত পদার্থের এই সত্বর গতি শক্তি অবগত হইয়াই লৌহাদি ধাতুনির্ম্মিত তার দ্বারা অদ্ভুত তাড়িতবার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে শত যোজনের সংবাদ অবগত হইতেছেন। তাড়িতের গতিরোধ করিবার জন্য পণ্ডিতেরা রেশম প্রভৃতি অপরিচালক বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুই খণ্ড লৌহ তারের মধ্য ভাগে যদি রেশম থাকে তাহা হইলে তাড়িত আর সে রেশমকে অবলম্বন বা অতিক্রম করিয়া একতার হইতে অন্য তারে গমন করিতে পারে না। কারণ রেশম অপরিচালক বস্তু। তাড়িত যন্ত্রের সহিত লৌহ তার সংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা বহুদূর হইতে বন্দুকে অগ্নি সংযোগ করিতে পারা যায়। তারের এক প্রান্ত যন্ত্র সংযোগ করিতে হয় এবং অপর প্রান্ত বন্দুকের বারুদে যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ বারুদ জ্বলিয়া উঠে। যখন লৌহাদি ধাতু ময় তারের মধ্য দিয়া তাড়িত পদার্থ চলিতে থাকে, তখন সেই তার স্পর্শ করিলে বিলক্ষণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাড়িত শক্তির পরিমাণানুসারে কখন কখনঐ আঘাত এমন গুরুতর রূপে লাগে যে, তাহাতে করিয়া বৃহৎ বৃহৎ পশ্বাদির প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। কেবল যে উক্ত প্রকার লৌহাদি ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করিলেই আঘাতপাইতে হয় এমন নহে, কোন কোন সজীব জন্তুর শরীর হইতেও এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ আমিরিকা প্রদেশে বাইন মৎস্যের ন্যায় জিম নোটস্ নামক এক প্রকার মৎস্য আছে, উক্ত মৎস্যের শরীরে সমধিক তাড়িত পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাদিগকে স্পর্শ করিলে কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে এবং কখন

ক্ষণ অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পতিত হইতে হয়, ঐরূপ দুই তিন মৎস্য এক কালে যদি কাহারও অঙ্গে সংলগ্ন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্পন্দ রহিত হইয়া হত চেতন হইতে হয়। উক্ত মৎস্যদিগের স্পর্শে অশ্ব পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া পতিত হয়।

কি কারণে যে তাড়িত পদার্থ হইতে উল্লিখিত রূপ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায় এ বিষয় লইয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। উহার প্রতি নানা পণ্ডিত নানা কারণ কল্পনা করিয়াছেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স রাজ্য বাসী বনস্ত্রীক্ট নামক বিখ্যাত পণ্ডিত কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে তাড়িত পদার্থের উল্লিখিত ঘাতিকা শক্তি আবিষ্কৃত হয়। তিনি এক সময় উক্ত বিদ্যার বিষয় পরীক্ষা করিতে করিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন প্রকার পরিচালক বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাড়িত পদার্থ এত সত্বর বেগে চলিতে পারে যে তাহা মনেতে ধারণ করা অসাধ্য। দশ সহস্র মনুষ্য শ্রেণী বদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান হইয়া যদি পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকে, আর সেই শ্রেণীর একপ্রান্তবর্ত্তি ব্যক্তি কোন রূপে তাড়িত কর্ত্তৃক আহত হয় তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই দশ সহস্র লোকেই একবারে উক্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফুকে সাহেব প্রকাশ করেন যে, দুই খণ্ড বনাতের উপর কাচ ঘর্ষণ করিয়া যদি ঐ দুই খণ্ডকে এক স্থানে ধরা যায় তবে ঐদুইখণ্ড পরস্পর আকৃষ্ট না হইয়া উভয়ে উভয়কে বিকর্ষণ করে আর দুই খণ্ড বনাতের মধ্যে এক খণ্ড বনাতে কাচ ঘর্ষণ করিয়া অপর এক খণ্ডে লাক্ষাদি অন্য কোন প্রকার পদার্থ ঘর্ষণ করিলে পর উহারা উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে। ফুকে সাহেব এইরূপ দুই প্রকার বস্তু হইতে দুই রূপ তাড়িত পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তাড়িত দুই প্রকার বলিয়া স্থির করেন। ফলত তাড়িত পদার্থ মাত্রেরই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিবার দুই শক্তিই আছে, তাড়িতের ঐ শক্তি দ্বয় বস্তু বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে প্রকাশ পায়। তাড়িতের আকর্ষণ শক্তি সহকারে যেমন কেশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু কোন কোন পদার্থে সংলগ্ন হইয়া থাকে, সেই রূপ উহার বিকর্ষণ শক্তি প্রভাবে কেশাদি লঘু পদার্থ কখন অন্য বস্তু হইতে স্খলিত হইয়াও পড়ে। এতকাল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় যিনি যত প্রকার অদ্ভুত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের অসামান্য কীর্ত্তিই সর্ব্ব প্রধান। তাড়িত বিদ্যারূপ মনোহর মন্দিরে ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের কীর্ত্তি পতাকা চিরদিন উড্ডীয়মান থাকিবে, তাঁহার যশ বিষমণ্ডলী মধ্যে সতত জাগরূক রহিয়াছে। তাহা কস্মিন্ কালে বিনষ্ট হইবার নহে। আকাশ মণ্ডলস্থ মেঘ মালা হইতে যে পদার্থের অগ্নি শিখা নির্গত হয়, সেই পদার্থ যে পৃথিবীর নানা জাতীয় বস্তুতে বিদ্যমান আছে, উল্লিখিত ফ্রাঙ্কলিন সাহেবই ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এইরূপ সংশয় উদয় হয় যে মেঘ হইতে যে প্রকার আলোক নির্গত হইতে দেখা যায় এবং উক্ত আলোক নির্গত হইবার সময় যেমন এক প্রকার শব্দ শ্রুত হয়, পার্থিব অনেকানেক বস্তু হইতে অবিকল তদ্রূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহা নির্গত হইবার সময়ও ঐপ্রকার শব্দ শুনা যায়, অতএব ইহা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে যে, যে পদার্থ প্রভাবে পৃথিবীস্থ কোন কোন জীব জন্তু প্রভৃতির শরীর হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, মেঘেতে সেই পদার্থ বিদ্যমান থাকাতেই মেঘ হইতে অগ্নি শিখা নির্গত হইয়া থাকে। মেঘ নিঃসৃত অগ্নি শিখা ও পূর্ব্বোক্ত জীব জন্তু শরীর নির্গত তাড়িতাগ্নি উভয়ই যদি এক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তবে মেঘান্তর্গত অগ্নি অবশ্য উল্লিখিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় লৌহাদি ধাতু দ্বারা আকৃষ্ট হইবে এবং লৌহাদি পরিচালক পদার্থ অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিবে। এই বিষয় সপ্রমাণ করণার্থে তিনি অতীব অনুরাগী হইলেন এবং

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে এক দিন আকাশে মেঘ দর্শন করত একখানি পট্ট বস্ত্রের ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়া ফিলে ডেলফিয়া নামক স্থানের প্রান্তরে গমন করিলেন। কেবল তাঁহার একটি পুত্রকে সঙ্গে লইলেন। ঘুড়ির উপরি ভাগে একটি লোহার ফলা উন্নত ভাবে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন এবং উহার অধোভাগে একগাছি শনসূত্র বন্ধন করিয়া দিলেন ও ঐ শন সূত্রের অধঃ প্রান্তে একটি লোহার চাবি বন্ধন করিলেন ও আপনি বিদ্যুৎ জনিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐ চাবি অবধি সমুদায় নিম্ন দেশে রেসমের সূত্র সংযোগ করিয়া দিলেন। ঘুড়ি উড্ডীন হইলে পর যখন তিনি তদুপরিস্থ মেঘ হইতে কিছু মাত্র বিদ্যুৎ নির্গত হইতে দেখিলেন না, তখন নিতান্ত খিদ্যমান ও ভগ্নোৎসাহহইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ ও সংশয় ভঞ্জন হইল। তিনি দেখিলেন যে সূত্র সংলগ্ন চাবি হইতে মুহুর্মুহু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল এবং সূত্রের সর্ব্বত্র বৈদ্যুত ব্যাপার প্রকাশিত হইল। অনন্তর তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে মেঘ হইতে সমধিক তাড়িত পদার্থ আকর্ষণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ স্থালী সকল পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। যখন ফ্রাঙ্কলিন সাহেব কর্ত্তৃক তাড়িত বিদ্যার এইরূপ অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইল। তখন লোকে বিদ্যুজ্জনিত ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নানা উপায় স্থির করিতে আরম্ভ করিল এবং তদবধিই উচ্চ অট্টালিকা প্রভৃতিতে বজ্রবারক লৌহ দণ্ড স্থাপন করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইল। যে যে উপায় দ্বারা বিদ্যুদগ্নি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহা অশ্চাতে লিখিত হইতেছে।

পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, বিদ্যুৎ যখন ঘোর নির্ঘোষ পূর্ব্বক ধরাতলে বা অন্য কোন বস্তুতে পতিত হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা সেস্থান বা সে বস্তুকে দগ্ধ ও ছিন্ন ভিন্ন করে, তখনি আমরা তাহাকে বজ্র পাত বলিয়া উক্ত করি বাস্তবিক বজ্র ও বিদ্যুৎ একই পদার্থ। প্রোফেসর টমসন সাহেব ব্যক্ত করেন, যে কখন কখন শব্দ ব্যতীরেকেও বজ্র হইতে পারে, কিন্তু যখন শব্দ ভিন্ন বজ্র পাত হয়, তখনি বৈদ্যুতালোকের বিশেষ আধিক্য হইয়া থাকে এবং যখন অতি দূরে বজ্র পাত হয় তখনি অল্প শব্দ শুনা যায়। বজ্র সামান্যতঃ মন্দিরে অট্টালিকায় বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি উচ্চ স্থানেই পতিত হয়, অতএব মেঘ গর্জ্জন করিলে সর্ব্ব প্রকার উচ্চ স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিকটে উচ্চ বস্তু থাকিতে বজ্র কখন নিম্ন বস্তুতে পতিত হয় না। বজ্রের ভীষণ নাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণ ভয়ে বৃক্ষমূলে উচ্চ গৃহতলে উপনীত হইয়া অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে। মেঘাবৃত দুর্য্যোগ সময়ে বজ্র ভয়ে মৃত্তিকা তলে প্রবেশ করাও উচিত নহে। এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে কখন কখন মৃত্তিকা হইতে তদন্তর্গত তাড়িত পদার্থ মেঘেতে গমন করে অতএব তৎকালে মৃত্তিকা গহ্বর প্রভৃতি অতি নিম্ন স্থলে থাকিলে অধিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। যখন আলোকের অনতিবিলম্বেই শব্দ শ্রুত হয়, তখনি নিকটের মধ্যে বজ্রপাত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, এমত স্থলে ভূতলে শয়ন করিয়া পড়িলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। মেঘ গর্জ্জন কালে জলে বা জলাশয়ের নিকট থাকা অকর্ত্তব্য এবং লৌহাদি কোন প্রকার ধাতু পাত্র সঙ্গে থাকিলে পরিত্যাগ করা উচিত। উক্ত সময় রেশমের বস্ত্রে শরীরকে আবৃত করিয়া রাখা এবং তুলা কম্বল ও পাখার শয্যায় শয়ান থাকা ভাল অথবা শকটাদি নিকটে থাকিলে তাহার নিম্নে যাওয়াও শ্রেয়। বজ্র পতন কালে কাগজের দ্বারা শরীরকে আচ্ছাদন করিতে পারিলেও জীবন রক্ষা হইতে পারে।

যদিও বিদ্যুৎকে আপাততঃ মহা ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় এবং উহাকে অনেক অপকারের হেতু স্বরূপ মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক উহা আমাদিগের অশেষ কল্যাণের কারণ। বিদ্যুৎ বায়ু শোধনের এক প্রধান উপায়। যখন পৃথিবীস্থ বায়ু রাশি বদ্ধ ও ঘনীভূত হইয়া মনুষ্যের পক্ষে অপকারী ও পীড়াদায়ক

হইয়া উঠে, তখন বিদ্যুৎ তাহার সেই দোষ পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তদ্দ্বারা রোগোৎপত্তি নিবারণ করিয়া মারীভয় হ্রাস করিতে পারে। বিদ্যুৎ দ্বারা কোন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক পক্ষাঘাতাদি উৎকট উৎকট রোগের শান্তি করিয়া থাকেন এবং বৈদ্যুত শক্তি প্রভাবে উদ্ভিদ পদার্থ সকল নানা রোগ ও বিপদ হইতে রক্ষিত ও সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। যখন সকল মঙ্গলালয় সর্ব্বেশ্বর বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন উহার দ্বারা যে আমাদিগের নিশ্চয় মঙ্গল উদ্ভব হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের কোন বস্তুই আমাদিগের অশুভ কারী নহে, জগদীশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সে সমস্তই তাঁহার বিশ্বরাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। যে ভয়ানক বিদ্যুদগ্নির নাম শ্রবণে অনেকের হৃৎ কম্প উপস্থিত হয় এবং যাহাকে লোকে বিষম অনর্থের হেতু বলিয়া মনে করে বাস্তবিক সে বিদ্যুৎও আমাদিগের অশেষ প্রকার অসাধারণ কল্যাণের কারণ।

গোমসূর্য্যাধান।

এদেশে বহুকালাবধিই মনুষ্যশরীর হইতে বসন্তের বীজ লইয়া টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কিন্তু উক্ত পদ্ধতি দ্বারা সর্ব্বদাই অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, উহাতে করিয়া অনেক সময় অনেকের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, অতএব এপ্রকার ভয়ঙ্কর কুপদ্ধতির উচ্ছেদ করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকরণ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্ব কালে ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে অনেক স্থানে মনুষ্যের বসন্তের বীজ দ্বারা টীকা দিবার রীতি ছিল এবং তজ্জন্য তদ্দেশীয় লোকে শতশত নানা প্রকার বিঘ্ন প্রাপ্ত হইত। অনন্তর ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণ উপায়ান্তর অবলম্বনে যত্নশীল হইয়া যদবধি তত্রত্য নানাদেশে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছেন, তদবধি আর তথায় কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটেনা। এক্ষণে এদেশীয় লোকের মধ্যেও কেহ কেহ গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার গুণ অবগত হইয়া সেই প্রথা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং যে সকল পরিবারের মধ্যে উক্ত প্রকারে টীকা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহারদিগের মধ্যে কখন কোন বিঘ্নও ঘটে না। সকলকেই স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে গোবীজ দ্বারা টীকা প্রদান করিলে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এবং উক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি টীকা লয় তাহাকেও কোন রূপ ক্লেশ পাইতে হয় না। এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকে কোন প্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অদ্যাপি উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাস্ত্র মধ্যেও উক্ত পদ্ধতির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ধন্বন্তরিকৃত এক খানি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার কথা লিখিত আছে। ঐ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি হিন্দু সমাজাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব স্বীয় পরিবার মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে দেশীয় মহাত্মাদিগের সমীপে আমাদিগের এই অনুরোধ যে তাঁহারা সকলে শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বসন্তরোগ জনিত নানা সম্ভাবিত বিঘ্ন পরিহার করুন।

But when this end shall have been attained, and humanity at length stand at this point, what is there then to do? Upon earth there is no higher state than this;—the generation which has once reached it, can do no more than abide there, steadfastly maintain its position, die, and leave behind it descendants who shall do the like, and who will again leave behind them descendants to follow in their footsteps. Humanity would thus stand still upon her path; and therefore her earthly end cannot be her highest end. This earthly end is conceivable, attainable, and finite. Even although we consider all preceding generations as means for the production of the last complete one, we do not thereby escape the question of earnest reason,—to what end then is this last one? Since a human race has appeared upon earth, its existence there must certainly be in accordance with, and not contrary to, reason; and it must attain all the development which it is possible for it to attain on earth. But why should such a race have an existence at all,—why may it not as well

have remained in the womb of chaos! Reason is not for the sake of existence, but existence for the sake of reason. An existence which does not of itself satisfy reason, and solve all her questions, cannot by possibility be the true being.

And, then, are those actions which are commanded by the voice of conscience,—by that voice whose dictates I never dare to criticise, but must always obey in silence,—are those actions, in reality, always the means, and the only means, for the attainment of the earthly purpose of humanity? That I cannot do otherwise than refer them to this purpose and dare not have any other object in view to be attained by means of them, is incontestible. But then are these, my intentions, always fulfilled? is it enough that we will what is good, in order that it may happen? Alas! many virtuous intentions are entirely lost for this world, and others appear even to hinder the purpose which they were designed to promote. On the other hand, the most despicable passions of men, their vices and their crimes, often forward, more certainly, the good cause than the endeavours of the virtuous man, who will never do evil that good may come! It seems that the Highest Good of the world pursues its course of increase and prosperity quite independently of all human virtues or vices, according to its own laws, through an invisible and unknown power,—just as the heavenly bodies run their appointed course, independently of all human effort; and that this power carries forward, in its own great plan, all human intentions, good and bad, and, with superior power, employs for its own purpose that which was undertaken for other ends.

Thus, even if the attainment of this earthly end could be the purpose of our existence, and every doubt which reason could start with regard to it were silenced, yet would this end not be ours, but the end of that unknown power. We do not know, even for a moment, what is conducive to this end; and nothing is left to us but to give by our actions some material, no matter what, for this power to work upon, and to leave to it the task of elaborating this material to its own purposes. It would, in that case, be our highest wisdom not to trouble ourselves about matters that do not concern us; to live according to our own fancy or inclinations, and quietly leave the consequences to that unknown power. The moral law within us would be void and superfluous, and absolutely unfitted to a being destined to nothing higher than this. In order to be at one with ourselves, we should have to refuse obedience to that law, and to suppress it as a perverse and foolish fanaticism.

No!—I will not refuse obedience to the law of duty;—as surely as I live and am, I will obey, absolutely because it commands. This resolution shall be first and highest in my mind; that by which everything else is determined, but which is itself determined by nothing else;—this shall be the innermost principle of my spiritual life.

But, as a reasonable being, before whom a purpose must be set solely by its own will and determination, it is impossible for me to act without a motive and without an end. If this obedience is to be recognised by me as a reasonable service,—if the voice which demands this obedience be really that of the creative reason within me, and not a mere fanciful enthusiasm, invented by my own imagination, or communicated to me somehow from without,—this obedience must have some consequence, must serve some end. It is evident that it does not serve the purpose of the world of sense;—there must, therefore, be a supersensual world, whose purposes it may promote.

The mist of delusion clears away from before my sight! I receive a new organ, and a new world opens before me. It is disclosed to me only by the law of reason, and answers only to that law in my spirit. I apprehend this world,—limited as I am by my sensuous view, I must thus name the unnameable—I apprehend this world merely in and through the end which is promised to my obedience;—it is in reality nothing else than this necessary end itself which reason annexes to the law of duty.

Setting aside everything else, how could I suppose that this law had reference to the world of sense, or that the whole end and object of the obedience which it demands is to be found within that world, since that which alone is of importance in this obedience serves no purpose whatever in that world, can never become a cause in it, and can never produce results. In the world of sense, which proceeds on a chain of material causes and effects, and in which whatever happens depends merely on that which preceded it, it is never of any moment *how, and with what motives and intentions,* an action is performed, but only *what the action is.*

Had it been the whole purpose of our existence to produce an earthly condition of our race, there would only have been required an unerring mechanism by which our outward actions might have been determined, and we would not have needed to be more than wheels well fitted to the great machine. Freedom would have been, not merely in vain, but even obstructive; a virtuous will wholly superfluous. The world would, in that case, be most unskilfully directed, and attain the purposes of its existence by wasteful extravagance and circuitous byeways. Hadst thou, mighty World-Spirit! withheld from us this freedom, which thou art now constrained to adapt to thy plans with labour and contrivance; hadst thou rather at once compelled us to act in the way in which thy plans required that we should act, thou wouldst have attained thy purposes by a much shorter way, as the humblest of the dwellers in these thy worlds can tell thee. But I am free; and therefore such a chain of causes and effects, in which freedom is absolutely superfluous and without aim, cannot exhaust my whole nature. I must be free; for it is not the mere mechanical act, but the free determination of free will, for the sake of duty and for the ends of duty only,—thus speaks the voice of conscience within us,—this alone it is which constitutes our true worth. The bond with which this law of duty binds me is a bond for living spirits only; it disdains to rule over a dead mechanism, and addresses its decrees only to the living and the free. It requires of me this obedience;—this obedience therefore cannot be nugatory or superfluous.

J. G. FICHTE.

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামী ৩০ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, তাহাতে গত বর্ষীয় সমুদায় কর্ম্ম সাধারণরূপে সভ্যগণকে অবগত করা যাইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৭ শকের জ্যৈষ্ঠ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

দান প্রাপ্ত	৯১৪৬৫
পুস্তক বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্ত ...	১০১।১৫
তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রাপ্ত ...	৭২
কোং কাগজ বন্ধক ...	১০০
গত মাসের স্থিত	১৫৪।/৫
	১৩৪৬৬৸/৫

ব্যয়

কর্ম্ম চারি গণের বেতন	৮৩৯/১০
বিবিধ ব্যয়	৩১৩।১০
	১১৪৯।৶০

স্থিত

স্থিত	১৯৭।৫

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায়		১
" শ্যামাচরণ সেন		৩
" কার্ত্তিকেয়চরণ মল্লিক		৪
" কানাইলাল মিত্র		১
শ্রীযুক্ত উমাচরণ দত্ত		১
" কেশবলাল মল্লিক		১
" গোপাললাল মিত্র		৪
" যশোদাকুমার পাইন		৩০
" জগচ্চন্দ্র রায়		৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন		৮
" জয়গোপাল সেন		৮
" গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	ঢাকা	৫
" প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত		১
" মাধবচন্দ্র বসাক		৪
" শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়		৩
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়		৩
" আনন্দচন্দ্র পাল		১
" প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়		২
" গোপালচন্দ্র দত্ত		২
" মধুসূদন ঘোষ		১২
" মণিলাল মল্লিক		২
" যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		১
" হরচন্দ্র দত্ত		১২
" যজ্ঞেশ্বর বসু		১
" গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		১
" গোবর্দ্ধন পাঁড়ে		২
" গিরিধারি পাঁড়ে		২
" মদনমোহন সেন		১
" রাধানাথ শিল		১
" কৈলাসচন্দ্র বসু		৪
" রমাপ্রসাদ রায়		২০০
" নীলাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়		১
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ		২৪
" কালীকুমার ঘোষ		১
" শিবচন্দ্র নন্দী		৫
" কালীচরণ দত্ত		১
" হলধর চক্রবর্ত্তি		২
" লোকনাথ ঘোষ		১
" শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভবানীপুর	৪
" গোপালচন্দ্র বসাক		১
" সুরথনাথ মল্লিক		১৫
" রাজচন্দ্র ঘোষ		১
" শ্রীনাথ দাস		১
" চুনিলাল গুপ্ত		১
" হরিমোহন সেন		১
" উমেশচন্দ্র মিত্র	ভবানীপুর	[illegible]

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ১
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ... ১
" কেনারাম দে ১
" ব্রজলাল বসু ৮
" শ্রীনাথ সিকদার ... ২
" অক্ষয়কুমার দত্ত ... ৪
" চন্দ্রমোহন সেন ১
" বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ... ১
" কালীকৃষ্ণ দত্ত ২
" তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ... ১
" কালাচাঁদ মিত্র ১
" ব্রজসুন্দর মিত্র ৫
" চন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ১
" রমানাথ হালদার ... ১
" ব্রজনাথ সরকার ... ১
" রাজবল্লভ মল্লিক ... ২
" বিনোদবিলাল বসাক ... ১
" রমণীমোহন চৌধুরি ২০
" উমাকান্ত দত্ত ২
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১২০
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১
" বেণীমাধব দে ৫
" নবকৃষ্ণ বসু ১
" রাজনারায়ণ দত্ত ... ২
" উমেশচন্দ্র মিত্র .... চন্দননগর ... ১
" যদুনাথ সাহা ১
" শম্ভুচন্দ্র কর ... ২
" ভবানীচরণ সেন ১
" লোকনাথ ঘোষ ২
" নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৪
" শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ... ১
" দুর্গাচরণ গুপ্ত ১৯
" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ... ১
" মথুরানাথ কুণ্ডু ২
" দিননাথ মণ্ডল ২
" রামতনু চক্রবর্ত্তি ... ১
" কৃষ্ণনাথ কুণ্ডু ১
" দ্বারিকানাথ কুণ্ডু ... ১
" কটীকচাঁদ মজুমদার ১
" রামধন মজুমদার ... ১

শ্রীযুক্ত হরিনাথ কুণ্ডু ১
" নবীনচন্দ্র কুণ্ডু ১
" রাজা কালীকৃষ্ণ মল্লিক রায় ৫০
" গোপালচন্দ্র হাজরা ... ২
" হরদেব চট্টোপাধ্যায় ... ১
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১০
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৩
" যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ... ১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ... ১০
" মতিলাল মজুমদার ... ৩
" চন্দ্রনাথ রায় ১
" কাশীনাথ দত্ত ৮
" উমাচরণ সেন ৩
" গৌরগোপাল বসাক ... ১
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ... ২
" শ্যামলাল মিত্র ৬
" রামকানাই সেন ৬
" রামনারায়ণ কর ... [illegible]
" বিশ্বম্ভর বসু ১
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাতুরেঘাটা ৫
" শম্ভুচন্দ্র মিত্র ১
" অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ... ১
" কানাইলাল পাইন ... ৬
" প্যারীমোহন বসু ... ২
" মনোমোহন বসু ... ৪
" লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ... ২
" কুঞ্জবিহারি চক্রবর্ত্তি ... ২
" গোপাললাল বসাক ... ৪
" কাশীশ্বর মিত্র ৪
" প্রতাপনারায়ণ সিংহ ... ১০
অল্পদানের সমষ্টি ... ১৩
ধনাধারে প্রাপ্ত ৬১৮৫

৯১৪৮৫

সুম শোধন

এই পত্রিকার ১১ পৃষ্ঠের ১ স্তম্ভের ৩৩ ও ৪১ পং-ক্তিতে যে "বিকল্প" শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "প্রতিবাদ" হইবেক।
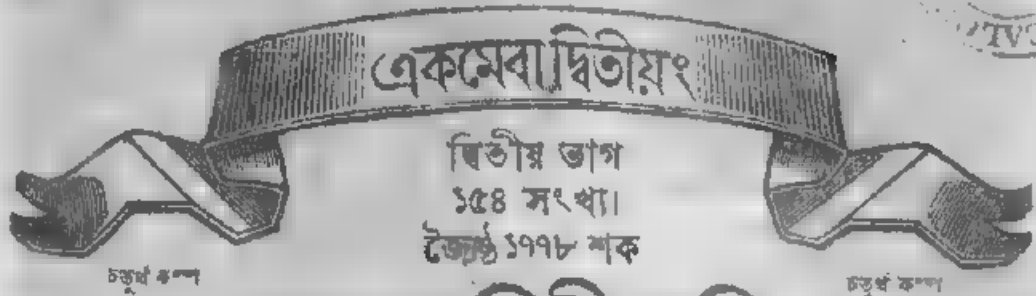
১৫ বৈশাখ শনিবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিকাতা ১৭৭৮

[illegible]

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববি-
ৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র।

হে জগদীশ্বর! তোমার করুণা অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা নির্ব্বিঘ্নে সম্বৎসর কাল অতীত করিয়া পুনর্ব্বার নববর্ষের প্রথম দিবসে পদক্ষেপ করিতেছি, অতএব সেই এক বৎসর কাল মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমরা যে সমস্ত করুণা ভোগ করিয়াছি, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করিতেছি। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে তুমি আমাদিগের প্রতি যে সকল করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তাহা আমি কি প্রকারে ব্যক্ত করিব, তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করা দূরে থাকুক তাহা আমি মনেতেও ধারণ করিতে সক্ষম নহি। আমি বসন্ত কালে সুগন্ধ কুসুম সেবিত মন্দ মন্দ মলয় মারুত প্রাপ্ত হইয়া যে অনুপম সুখ লাভ করিয়াছি, কি তাহা স্মরণ করিব! গ্রীষ্মান্তে নব মেঘনিঃসৃত বারি ধারা প্রাপ্তে শরীর শীতল করিয়া যে সুখে সুখী হইয়াছি তাহাইবা কি মনে করিব! তোমার সৃষ্ট দিবাকরের উদয়াস্ত কালে প্রতিদিন উষা ও সন্ধ্যার মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা যে আশ্চর্য্য নেত্রসুখ ভোগ করিয়াছি কি তাহা মনে করিয়া তোমার প্রেমরসে প্লাবিত হইব! তোমার হস্ত রচিত পূর্ণ শশধর প্রতি পৌর্ণমাসির নিশীতে আমাদিগকে যে আনন্দ প্রদান করিয়াছে কি তাহা স্মরণ করত এক কালে তোমার ভক্তি স্রোতে ভাসমান হইব! এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা প্রণয়াস্পদ প্রিয়ব্যক্তি দিগের নিকট হইতে সুমধুর প্রণয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি কি তাহা মনে করিব! ভক্তি ভাজন গুরুজন দিগের নিকট হইতে দুর্লভ স্নেহ রত্ন লাভ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি কি তাহা স্মরণ করিব! আমি তোমার কোন্ গুণ কীর্ত্তন করিব ও কোন্ করুণা স্মরণ করিব তাহা স্থির করা অসাধ্য। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে কেবল যে আমাদিগের সুখকর ঘটনাতেই তোমার করুণা দৃষ্ট হইয়াছে এমন নহে, যে সমস্ত ঘটনাকে আমরা দুঃখজনক মনে করিয়াছি তাহারও মধ্য হইতে তোমার অপার করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এক সময় যাহাকে দুঃখজনক ব্যাপার মনে করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছি, সময়ান্তরে তাহা হইতে কত প্রকার বহুমূল্য উপদেশ ও দুর্লভ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, এক সময়ে যে ঘটনাকে আমরা বিপদের কারণ স্থির করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছি, সময়ান্তরে তাহাই আবার আমাদিগের বিশেষ সম্পদের কারণ হইয়াছে। এই কালের মধ্যে তুমি আমাদিগকে নানামতে যে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ তাহার একটি মাত্র ম-

নে স্মরিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তোমা হইতে আমাদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম প্রাণ সকলই রক্ষা পাইয়াছে। কত সময় আমরা ঘোর মোহে মুহ্যমান হওয়াতে আমাদিগের চিরোপার্জ্জিত ও নিত্য সঞ্চিত অমূল্য ধর্ম্ম রত্ন বিবর্জ্জিত হইয়া পাপ পঙ্কে পতন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু তোমার প্রসাদে পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহা হইতেও রক্ষা পাইয়াছি। কত সময় তোমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অন্যথাচরণ করাতে আমাদিগের মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু তোমার কৃপাবলে পুনর্ব্বার প্রাণদান পাইয়া আমরা সে বিপদ হইতে রক্ষিত হইয়াছি। তোমার করুণা আমরা প্রতি নিশ্বাসেই ভোগ করিয়াছি এবং তোমার প্রীতি আমরা প্রতিক্ষণেই প্রাপ্ত হইয়াছি. আমি যে দিকে নেত্র পাত করি সেই দিকেই কেবল তোমার করুণার চিহ্ন দেখিতে পাই। আমাদিগের নেত্র তোমার করুণার চিহ্ন, কর্ণ তোমার করুণার চিহ্ন এবং বাক্য মনও তোমার করুণার নিদর্শন; পৃথিবীস্থ ওষধি বনস্পতি ও পশু পক্ষী প্রভৃতিও তোমার দয়ার কার্য্য এবং গগন মণ্ডলস্থ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রও তোমার করুণার সাক্ষী, এবিশ্ব কেবলই তোমার করুণার ব্যাপার। মনুষ্য যদি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করে তথাপি তোমার করুণা সিন্ধুর এক বিন্দু মাত্রেরও শেষ হয় না, অতএব আমি তোমার অপার করুণা সাগরে পতিত হইয়া কি প্রকারে পার প্রাপ্ত হইব। তোমার সৃষ্টির কি আশ্চর্য্য কৌশল এবং সেই কৌশল মধ্যে কি অদ্ভুত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তোমার পৃথিবী কস্মিন্ কালেও পুরাতন হইবার নহে, প্রত্যেক বৎসরই আমাদিগের নিকটে নূতন রূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রত্যেক ঋতুই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইতেছে। এক সূর্য্য প্রতি দিনই উদয় কালে আমাদিগের চক্ষে নূতন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে এবং এক চন্দ্র প্রতি পূর্ণিমার রজনীতেই যেন অপূর্ব্ব নব পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডলে উদিত হইতেছে। হে জীবনের জীবন, ধ্রুব সত্য সনাতন! তুমি আমাদিগের নিত্য কালের রাজা এবং চিরদিনের বন্ধু, আমরা কোন কালেও তোমার আশ্রয়ের বহির্ভূত হইব না এবং কোন কালেও তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইব না, তুমি আমাদিগের জন্মাবধি এ কাল পর্য্যন্ত যে রূপ করুণা পূর্ব্বক রক্ষা করিলে, পরিণামেও নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট হইতে তদ্রূপ কৃপালাভ করিব, তোমার সহিত যে আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা কোন রূপেই অন্যথা হইবার নহে। আমরা যে অবস্থায় অবস্থান করি তুমি আমাদিগের রাজা এবং আমরা যে দেশে যে স্থানে গমন করি সেই স্থানেই আমরা তোমার রাজ্যের প্রজা, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব এবং তোমার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিয়া আর কোথায় বাস করিব? তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বপতি এবং সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ; তোমার ভাবের তুলনা আর আমি কোথায় প্রদর্শন করিব, তুমি অনুপম ও অদ্বিতীয় হইয়া একাকী এই বিশ্বরাজ্যের আধিপত্য করিতেছ। তোমার তুল্য রাজাই বা আর আমরা কোথায় প্রাপ্ত হইব এবং তোমার তুল্য সুহৃৎ বা আর আমরা কোথায় দর্শন করিব। তুমি ধনীকে ধন গৌরবের জন্য আদর কর না এবং দীন ভাবাপন্ন বিপন্ন ব্যক্তিকে নির্ধন দেখিয়াও ঘৃণা করনা। তুমি রাজা প্রজা ও ধনী দরিদ্র সকলকেই সমদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর। তুমি সকলেরই জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে তোমার পথের পথিক হয় তাহাকেই তুমি আশ্রয় প্রদান কর। হে স্বপ্রকাশ অন্তরাত্মা! বাহ্য বিষয়ের ন্যায় তোমাকে দর্শন করিবার জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিবার আবশ্যক হয় না, মনে করিলেই তোমাকে হৃদয় ধামে দর্শন করিয়া সুখী হওয়া যায় এবং যত্ন করিলেই সর্ব্বত্র হইতে তোমাকে লাভ করা যায়, অতএব কে তোমাকে দুর্লভ করিয়া বর্ণন করে? জগতে তো-

মার তুল্য সুলভ বস্তু আর কি আছে ? তুমি ভক্ত জনের দৃঢ়তর প্রেম রজ্জুতে সততই বদ্ধ রহিয়াছ এবং সর্ব্বদাই প্রেমিক ব্যক্তির মানস মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বরূপ বিস্তীর্ণ কানন মধ্যে তুমি এক মাত্র অদ্বিতীয় পুষ্প স্বরূপে বিকশিত হইয়া বিরাজ করিতেছ, যে ব্যক্তি একবার সেই পুষ্প সন্দর্শন করিতেছে, তাহার আর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না। সে নেত্র স্থির করিয়া কাল যাপন করিতেছে এবং সেই অনুপম পুষ্পের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া কত শত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এক কালে তৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে। হে সৌন্দর্য্যের আকর ও প্রেমের সাগর ! আমি যখন তোমাকে সন্দর্শন করি, তখন এজগৎ আমার নিকট হইতে বিলুপ্ত হয় এবং যখন আমি তোমাকে স্মরণ করি তখন আমি আপনাকেও বিস্মৃত হই। তুমি স্বতঃই আনন্দ কর এবং স্বতঃই সর্ব্ব দুঃখ হর, প্রেমিক ব্যক্তি যে কি কারণে সর্ব্বদা তোমার সহবাস ভোগ করিতে অভিলাষ করে এবং তোমার লাভার্থে লালায়িত হয়, ভাব বর্জ্জিত অপ্রেমিক জনে তাহা কি প্রকারে বোধ গম্য করিতে পারিবে ? পতঙ্গ যে কি জন্য দীপ্তাগ্নিকে প্রীতি করে, তাহা পতঙ্গই জানে এবং তৃষিত চাতক যে কি কারণে অন্য জল পান না করিয়া এক দৃষ্টে মেঘাভিমুখী হইয়া কাল যাপন করে, তাহা সেই চাতকই বলিতে পারে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়াছে, তোমাকে প্রাপ্ত হইলেই তাহার সকল কামনা পূর্ণ হয়। হে প্রণয়াস্পদ পরম বন্ধু ! মনের এই প্রকার ধর্ম্ম যে প্রিয়ব্যক্তিকে কিছু প্রদান করিতে সতত অভিলাষ হয় ; কিন্তু আমি তোমাকে কি প্রদান করিয়া সে অভিলাষ পূর্ণ করিব ? এসংসার মধ্যে এমন বস্তু কি আছে, যে তাহা আমার বলিয়া আমি অধিকার করিতে পারি। এবিশ্বসংসার সকলই তোমার ; মানবের ধন জন যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি সম্পত্তি সকলই তোমার প্রদত্ত। যাহা হউক আমি তোমার বস্তু তোমাকে প্রদান করিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করণার্থ ঐকান্তিক মনে তোমাতে আত্ম সমর্পণ করিতেছি এবং চিরদিনের জন্য তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তোমার প্রেমাগ্নি যেন আমার হৃদয় হইতে কস্মিন্ কালেও নির্ব্বাণ না হয়। তুমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী, তুমি সকলেরই মনের ভাব জানিতেছ, তথাপি সুহৃদের সাক্ষাৎ পাইলে মনোগত কথা বলিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া আমি তোমার নিকট অতি কাতর ভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে হে নাথ ! তুমি ক্ষণ কালের জন্যও আমার হৃদয় সিংহাসন পরিত্যাগ করিও না ; তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু এবং সর্ব্ব সুখদাতা তুমি আমাদিগের প্রার্থনার পূর্ব্বেই সকল কামনা বিধান করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি তুমি রাজা এবং আমি প্রজা বলিয়া আমার মন পুনর্ব্বার এই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইতেছে, হে করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু ! আমার লেখনী যেন তোমার মহিমা বর্ণন করিতে করিতে ক্ষয় হয়, আমার বাক্য যেন তোমার যশ কীর্ত্তন করিতে করিতে শেষ হয়, আমার নেত্র যেন তোমার রচনা মধ্যে অহর্নিশ তোমাকে দর্শন করিয়া নিরন্তর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং আমার হৃদয় যেন চির দিনের জন্য তোমার আবাসের স্থান হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরমেশ্বরের মহিমা।

পশুদিগের সংস্কার।

অবনীমণ্ডলে যত প্রকার জীব বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্ব্ব প্রধান। মনুষ্য জাতির অসাধারণ শক্তি সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে জগদীশ্বর মানবকে মর্ত্ত্য লোক বাসী অপরাপর জীবের অধীশ্বর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের পরিণামদর্শনশক্তি ও ভূতানুস্মরণ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং অপরাপর নানা বিষয়ের সহিত স্বীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া কার্য্য করিবার সাধ্য দেখিলে যেরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, যখন আমরা বুদ্ধি বিহীন ইতর পশুদিগের ভোজন পান ও বৎস পালন প্রভৃতি নানা কার্য্যের প্র-

ত্তি নেত্রপাত করি তখন আমাদিগকে সেইরূপও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়—তখন জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তি ও অপার মহিমা আমাদিগের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।

মনুষ্য এতাদৃশ শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যে প্রকার সুখেতে আপন দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ইতর পশুদিগের কোন জ্ঞান শিক্ষা ও বুদ্ধি শক্তি নাথাকাতেও তাহারা সেই রূপ স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক আপনাদিগের সমস্ত জীবন ক্রিয়া সমাধা করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধির পরিবর্ত্তে পরমেশ্বর ইতর পশুদিগকে এক অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, সেই সংস্কার বলেই উহারা আপনাদিগের সমস্ত ব্যাপার সাধন করিতে সমর্থ হয়। যে শক্তি দ্বারা পক্ষী জাতি নীড় নির্ম্মাণ করিতে পারগ হয়, মধু মক্ষিকা দিগের যে শক্তি থাকাতে তাহারা আশ্চর্য্য মধুক্রম প্রস্তুত করিতে পারে এবং উষ্ট্রের যে শক্তি থাকাতে উষ্ট্র বহু দূর হইতে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় জানিতে পারে, সামান্যত সেই শক্তিকেই পণ্ডিতগণ সংস্কার বলিয়া উক্ত করেন। পশুদিগের উক্ত সংস্কার অতি অদ্ভুত বৃত্তি, উহা কস্মিন্ কালেও পরিবর্দ্ধিত বা উন্নত হইবার নহে, চির দিন সমভাবে থাকে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে জাতীয় পশুকে যে প্রকার কার্য্য করিতে দেখাগিয়াছে শতবর্ষ পরেও সে পশুকে সেই রূপ কার্য্য করিতে দেখাযায়, উক্ত সংস্কার প্রভাবে এক এক পশু এমন এক এক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে, যে মনুষ্য শতবর্ষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আমেরিকা দেশীয় বিবর নামক পশুর বাসস্থান নির্ম্মাণ করণের বিষয় যে ব্যক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বা গ্রন্থাদি মধ্যে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকেই চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। উহারা যেরূপ অসাধারণ কৌশল পূর্ব্বক আপনাদিগের আবাস গৃহ প্রস্তুত করে তাহা বিশেষ রূপে এই পত্রিকার ১০৮ সংখ্যার ৪১ পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে। জল মার্জ্জারদিগের বাস স্থান নির্ম্মাণ করাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উহারা আপনাদিগের আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিতে যে প্রকার কৌশল প্রকাশ করে, বিশেষ বুদ্ধিমান্ লোকেও হঠাৎ সে প্রকার শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। উহারা নদ নদী প্রভৃতি কোন জলাশয়ের তীরে মৃত্তিকার নিম্নে গহ্বর করিয়া আপনাদিগের আবাস স্থান প্রস্তুত করে এবং নদ নদী প্রভৃতির জলমধ্য তলস্থ ভূমিতে ছিদ্র করিয়া ঐ বাস স্থানে গতায়াত করিবার পথ প্রস্তুত করে। উহারা আপনাদিগের বাস স্থানে প্রবেশ করণার্থ জল মধ্যে যে রন্ধ্র প্রস্তুত করে, উক্ত জলাশয়ের তল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধাভিমুখে চালিত হইয়া ঐ বাস স্থানের সহিত মিলিত হয়। জল মার্জ্জারদিগের বাস গহ্বরের মধ্যে তিন চারিটি পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ থাকে এবং উহারা সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠ জলাশয়ের গর্ভ হইতে এত ঊর্দ্ধ দেশে নির্ম্মাণ করে যে তন্নিকটস্থ জলাশয়ের জল অপেক্ষাকৃত সমধিক বৃদ্ধি হইলেও তাহা প্লাবিত হইতে পায়না। মারমট নামক জন্তুদিগের আবাস নির্ম্মাণ বিষয়েও বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। উক্ত জন্তুরা পর্ব্বত বা গিরিতটে মৃত্তিকার নিম্নে কিয়দ্দূর অন্তর করিয়া দুইটি পৃথক্ ছিদ্র নির্ম্মাণ করিয়া আইসে এবং তাহা ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ বক্রভাবে চালিত করিয়া উভয় ছিদ্রের মুখ একত্র মিলিত করে। যে স্থানে ঐ উভয় ছিদ্রের মুখ আসিয়া পরস্পর মিলিত হয়, সেই স্থানে উহারা বাসোপযোগী সম-তল বিশিষ্ট একটি স্থূল গহ্বর নির্ম্মাণ করে। ঐ গহ্বর তলে উহারা তৃণ ও শৈবাল দ্বারা অপূর্ব্ব কোমল শয্যা বিস্তারণ করে। উল্লিখিত ছিদ্র দ্বয়ের মধ্যে একটি দ্বারা উহারা আপনাদিগের বাস স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে এবং আর এক টির মধ্যে উহারা মল মূত্রাদি ত্যাজ্য বস্তু পরিত্যাগ করে। উক্ত প্রকার এক একটি বাস গৃহের মধ্যে কতিপয় মারমট একত্র বাস করে। এবং উহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা ঐ বাস গৃহের সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। শীত ঋতুর উপক্রম দেখিয়াই উহারা আপনা-

দিগের বাস গৃহের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আগামী বসন্ত কাল পর্যন্ত সেই গহ্বরে নিদ্রিত থাকে। এতদ্দেশীয় বাবুই নামক পক্ষির বাসা অনেকেই সন্দর্শন করিয়াছেন; উক্ত পক্ষীরা আপনাদিগের নীড় নির্ম্মাণ বিষয়ে যে অনুপম কৌশল প্রকাশ করে, মহামহা শিল্পকারী বিচক্ষণ লোকেরাও তাহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। উহারা যে কি রূপ কৌশল দ্বারা অতি সূক্ষ্ম তৃণপর্ণাদি একত্র সংযুক্ত করিয়া এ প্রকার অপূর্ব্ব নীড় প্রস্তুত করে, তাহা বোধ গম্য করিবার সাধ্য হয় না। উহাদিগের নীড়ের সন্ধি স্থানে কোন গ্রন্থি কি কোন প্রকার বৃক্ষ নির্যাসাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না অথচ ঐ নীড়ের পৃথক্ পৃথক্ তৃণ সকল পরস্পর এ প্রকার দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, যে সামান্য বল দ্বারা ঐ নীড় ছিন্ন করা যায় না। প্রত্যেক পক্ষীই আপনার শরীরের আয়তন ও শাবকের সংখ্যানুসারে বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সারস ও শকুনী প্রভৃতি যে সকল পক্ষীর শরীর বৃহৎ এবং যে সমস্ত পক্ষী এক কালে অধিক ডিম্ব প্রসব করে, তাহারা সচরাচর উচ্চ ও প্রশস্ত নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এবং চাতক ও খঞ্জন প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষী গণকে সর্ব্বদা অপ্রশস্ত ও অনুন্নত নীড় প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। মনুষ্য যেমন বুদ্ধি দ্বারা সন্তান প্রসূত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ অবগত হইয়া সূতিকাগারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখে, পক্ষীগণও সেইরূপ সংস্কার দ্বারা শাবক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বাবস্থা জানিতে পারিয়া সতর্ক হয়। যে সকল পক্ষী সম্বৎসর কাল নানা স্থানে কেবল উড্ডীন হইয়া ভ্রমণ করে, শাবক প্রসূত হইবার পূর্ব্বে সে সকল পক্ষীও নীড় নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হয়; এবং অন্যান্য সময় যে সমস্ত পক্ষী জাতির মধ্যে কিছুমাত্র দাম্পত্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, শাবক উৎপত্তির সময় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ স্থির হয়। ঋতুবিশেষে অনেকানেক পক্ষী স্ত্রী পুরুষে যুগ্ম বদ্ধ হয় এবং দাম্পত্য রূপ দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নীড় নির্ম্মাণও শাবক প্রতিপালনাদি কার্য্য সমাধা করিতে নিযুক্ত থাকে; এবং যদবধি উহাদিগের উভয়ের শরীর জাত শাবক স্বয়ং আত্ম রক্ষা ও জীবিকা সমাহরণ করিতে সমর্থ হয়, তদবধি ঐ পক্ষী দ্বয়ের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে কেবল প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত জগদীশ্বর পক্ষী জাতিকেও সময় বিশেষে উল্লিখিত দম্পতী নিবন্ধন রূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবার ভাব প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য জাতি যেমন সদ্যোজাত বালকের শয়নের জন্য সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করে, পক্ষী গণও সেইরূপ করিয়া থাকে। ডিম্ব প্রসবের পূর্ব্বে পক্ষীগণ কেশ কার্পাস ও পত্রাদি মসৃণ এবং কোমল পদার্থের দ্বারা স্ব স্ব নীড়ের মধ্যে উপযুক্ত শয্যা প্রস্তুত করে। সিংহ ব্যাঘ্র শৃগালাদি বিবর বাসী জন্তুরা বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক আপনাদিগের আকার প্রকার ও সুখ স্বচ্ছন্দতার উপযোগী বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কদাপি শৃগালের গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। এবং শৃগালও কখন পক্ষীর নীড় আক্রমণ করিয়া তাহার হানি জন্মাইতে পারে না। জগদীশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু দিগকে উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করিবার এই অসাধারণ শক্তি অর্পণ করাতেই এক পর্ব্বত ও এক অরণ্য মধ্যে করী সিংহ হরিণী ব্যাঘ্র ও অহি নকুল প্রভৃতি খাদ্য খাদক পশুগণ পরস্পর নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিতেছে।

পশু পক্ষীদিগের বাস স্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে যেমন অদ্ভুত সংস্কার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ অপরাপর নানাবিধ আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা উহারা আত্ম রক্ষা ও সন্তান পালন করিয়া থাকে। যে বনে মর্কটাদির অধিক দৌরাত্ম্য সে বন মধ্যে পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করে। যে সকল পক্ষী অন্যান্য বন মধ্যে প্রকাশ্য স্থলে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে উক্ত বন মধ্যে তাহারা আর

সে প্রকার যত্ন করিয়া অতি গুপ্ত স্থলে বাস স্থান প্রস্তুত করে। পক্ষীগণ প্রায় মনুষ্যাদি বৈরী বর্গের দৃষ্টির অগোচর স্থল দেখিয়াই আবাস প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মাধিক্য দেশে যে সকল পক্ষী বৃক্ষ শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করে, হিম প্রধান দেশে সেই সকল পক্ষীকে আবার গিরি গহ্বর মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়; পশু পক্ষী দিগের আত্ম রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর নখ দন্ত শৃঙ্গ প্রভৃতি যাহাকে যে প্রকার উপায় প্রদান করিয়াছেন, বিপদ কালে সে পশু ও সে পক্ষী আপনা হইতেই সেই উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগের কিছু মাত্র উপদেশ আবশ্যক হয় না। গো মহিষ ও মেষ ছাগ প্রভৃতি শৃঙ্গ ধারী পশুগণ যুদ্ধ কালে স্বীয় স্বীয় শৃঙ্গ অগ্রবর্ত্তী করিয়া শত্রু আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। শৃঙ্গী পশুরা যেমন বিপদ কালে শৃঙ্গ ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়, সেই রূপ সিংহ ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতি দন্তী এবং নখী পশুরা কোন বিপদে পতিত বা যুদ্ধে উদ্যত হইলে নখ দন্ত প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় অস্ত্র সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহিষাদি শৃঙ্গধারী পশুরা কদাপি স্বীয় বৈরির প্রতি দন্তাঘাত বা নখাঘাত করিতে উদ্যত হয় না এবং ব্যাঘ্রাদি নখী দন্তী জন্তু গণকেও কদাপি মস্তকাঘাত বা পদাঘাত করিতে দেখা যায় না। শিকার করিবার সময় হস্তী আপন বধ্য বৈরীকে শুণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে, দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করে এবং কখন বা পদতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় গুরুতর অঙ্গ ভার দ্বারা দলন পূর্ব্বক বধ করে। হস্তীর দেহ অতিশয় ভার বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত পশু যেমন স্বীয় শত্রুকে সর্ব্বদা পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিপীড়ন করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করে, অশ্ব প্রভৃতি অন্যান্য পশু দিগকে কখন সে প্রকার করিতে দেখা যায় না। অশ্বগণ যখন অরণ্য মধ্যে নিদ্রা যায়, তখন তন্মধ্যে একটি অশ্ব জাগ্রত থাকিয়া প্রহরির কার্য্য সম্পাদন করে এবং শশ নামক জন্তু যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সে স্বীয় গমন কৌশল দ্বারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়—ঈশ্বরদত্ত সংস্কার দ্বারাই তাহা হইতে রক্ষা পায়। উক্ত সংস্কার দ্বারা ইতর জন্তুরা তাহাদিগের শত্রু মিত্র অবগত হইতেও সমর্থ হয়। সর্প মার্জ্জার ও শৃগালাদি কোন কোন হিংস্র জন্তু পক্ষী হিংসা করিয়া থাকে এজন্য পক্ষী জাতি ঐ সকল জন্তু দেখিলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বজাতীয় ধ্বনী করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুক্কুটী যখন শ্যেন প্রভৃতি কোন প্রকার হিংস্র পক্ষির সাক্ষাৎ পায়, তখন সে এক প্রকার সঙ্কেত শব্দ দ্বারা স্বীয় শাবক গণকে সতর্ক করে এবং শাবক গণও সেই সঙ্কেত শব্দ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়। মারমট নামক জন্তুরা যৎকালে অরণ্য মধ্যে ক্রীড়া করে, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে একটিকে উহারা প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে, ঐ প্রহরী যদি নিকটে বৈরস্বরূপ কোন মনুষ্য বা কুক্কুর কি কোন পক্ষীকে আসিতে দেখে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে এক প্রকার সঙ্কেত শব্দ করিয়া স্বজাতি দিগকে সতর্ক করে এবং তাহারা সেই শব্দ শুনিয়া বিবর মধ্যে প্রবেশ করিলে পর প্রহরীও তাহাদিগের অনুগামী হয়। ইতর জীব জন্তুদিগের সংস্কার কখন কখন মনুষ্যের পরিণামদৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। সংস্কার দ্বারা কোন কোন জীব অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভাবী ব্যাপারও অগ্রে জানিতে পারে। যখন আমরা কোন মতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা মনে করিতে পারিনা, যখন আকাশে কিছু মাত্র মেঘের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তৎকালেও ভেক চাতক প্রভৃতি কতিপয় জীব বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিয়া উল্লাস ধ্বনী প্রকাশ করিতে থাকে। সংস্কার প্রভাবে কোন কোন পক্ষী ঋতু বিশেষে দেশ বিশেষে অবস্থান করিয়া আত্ম রক্ষা করিয়া থাকে। এদেশে বর্ষাকালে নানা জাতীয় নূতন নূতন পক্ষী দেখা যায়, কিন্তু বর্ষান্তে তাহারা সকলেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। অনেক পক্ষী গ্রীষ্ম কালে শীত প্রধান দেশে বাস করে এবং শীত কালে উষ্ণ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কার দ্বারা অনেকানেক পশু শারীরিক

রোগের ঔষধ অবগত হইয়া বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় আপনাদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। ভল্লুক এবং নকুল হইতে অনেক প্রকার ক্ষত রোগের ও বিষয় ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিড়াল জাতির কোন রোগ বিশেষ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে এক প্রকার তৃণ ভক্ষণ করিয়া বমন করিতে দেখা যায়।

ইতর জন্তুদিগের বৎস পালন ব্যাপারও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, উহা মনে হইলেও জগদীশ্বরের মহিমা মানস মন্দিরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। চঞ্চল স্বভাব পক্ষী গণ সততই নানা স্থানে অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু ডিম্ব প্রসব করিবার পরেই অমনি উহারা আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাবে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর নীড় মধ্যে স্থিতি করে এবং স্বীয় শরীর দ্বারা সেই প্রসূত ডিম্ব আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে সমুচিত উষ্ণাবস্থায় রক্ষা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী দিগের অণ্ড উক্তপ্রকারে আচ্ছাদন করিয়া না রাখিলে উহার উত্তাপ নষ্ট হইয়া শীঘ্রই ডিম্বের হানি হইতে পারে। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পক্ষীগণের অণ্ডেতে সমধিক উষ্ণতা বিদ্যমান থাকাতে তাহা ঐ প্রকার করিয়া আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক হয় না বলিয়া বৃহৎ পক্ষীগণ ডিম্ব প্রসবান্তে মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরও গমন করিয়া থাকে। কিন্তু যৎকালে তাহারা বাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করে তখন প্রসূত ডিম্ব সকলকে নানা বিধ তৃণাদি দ্বারা লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া যায়। যে জন্তুর যে প্রকার সংস্কার থাকা আবশ্যক, পরমেশ্বর তাহাকে সেই রূপ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, কাহারও কোন অংশে ক্লেশ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এক প্রকার পক্ষী, ডিম্ব প্রসব করিয়া স্থানান্তর গমন করে; কিন্তু ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবার সময় উপস্থিত হইলে সংস্কার দ্বারা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় চঞ্চু দ্বারা সেই সকল ডিম্ব বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করে। অনেকানেক জীব জন্তু গর্ত্ত খনন করিয়া অবধি শাবকের নিমিত্ত কোটা আসাদন করিতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন কীট পতঙ্গাদি স্বজাতীয় জীবিকাস্থান সন্দর্শন করিয়া সেই স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। জীবিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসমসাহসী কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন জন্তু সন্তান রক্ষা করিয়া থাকে। মেষ ও কুক্কুটী প্রভৃতি যে সমস্ত পশু পক্ষ্যাদি স্বভাবত শান্ত প্রকৃতি, বৎস বা শাবক রক্ষার জন্য তাহারাও উগ্র স্বভাব ধারণ করিয়া থাকে। যাহারা ঋক্ষ শাবক ধৃত করিয়া বিক্রয় করে, তাহারা কদাপি ভল্লুকী বিদ্যমান থাকিতে শাবকের প্রতি আক্রমণ করে না। ভল্লুকীর সমক্ষে তাহার শাবক গণের প্রতি আক্রমণ করিলে ঘোর প্রমাদ উপস্থিত হয়। আক্রমণকারী ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পাওয়া ভার হয়। এই রূপ স্বাভাবিক সংস্কার প্রভাবে পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তু গণ স্ব স্ব সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সুখেতে জীবন ধারণ করিতেছে। সংস্কার জীবের প্রধান সহায়। মনুষ্য শিশুর স্তন্য পান করাও সংস্কারের কার্য্য। বুদ্ধির অভাব স্থলেই জগদীশ্বর সংস্কার প্রদান করিয়াছেন; বিশেষতঃ বুদ্ধি যে স্থলে কার্য্য করিতে অপারগ হয় সে স্থলে সংস্কার কার্য্য করিতে পারে। সংস্কার বলে আমরাও অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

হে মানব! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কাহার নিকট হইতে অবোধ পশ্বাদি অভ্রান্ত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিমান মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিতেছে? কোন্ যন্ত্রী এই বিশ্বরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহার তান দ্বারা মানবের মন মোহিত করিতেছেন? কেবল এই বিশ্ব যন্ত্রের তান শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেই কি মনুষ্য নামের গৌরব হইবে? একবার ইহার রচয়িতার জ্ঞান শক্তি ও মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করিয়া আপনার কর্ম্ম সিদ্ধ ও জন্ম সফল কর।

স্বদেশীয় ভাষানুশীলন।

মেদিনীপুরস্থ বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে জ্ঞান

কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজা পুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃত ও আরবি ভাষা দ্বয়ের বিদ্যালয় সকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। তৎকালে তাঁহারা উক্ত ভাষা দ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। ঐ ভাষাদ্বয়ের ছাত্র গণকে বহু মূল্য পারিতোষিক ও উচ্চ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে উক্ত দুই ভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুবাদ জন্য অধিক বেতনে অনুবাদক সকল নিযুক্ত করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে ঐ সকল অনুবাদকের মধ্যে যাঁহাদিগের অনুবাদ অস্পষ্ট হইত, তাঁহাদিগের অনুবাদিত পুস্তকের ব্যাখ্যাতা পদে আবার তাঁহাদিগকেই বিলক্ষণ বেতনে নিযুক্ত করিতেন। বিশালাকার সংস্কৃত ও আরবি মূল গ্রন্থ ও উক্ত ভাষাদ্বয়ে অনুবাদিত গ্রন্থ সকল এত অধিক মুদ্রিত হইল যে তৎ কালের শিক্ষা সমাজের দীর্ঘ পুস্তকাগারে সে সকল রাখিবার স্থানের অভাব হইয়া উঠিল, ও বৃহৎ বৃহৎ দারু নির্ম্মিত পুস্তকাধার সকল গ্রন্থ ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু এত যত্ন ও এত ব্যয়ে অল্পই ফলোদয় হইল। ইউরোপীয় ভাষা হইতে নিকৃষ্টরূপে অনুবাদিত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না; তদ্দ্বারা মনের দীনতা ও কুসংস্কার দূরীকৃত না হইয়া বরং বদ্ধমূলই হইতে লাগিল। আরবি ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; উক্ত ভাষাদ্বয় প্রণীত পুস্তকাপেক্ষা ইংরাজি ভাষার পুস্তক সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিক্রীত হইতে লাগিল; বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করাইবার জন্য মহা বিদ্যালয় হিন্দু কালেজ বিনা রাজ সহায়ে কেবল কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয় দিগের ব্যয়ে ও যত্নে সংস্থাপিত হইল। এমত সময়ে মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম বেন্টিনক্ সাহেব যাঁহার ন্যায় পারগ ও ধর্ম্মশীল গবর্ণর্ জেনরেল্ এতদ্দেশে কখন আগমন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য এই দেশ অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ই মার্চ দিবসীয় রাজ বিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কর্ম্ম তদবধি ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত হইবেক; এবং পূর্ব্বে যে অর্থ আরবি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতে ছিল, তাহা কেবল ইংরাজি-ভাষা-শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যালয় লোক সমীপে অত্যন্ত আদৃত, সেই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত ঐ প্রকার অন্য সকল বিদ্যালয় ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিণী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। এই সময়াবধি ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল; সাধারণ লোকে ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎ কালের গবর্ণর জেনরেল শ্রীযুক্ত লার্ড অকলেণ্ড সাহেব সাধারণ শিক্ষাকার্য্য সম্বন্ধীয় স্বকীয় অভিপ্রায় প্রতিপাদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে যদবধি বাঙ্গলা ভাষাতে বালকদিগের শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষাকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। যখন ঐ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তখন জেলা ইস্কুলে আর ইংরাজিতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশোত্তরাঞ্চলের ও তৎ প্রদেশের শাসন কর্ত্তা শ্রীযুক্ত টমাসন্ সাহেব দেশের প্রচলিত ভাষাতে অল্পব্যয়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে ইহা স্থির করিয়া

গ্রামে গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক ঐ দেশের প্রচুর হিত সাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন্ সাহেবের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এতদিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে। রাজ পুরুষদিগের যত্ন দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নূতন বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে এ প্রকার বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরু মহাশয় দিগের পাঠশালা সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হইয়াছে। এত দিবস পরে এতদ্দেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জন গণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহার পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর জেনরেল হারডিঞ্জ সাহেব ১০১ পাঠশালা এতদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব রাজকীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের প্রতি উক্ত আপন বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে "তোমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে তোমরাই কেবল ইউরোপীয় বিদ্যানুশীলন করিতেছ; ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ সকল বাঙ্গলা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশস্থ লোকের অশেষ হিত সাধন করিতে পার" ডিপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্ সাহেব হুগলি কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন "কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘা পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অথবা ইংরাজি গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।"

যাহা হউক এত দিবস পরে বাঙ্গলা ভাষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা প্রদান করিবার উপায় হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পরিবারের ভরণ পোষণের উপায়ের জন্য সাধারণ লোক দিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান আবশ্যক, যে হেতুক লোকে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় তত পরভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকন্তু বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রূপ ইংরাজিতে শিক্ষা প্রদান হয় না। ইংরাজি ভাষার ইংরেজ শিক্ষক দিগের অত্যন্ত দূর দেশ হইতে এখানে আসিতে হয় এবং ঐ ভাষার এতদ্দেশজাত শিক্ষক দিগের পঠদ্দশা কালীন অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘ কালে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতে হয় এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজি শিক্ষক অল্প বেতনে দুর্ল্লভনীয়, অতএব সকল দিক্ বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শি-

ক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা পল্লিগ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পল্লিগ্রামে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য, কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাচরণ, ও কত পরস্পর অবিশ্বাস প্রবল রহিয়াছে! পল্লি গ্রামস্থ লোকেরা বিদ্যা অভ্যাস করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ হইবেক, তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে, তাহারা রাজ প্রদত্ত স্বকীয় ক্ষমতা সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে এক্ষণাপেক্ষা অধিক ক্ষমবান্ হইবে ও ভূস্বামী ও রাজকর্ম্মচারি দিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে। পরন্তু তাহারা জ্ঞাত হইবে যে কেবল ভূমি কর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখানে জন্ম গ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জ্জন ও উন্নতির প্রতি তাঁহার সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে*।

বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, সেসকল উপকার সকল লোকের বোধ সুলভ কিন্তু তদ্দ্বারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা একরূপ বোধ সুলভ নহে, অতএব তাহা বাহুল্য রূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবে ততই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অন্যূন আট বৎসর হইল আমি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাতে আমি অনেক উদাহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবধি সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন না আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদয় হইতে থাকেন। সে বক্তৃতা অতিদীর্ঘ অতএব সময়াভাব প্রযুক্ত তাহার সমুদয় এক্ষণে পাঠ করা হইতে পারে না; এই জন্য এস্থলে তাহার সার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া বলিতেছি।"

"দেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল হইলে প্রসিদ্ধ কাব্যকার সেই দেশে এই দুই কারণ বশত উদয় হয়; প্রথম কারণ, মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধের ন্যায়; মাতৃ দুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তি জনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশু দুগ্ধ সে রূপ নহে, তেমনি মাতৃ ভাষার প্রেমার্দ্র আশ্রয়ে মনের ভাব সকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাষাতে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পারগ হউন না কেন, তথাপি জাতীয় ভাষাতে তদ্রূপ পারগতা উপার্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য, তাহা থাকিলে সেই আত্ম ভাষাতে কাব্য রচনা পরভাষাতে কাব্য রচনা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কারণ, কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা অত্যন্ত প্রবল হইলেও, যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত সেই ভাষার আলোচনা করেন, কেবল তাঁহারাই অনেক পরিমাণে সেই ভাষার নিগূঢ় প্রকৃতি ও তাহার প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যাংশও প্রয়োগ কোন বিশেষ অর্থবোধক ও কোন স্থলে ব্যবহার যোগ্য তাহা অবগত হইয়া সেই ভাষাতে প্রস্তাব রচনায় পটু হইতে পারেন, আর অবশিষ্ট লোকে সেই ভাষানুশীলনে তত ব্যয় স্বীকার ও তত যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতে পারে না সুতরাং সে ভাষাতে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে না, অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে দেশে বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রবল, সেই দেশে সেই বিদেশীয় ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোক অল্প সংখ্যক ও তাহাতে অল্প ব্যুৎ-

* শেষ কয়েক পংক্তিতে যে ভাব ব্যক্ত আছে তদনুযায়ী ভাব বঙ্গদেশ হিতৈষী পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত হজসন্ প্রেট্ সাহেব কোন স্কোলাস্কুলের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়া ছিলেন।

পন্ন লোক বহু সংখ্যক; অল্প সংখ্যক লোক অপেক্ষা বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে লোক সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি থাকিবার অধিক সম্ভাবনা কিন্তু উক্ত বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অভাবে ও স্বদেশীয় ভাষার অসম্পূর্ণ অবস্থা হেতুও তাঁহাদিগের সেই শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। এই দুই কারণ বশতঃ ইহা কখন দৃষ্ট হয় নাই, যে যেভাষা আমরা কখন্ শিক্ষা করিয়াছি তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না, যাহা শিখিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার আবশ্যক হয় নাই, সেই আদ্য ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষাতে কেহ কখন কোন সমীচীন কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছে। দেখুন রোমানেরা পৃথিবীর অনেকানেক দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু ইটালি দেশ যাহার প্রচলিত ভাষা তখন রোমান ভাষা ছিল, সেই দেশের লোক ব্যতীত অন্যদেশের লোক ঐ ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে বিখ্যাত হইতে পারে নাই। বর্জিল্ ও অবিড্, হোরেস ও সিসিরো, লুক্রিশস্ ও কেটলস্, লিবিও টেসিটস্ সকলেই ইটালি দেশ জাত। যে পর্য্যন্ত ইয়ুরোপ খণ্ডে ইটালি, ফ্রান্স ও স্পেইন নামক দেশ সকলেতে লাটিন্ ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল সে পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশে কোন বিখ্যাত কাব্যকার উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন ঐ সকল দেশের মধ্যে প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষার অনুশীলন প্রবল হইয়া উঠিল তখন ডেন্টি ও টেসো, কর্ণিল্ ও রেসিন্, কেলডিরোন্ ও লোপ্ ডি বেগা ইত্যাদি চিত্তের উন্নতিকর ও বিনোদকর কবিশ্রেষ্ঠ সকল উদয় হইতে লাগিলেন। যদবধি ইংলণ্ড দেশে নরমেন ফ্রাঞ্চ ভাষা কিম্বা জর্ম্মানি দেশে ফ্রাঞ্চ ভাষার অনুশীলন প্রবল ছিল তদবধি কোন সুপ্রসিদ্ধ কাব্যকার ঐ সকল দেশে উদয় হয় নাই, তৎপরে ঐ দেশদ্বয়ে প্রচলিত ভাষার আলোচনা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন প্রকাণ্ড মানসিক বীর্য্যবান্ সেক্সপিয়র্ ও মিল্টন্, গোয়েথি ও সিলর্, ক্লপষ্টক্ ও ক্লিনিগ্রাথ্ আপনাদিগের নিজ নিজ প্রকাশিত কাব্য দ্বারা মর্ত্ত্য লোককে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। আসিয়া খণ্ডে দেখুন যদবধি পারস্যদেশে আরবি ভাষার আলোচনার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তদবধি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন নাই, তৎপরে যখন দেশীয় ভাষার অনুশীলন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন ফরদোসি দ্বারা ইরানের প্রাচীন রাজাদিগের বৃত্তান্ত পূরিত বীররসের প্রধান প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত সাহনামা নামক মহাকাব্য বিরচিত হইল, তখন সাদি তাঁহার মধুর রসস্ফীত সরল প্রবন্ধ উপদেশ গ্রন্থের সহিত উদয় হইলেন, তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকর পরম রমণীয়, স্থানে স্থানে পরমার্থ রসপূর্ণ গাথাবলি প্রচার করিলেন ও জেলালদ্দীন রুমি বিবিধ প্রসঙ্গ গর্ভ মস্নবি নামক পরমোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য কাব্য প্রকাশ করিলেন। দৃষ্ট হইতেছে যে কোন দেশে পরকীয় ভাষার অনুশীলনের প্রবলতার সময়ে যে কিছু হৃদয় স্ফূর্ত্তা প্রকৃত কবিতা প্রচারিত হয়, তাহা বিদেশীয় ভাষায় না হইয়া দেশীয় অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত প্রচলিত ভাষাতেই হইয়া থাকে। যখন ফ্রান্স ও জর্ম্মানিদেশে লাটিন ভাষার অনুশীলন অত্যন্ত প্রবল ছিল তখন অমৃত ভাষিণী হৃদয় স্ফূর্ত্তা কবিতা পরকীয় ভাষার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ সহৃদয়তা শূন্য কবিদিগের মানস ক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ট্রুবার্ডর ও মিনিসিঙ্গর নামক দরিদ্র পরিব্রাজক গাথকদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া সরলা সুধাসিক্ত বাক্য দ্বারা প্রকৃতির অকপট পুত্র ইতর লোকদিগের মনোমোহন করিয়াছিলেন। আমাদিগের এই বঙ্গ ভূমিতে এক্ষণ কার ইংরাজিতে কৃতবিদ্য যুবাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকার রূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন! বিপুল কীর্ত্তিমান মহারাজ ফ্রেডরীকের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের স্মরণ করা উচিত। ঐ যশস্বী ভূপতি বাল্যকালাবধি ফ্রেঞ্চ ভাষা অভ্যাস করিয়া ঐ [illegible]

ইয়াছিলেন, ফ্রেঞ্চ দেশীয় লোকদিগের সহিত বাক্যালাপে দিবাভাগের অনেক সময় ক্ষেপন করিতেন, নিজে ঐ ভাষায় ক্ষমতা সূচক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তথাচ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থেতে ঐ ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত করিয়া সূক্ষ্ম কাব্য বিবেক শক্তি সম্পন্ন পারি নগরের পৌর জনেরা হাস্য করিত। তাঁহা দ্বারা নিজ সভায় আহূত বলটেয়ার নামক ফ্রান্স দেশীয় মহাপণ্ডিতের নিকট যখন তিনি আপনার রচিত প্রস্তাব সকল সংশোধন জন্য প্রেরণ করিতেন তখন বল্টেয়ার কহিতেন "রাজা কত গুলিন মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন"। ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে বাঙ্গলা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা দুঃসাধ্য কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জর্ম্মান ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা অসম্পন্ন? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্য্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন, যদ্যপি আমাদিগের আত্ম ভাষার উন্নতি সাধনে আমরা যত্নবান হই তবে ঐ রূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। আহা! বাঙ্গলা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবক দিগের হৃদয়ে কি কিছুমাত্র কারুণ্য রসের সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন তাহা তাঁহারাই জানেন। স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ইংরাজদিগের শ্রদ্ধা দেখিলে আমার দিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সদি নামক ইংরাজ গ্রন্থ কর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন "যে স্থলে এক প্রকৃত ইংরাজি কথার দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে সে স্থলে যে ব্যক্তি ফ্রেঞ্চ ভাষা অথবা জর্ম্মেন ভাষোদ্ভব কথা ব্যবহার করে, তাহাকে আত্ম ভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য রজ্জু বদ্ধ করিয়া হত্যা করা উচিত"। উল্লিখিত গ্রন্থ কর্ত্তার এই উক্তি অতিশয় কটু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু আত্ম ভাষার প্রতি ইংরাজ দিগের যতদূর

পাইতেছে। ইংরাজ দিগের গুণ সকল অনুকরণ না করিয়া দোষ অনুকরণ করিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। স্বদেশ ও স্বদেশীয় পদার্থ প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রেম আমরা অনুকরণ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। "ধ্রুব তারার প্রতি যেমন দিগ্দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে তেমনি বিদেশ গত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে; সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের সহিত তাঁহার বাল্যসখিত্ব; সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ নিঝর্রিরা ও প্রমোদ কনক দৃশ্য শূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ, এমন কি কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাব পুষ্পের উপবন ও নেপেল্স্ সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন বিমুগ্ধ কর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত অখ্যাত পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এমন স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে? যথার্থ বলিতে কি হোমর্, প্লেটো ও সফোক্লিস্ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরস পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক সেক্সপিয়রের অমৃত ধর্ম্ম প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনা শক্তি সম্পন্ন গোথেথি ও সিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন পূজ্য বিশাল খ্যাতি গ্রন্থকার দিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা, সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্য ক্ষরিত অমৃত ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হাঁ জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণকরিবে? সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্ম ভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অ-

পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল যে বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত হইল, তাহা অন্যূন আট বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয় বলিতে হইবেক যে সেই আট বৎসরের মধ্যে আত্ম ভাষার প্রতি ইংরাজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের মনোযোগ বৃদ্ধি হইয়াছে; এমন কি যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় উত্তম রূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন না, তাঁহারা পর্য্যন্ত আত্ম ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকের উপকার সাধন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সেই আট বৎসরের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে অনেক নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশীয় ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। হে স্বদেশীয় ভাষা! এত দিবস পরে তোমার সৌভাগ্যের উষার চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে; স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিরা আশাপূর্ণ অন্তঃকরণে সেই সকল চিহ্ন নিরীক্ষণ করিতেছেন। গৃহের এক দেশে সংস্থিত অনাদৃত জননীর ন্যায় তোমার অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা তোমাকে পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিত; এক্ষণে তোমার প্রধান প্রধান সন্তানেরা যত্নের সহিত তোমার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরম রমণীয় আর্য্য সংস্কৃত ভাষার অনুত্তমা কন্যা যে তুমি তোমাকে পূর্ব্বে কে চিনিত? তোমাতে যে এত প্রক্রম ছিল, তাহা পূর্ব্বে কে বুঝিতে পারিয়াছিল? স্বদেশীয় ভাষার প্রতি এক্ষণকার ইংরাজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের মনোযোগ বর্দ্ধমান দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইতেছে। তাঁহারা যদ্যপি নিদ্রায় কাল যাপন করিবেন, তবে আর কাহার দ্বারা ভারত বর্ষের উপকার সাধন হইবে? তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যে বিষয় রচনাতে স্বাভাবিক বিশেষ ক্ষমতা আছে এমন অনুভব করিবেন, তাঁহার সেই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা উচিত। কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক স্বদেশীয় লোকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারি হইবে অতএব তদ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কেহ বলেন যন্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কেহ বলেন কৃষি কার্য্য ও সম্পত্তি বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু যেমন কৃষি বৃত্তি, বাণিজ্যবৃত্তি, শিল্পবৃত্তি, প্রাড়্বিবাক বৃত্তি, ধর্ম্মোপদেশ বৃত্তি ইত্যাদি প্রত্যেক বৃত্তির পক্ষ লোকেরা সেই বৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী কহে কিন্তু সকল বৃত্তিই লোক সমাজের পক্ষে উপকারী তেমনি সকল প্রকার উত্তম বিষয়ে বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা স্বদেশের পক্ষে উপকারী হইবে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করা যে রূপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সে রূপ কঠিন বোধ হয় না। এই পরমোপকার জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি কতক গুলি সদ্বিদ্যাশালী স্বদেশ হিতৈষী মহাশয় দিগের নিকট এই দেশ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে। এস্থলে আর এক জন মহাশয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; তাঁহার এমনি ভদ্রতা ও অমায়িক স্বভাব যে এস্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি বিশেষ কুণ্ঠিত হইবেন এই প্রযুক্ত তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কর্ত্তা তাঁহার নিকট বাঙ্গলা ভাষায় প্রস্তাব রচনা প্রণালী বিষয়ে উপদেশ জন্য কত উপকৃত আছেন ও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় ও যত্নদ্বারা আর এক মহৎ অভিপ্রায় সাধনের অনুবন্ধাধীন বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনে কত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন। এই সকল মহাশয় দিগের যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা বাঙ্গলা ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে ও পূর্ব্বে তাহাতে বিবিধ বিষয়ে রচনা করা যে রূপ সুকঠিন বোধ হইত এক্ষণে তদ্রূপ হয় না। ইহা যথার্থ বটে যে পূর্ব্বকালের কবিকঙ্কন, ভারত চন্দ্র প্রভৃতি ও বর্ত্তমান কালের শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিদিগের বিরচিত কবিতা ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষায় স্বকপোল রচিত প্রবন্ধ সকল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, কেবল অনুবাদ ও ইংরাজি হইতে পরিগৃহীত [illegible] সকল প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু এপ্রকার অ-

নেক দেশে প্রথমে হইয়াছিল, তৎপরে ভাষা উন্নত ও সুসম্পন্ন হইলে বিবিধ বিষয়ে স্বকপোল রচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই রূপ এই দেশেও হইবেক। চতুর্দ্দিকে সুত চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার পালিত শ্যেন শাবককে বর্দ্ধমান দেখিয়া ভবিষ্যতে আকাশের অত্যন্ত উচ্চ প্রদেশে তাহাকে উড্ডীয়মান হইতে দর্শন করিব এই আশাতে পুলকিত হয়, তেমনি স্বদেশীয় লোকের গ্রন্থ রচনা শক্তি উৎকর্ষ রূপ আকাশে ক্রমশ ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া সমীচীনতা রূপ সূর্য্যের সহিত অসঙ্কুচিত নয়নে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইবে এই প্রত্যাশাতে চিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত হইতেছে! ইউরোপীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতোদ্ভব বাঙ্গলা ভাষার বিমিশ্র প্রভাবে যে এক নবতর কল্যাণতর রচনাবলীর উদয় হইবেক ইহা চিন্তা করিয়া মন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছে!

জ্ঞানই সুখের মূল।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সমস্ত মহৎ মহৎ সুখের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনা ব্যতিরেকে সে সমস্ত সুখ ভোগ করা দূরে থাকুক জ্ঞানাভাব হইলে মনুষ্যের দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়াও সম্ভব নহে। অজ্ঞান, মনুষ্যের অশেষ দুঃখের কারণ। জ্ঞানাভাবে অনেক মনুষ্য অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া অনর্থক আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া থাকে। কেবল এক জ্ঞানের তারতম্য হেতুই যে মনুষ্যের সুখ দুঃখের ইতর বিশেষ হয় পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের অভাব হেতু এক সময়ের মনুষ্য উপযুক্ত বাস স্থানাভাবে অরণ্যে অরণ্যে বা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া কাল ক্ষেপ করিয়াছে, যথানিয়মে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার অক্ষমতাভাবে কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি বন্য ফল মূলাদি বা বনচর ও জলচর জীব জন্তুর আম মাংস প্রভৃতি অস্বাদ [illegible] ক্ষুধা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধা[illegible] করিয়াছে এবং [illegible] [illegible] বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া অবস্থিতি করিয়াছে। এবং জ্ঞান প্রভাবে সময়ান্তরের মনুষ্য বহুবিধ কৌশল পূর্ব্বক অট্টালিকাময়ী সুশোভিত রাজ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধ ফেন সদৃশ শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক নিশা যাপন করিতেছে, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুখেতে ভোজন করিতেছে এবং লোম কার্পাস ও পট্ট প্রভৃতি নানা জাতীয় বস্ত্র দ্বারা অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক কত শত রাজ সভা ও উৎসবালয়কে শোভিত করিতেছে। জ্ঞানের অভাব হেতু এক দেশীয় মনুষ্য বহু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পদ ব্রজে পর্য্যটন না করিলে আর এক স্থান হইতে স্থানান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে না, সূর্য্যের উদয়াস্ত নিরূপণ ভিন্ন আর অন্য কোন প্রকার দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয় না এবং দিবা রাত্রের গণনা ভিন্ন অপর কোন উপায় দ্বারা কালের বিভাগ বা কালের নিরূপণ করিতে জানে না এবং জ্ঞান প্রসাদে দেশান্তরীয় লোকে বিনা শরীর সঞ্চালনে বিনা কোন জীবের গতি শক্তির সাহায্যে অপূর্ব্ব বাষ্পীয় যানারোহণে অত্যাল্প কালের মধ্যে বহুদূর গমন করিতেছে, অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া নিমেষের মধ্যে শত শত ক্রোশের সংবাদ অবগত হইতেছে, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অকূল সাগরের মধ্য দিয়া রজনী যোগেও দিঙ্‌নির্ণয় পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত পথে গমন করিতেছে, অদ্ভুত ঘটিকা যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে কালের বিভাগ ও কালের নিরূপণ করিতেছে। কেবল এক জ্ঞানের তারতম্য হেতু মনুষ্য জাতির মধ্যে আচার ব্যবহার সুখ সৌভাগ্য ও রীতি নীতির এত ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়, যে উহাদিগের সকলকে এক জাতীয় জীব বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে। ফলতঃ যে সময় যে দেশে যে পরিমাণে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় তৎকালে তদ্দেশীয় লোকে সেই পরিমাণেই সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। জ্ঞান প্রসাদে এক্ষণে যে সকল দেশ সভ্যতর আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, জ্ঞানাভাবে প্রাচীন কালে তদ্দেশীয়

লোকে যে রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে দুঃখ বোধ হয়। যদিও কোন সময় মারী ভয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন এবং অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি নানা জাতীয় নৈসর্গিক বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ সন্দর্শন করিয়াও তাহার পূর্ব্ব প্রতীকার করা আমাদিগের সাধ্য হয় না, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে পৃথিবী মধ্যে যদি সাধারণ রূপে প্রকৃত জ্ঞানের প্রচার হয়, তাহা হইলে কখনই মনুষ্য কুলকে সতত নানা মত দুঃখ দাবানলে দগ্ধ হইতে হয় না এবং অনেক সময় অনেক প্রকার দৈব দুর্ঘটনারও প্রতিক্রিয়া সাধন করিতে পারা যায়। পুরা বৃত্তাদি গ্রন্থ পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে মনুষ্য জাতি ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াই নানা প্রকার নৈসর্গিক বিপদ ও শারীরিক রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব কালে যখন লোক সমাজে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পদার্থবিদ্যার বা পরীক্ষা মূলক আয়ুর্ব্বিদ্যার সমধিক প্রচার হয় নাই তৎকালীন লোকে কোন শারীরিক পীড়ায় পীড়িত হইলে বা অন্য কোন বিপদে পতিত হইলে তাহার প্রতীকার করিতে যত অক্ষম হইত, অধুনা আর তত হয় না। পুরাকালে যখন ইউরোপ খণ্ডে রসায়ন বিদ্যার সমধিক প্রচার হয় নাই, তখন উক্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে মনুষ্য গণ দুর্গন্ধময় ঘণীভূত বিষবৎ বাষ্প দ্বারা বিনষ্ট হইত। কূপ সংস্কার কারী ও খনি খনন কারী ব্যক্তিরা বহু কালের অব্যবহৃত শুষ্ক কূপ মধ্যে অবতরণ করিয়া বা প্রাণ সংহারক দূষিত বাষ্পের খনি মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বদাই প্রাণ হারাইত, শুণ্ডিকালয়ে মদিরা প্রস্তুত কারী পরিচারক গণও পূর্ব্বোক্ত প্রকার দূষিত বাষ্প পূর্ণ সুরা কুণ্ড মধ্যে সহসা অবতরণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিত এবং বায়ু রুদ্ধ গৃহ মধ্যে অনবরত অঙ্গারের ধূম আঘ্রাণ করিয়াও অনেকে অনেক সময় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইত। অনন্তর যখন ইউরোপের পণ্ডিত গণ পুনঃ পুনঃ রসায়ন বিদ্যার আলোচনা দ্বারা নানা জাতীয় বাষ্পের গুণাগুণ অবগত হইতে লাগিলেন এবং বহু বিধ পদার্থের অবগত হইয়া নানা বিষয়ে প্রবীন হইলেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার নৈসর্গিক বিপদের প্রতিবিধান করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইলেন যে পুরাতন কূপ, মলিন জলাশয় বা পঙ্কিল খাত ও বায়ুরুদ্ধ গহ্বর এবং মদিরা কুণ্ড প্রভৃতি স্থানে কার্ব্বনিক আসিড্ নামক এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং ঐ বাষ্প দ্বারা মনুষ্যের জীবনী শক্তি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত পণ্ডিতেরা বায়ু ও বাষ্পের এই প্রকার স্বরূপ অবগত হইয়া ব্যবসায়ী লোক ও পরিচারক ব্যক্তি দিগকে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন যে অব্যবহৃত শুষ্ক ও পুরাতন কূপ বা কোন বায়ু রুদ্ধ নিম্ন খাত ও গহ্বর মধ্যে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে তন্মধ্যে অগ্রে একটি প্রজ্বলিত উল্কা নিঃক্ষেপ করা উচিত। যদি পূর্ব্বোক্ত স্থানে ঐ উল্কা প্রজ্বলিতাবস্থাতেই থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে অবতরণ করিতে কোন শঙ্কা নাই, কারণ যে বায়ুতে অগ্নি প্রজ্বলিতাবস্থায় অবস্থান করে, সে বায়ু সেবন করিয়া মনুষ্যও স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু উল্কা নির্ব্বাণ হইলে আর কোন মতে পূর্ব্বোক্ত কূপাদি মধ্যে অবতরণ করা শ্রেয়ঃ নহে। উক্ত প্রকার কূপাদি মধ্যে উপর্য্যুপরি চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিলেও তাহার দোষ নষ্ট হইতে পারে, অথবা কোন আয়তন ভার বিশিষ্ট বস্তু নিঃক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কূপের বায়ু আলোড়ন করিয়াও তাহার দোষ পরিহার করা সাধ্য হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিত গণের নিকট হইতে তত্রস্থ সাধারণ লোকে এই প্রকার নৈসর্গিক বিপদ হইতে ক্রমশ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জ্ঞান প্রচার দ্বারা ইউরোপ খণ্ডে যেমন দিন দিন বহু বিধ দৈব দুর্ঘটনার হ্রাস হইতে লাগিল সেইরূপ তথায় ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ মারীভয় অকাল মৃত্যু বিস্তারাদি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অত্যাচারেরও নিবারণ হইতে আরম্ভ হইল। জ্ঞান প্রচার হেতু ইউরোপীয় আপামর সাধারণ লোকে উত্তরোত্তর বহু প্রকার শারীরিক রোগ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ইউরোপের নানা দেশে বহু সংখ্যক মনুষ্য হ-

সন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ ত্যাগ করিত। যে সময় ইউরোপীয় অধিকাংশ মনুষ্য বসন্তাদি সংক্রামক রোগ দ্বারা সতত আক্রান্ত হইত, তৎকালে উক্ত স্থানের অধিকাংশ মনুষ্য টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিতে মহা ভীত হইত। ঐ সমস্ত অজ্ঞানাবৃত অবোধ মনুষ্য দিগের এই রূপ সংস্কার ছিল যে জগদীশ্বরের ইচ্ছানুসারেই বসন্তাদি রোগের উৎপত্তি হয় এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ঐ সকল রোগ আপনা হইতে অন্তর্হিত হইয়া থাকে, অতএব সুস্থ শরীরে বসন্তের বীজ প্রবিষ্ট করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক এক রোগকে আহ্বান করিয়া রোগান্তরের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়; অনন্তর ঐ সকল দেশে জ্ঞানের সমধিক প্রচার হওয়াতে যখন তত্রস্থ লোকের উক্ত কুসংস্কার দূরীভূত হইল এবং তাহারা সকলে বিশেষরূপে অবগত হইল, যে কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতেই মনুষ্য দৈহিক রোগে আক্রান্ত হয়, জগদীশ্বর কখন কোন ব্যক্তিকে রোগে আক্রান্ত করিয়া ক্লেশ প্রদান করেন না এবং শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধ সেবন দ্বারা তাহার নিবারণের উপায় চেষ্টা করা জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। তখন তাহারা বসন্ত রোগ নিবারণের উপায় চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমে নানা উপায় চেষ্টা করিয়া পরিশেষে যদবধি আপনাদিগের মধ্যে গোবীজ দ্বারা টীকা দিবার প্রক্রিয়া প্রচলিত করিল, তদবধিই তাহাদিগের মধ্যে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইতে লাগিল। অদ্যাপি এদেশীয় বহু সংখ্যক মনুষ্য মলিন স্থানে বাস, মলিন বস্ত্র পরিধান, মলিন দ্রব্য ব্যবহার করাতে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত দূষিত বায়ু সেবন করাতে যেমন উৎকট উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়, পূর্ব্বে ইউরোপীয় নানা স্থানের মনুষ্যও বিকৃত বায়ু সেবন করিয়া সর্ব্বদাই সেই রূপ বহু প্রকার উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইত। কিন্তু জ্ঞানের প্রচার হেতু তত্রস্থ আপামর সাধারণ লোকে যত পরিষ্কার স্থানে বাস ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে যত্নশীল হইল, ততই উহারা সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। শারীরিক সুস্থতা ও চিরায়ুঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা এবং নির্ম্মল স্থানে বাস করা যে কত দূর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তাহা এই পত্রিকার বায়ু সেবন ও গৃহ পরিমার্জ্জন বিষয়ক প্রস্তাবে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে, পাঠক গণ তাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেই জানিতে পারিবেন। ফলতঃ শারীরিক সুস্থতা সাধনের পক্ষে নির্ম্মল স্থানে বাস ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের তুল্য মহোপায় আর কিছুই নাই। জগদীশ্বর জলকে যথার্থ জীবন ও বায়ুকে আমাদিগের যথার্থ প্রাণ স্বরূপ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কিপর্য্যন্ত দুঃখের বিষয় যে জ্ঞানাভাবে অবোধ মনুষ্যেরা বায়ুকে বিকৃত করিয়া এবং সেই জলকে মলিন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ নাশক করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর রূপে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে যে মনুষ্যের কিপর্য্যন্ত উন্নতি হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না।

পূর্ব্বেও মনুষ্য জ্ঞানোন্নতি সহকারে আপনার দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে, উত্তর কালেও যত জ্ঞানের প্রচার হইতে থাকিবে ততই মনুষ্যের দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখোৎপত্তি হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের জ্যোতি দ্বারা আপনার মনের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায় এবং অন্য ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়, সকল মনুষ্যকে সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। জ্ঞানই মনুষ্যের সকল দুঃখ হরণের কারণ এবং জ্ঞান প্রসাদেই মনুষ্য সকল সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার বুদ্ধি বৃত্তিকে সার্থক করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি স্বদেশ বিদেশ প্রভৃতি সকল স্থানে জ্ঞান প্রচার করিতে সতত যত্নশীল হয়, মনুষ্য জাতির মধ্যে সেই যথার্থ মহৎ এবং সেই প্রকৃত পূজনীয়।

১ জ্যৈষ্ঠ বুধবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫৭

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

মনুষ্য দেহ।

পরম কৌশলকারী পরমেশ্বর পৃথিবীতে যত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব দেহের কৌশলের তুল্য অদ্ভুত কৌশল বোধ হয় আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। মানব দেহ কেবল কৌশলময়। তিনি মনুষ্য শরীরে যে সমস্ত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কৌশল সম্পাদন করিয়াছেন, সে সমুদায়ের কথা দূরে থাকুক, তাহার স্থূল স্থূল বিষয় ভাবিতে হইলেও এক কালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। জগদীশ্বরের কৌশলানুসারে প্রতি নিমেষে আমাদিগের দেহের মধ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, আমরা যদি এক বার তাহার প্রতি মনোনিবেশ করি, তাহা হইলেই তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও করুণা আমাদিগের মনে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, তাঁহার মহিমা আলোচনা করিবার জন্য আমাদিগকে কুত্রাপি দৃষ্টিপাত করিতে হয় না, আমাদিগের শরীরের অন্তর্ব্বাহ্য সকল অংশই উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এবং আমাদিগের আপাদমস্তক সকল অঙ্গেই তাঁহার করুণা প্রকাশিত রহিয়াছে। মনুষ্যের যে মনোহর মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া সকল লোকেই পুলকিত হয়, যে মুখশ্রী সমুদায় সুন্দর পদার্থের মধ্যে অগ্রগণ্য রহিয়া পরিগৃহীত হইলেও হইতে পারে, এবং কবীগণ যাহার সহিত পূর্ণ শশধর ও বিকশিত পদ্ম পুষ্পের শোভার তুলনা করিয়াও তৃপ্ত হয়েন নাই, পরম কৌশল কর্ত্তা পরম পুরুষ সেই মুখেতে যে কি অনুপম কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার এতাদৃশ অসাধারণ শ্রী সম্পাদন করিয়া তাহাকে মনুষ্যের উপকারী করিয়াছেন, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না। মুখ মণ্ডল মনুষ্যের যেমন সৌন্দর্য্যের মূলাধার সেই রূপ সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও অধিষ্ঠান স্থল। মনুষ্যের মুখ রচনা দ্বারা জগদীশ্বর এক স্থলে সৌন্দর্য্য ও উপকারিত্ব গুণ সম্পাদন করিয়া একেবারে কৌশলের শেষ করিয়াছেন। মনুষ্যের মুখেতে জগদীশ্বর যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা দিবার আর স্থল দৃষ্ট হয় না। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যে স্থলে যোজনা করিলে সুন্দর রূপে মনুষ্যের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে, জগদীশ্বর ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে সেই স্থলেই সংস্থাপন করিয়াছেন, অথচ তদ্দ্বারাই মনুষ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। জগদীশ্বর মনুষ্য মুখের যে স্থলে চক্ষু সংযোজনা করিয়াছেন, চক্ষু যদি সে স্থলে সংস্থিত না হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ বা

অধোভাগে সংস্থাপিত হইত এবং তিনি উহাকে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যদি সে রূপে নির্ম্মাণ না করিয়া অন্য রূপে নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে যে কোন রূপেই মনুষ্যের দর্শন কার্য্য এক্ষণকার মত স্বচারু রূপে নির্ব্বাহ হইত না তাহাতে আর সন্দেহ নাই, নেত্র তত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বিবিধমতে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং জগদীশ্বর কর্ত্তৃক মনুষ্যের নেত্র দ্বয় যে রূপে রচিত হইয়াছে, তাহা যদি সে রূপে রচিত না হইয়া প্রকারান্তরে রচিত হইত এবং যে স্থলে সংস্থিত হইয়াছে সে স্থলে না থাকিয়া স্থানান্তরে থাকিত, তাহা হইলে যে আমাদের মুখ মণ্ডল কদাপি এ প্রকার শ্রী সম্পন্ন হইত না তাহাতেও আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই রূপ নাশিকা ও কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয় গণ যদি এক্ষণকার অপেক্ষা অন্য প্রকারে রচিত বা অন্য স্থানে সংস্থাপিত হইত তাহা হইলেও মনুষ্যের শ্রবণ আঘ্রাণ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত এবং তাহার সৌন্দর্য্যেরও অনেক হানি হইত। যে সমস্ত তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নাশিকাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যে আমাদিগের শরীরের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাশিকা ও শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণকে যে রূপে রচনা করিলে ও যে স্থানে সংযোজন করিলে আমরা সুন্দর রূপে আঘ্রাণ ক্রিয়া ও শ্রবণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সুখী হইতে পারি করুণাসাগর পরমেশ্বর উহাদিগকে সেই রূপেই রচনা ও সেই স্থলেই যোজনা করিয়াছেন। আমাদিগের নাশিকা, মুখের পুরোভাগে এই রূপ উন্নত ভাবে থাকাতেই আমরা সমুখস্থ সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সুখী হইতেছি ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি এবং আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ মস্তকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত আছে বলিয়াই আমরা অতি সহজে চতুর্দ্দিক্ হইতেই সর্ব্ব প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী ও সতর্ক হইতেছি। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অনন্ত জ্ঞানময় আদি পুরুষ বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক যথা নিয়মে ও যথা স্থানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যোজনা দ্বারা মনুষ্যের মুখ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাকে এতাদৃশ শ্রীমান্ ও কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। চক্ষু কর্ণ ও নাশিকা প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মনুষ্য মুখের এতাদৃশ রূপ উৎপন্ন হইয়াছে, মুখেতে সেই সকল অঙ্গ বিদ্যমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষত ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি মুখ মণ্ডলের অপরাপর ভাগেতেও জগদীশ্বরের করুণা-পূর্ণ হস্তের অনুপম কৌশল সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশলে উল্লিখিত সমুদায় ভাগের শ্রী সম্পাদন করিয়াছেন তাহা বর্ণনের অতীত। জগদীশ্বর যে কয়েক খণ্ড অস্থি সহকারে হনু ও চিবুকাদির রচনা করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ডের ন্যূন বা অধিক হইলেও মনুষ্য মুখ বিস্তারাদি করিতে পারিত না এবং তাহার এক খণ্ডের ন্যূনাতিরেক হইলেও মানবের মুখ মণ্ডলের কোন শ্রী থাকিত না। মনুষ্যের মুখ মণ্ডলকে শ্রী সম্পন্ন ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। শারীরস্থান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ শব-শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, যে মুখ মণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে ১৩ খণ্ড মাত্র অস্থি বিদ্যমান আছে, উহার উভয় পার্শ্বে ছয় খণ্ড করিয়া দ্বাদশ খণ্ড অস্থি আছে এবং এক খণ্ড মধ্য ভাগে রহিয়াছে। মুখ মণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশের অন্তর্ভাগে যেমন ১৩ খণ্ড অস্থি দৃষ্ট হয় সেই রূপ উহার অধোভাগ ব্যবচ্ছেদ করিলেও উভয় দিকে তিন খণ্ড করিয়া আর ছয় খণ্ড অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েক খণ্ড নির্দ্দিষ্ট অস্থি ও কতক গুলি শিরা ও রক্ত রক্তাদি পদার্থ দ্বারা এতাদৃশ সৌন্দর্য্যশালী মুখের রচনা করা যে কত দূর পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা মনেতে ধারণ করা অসাধ্য। এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার কেবল সেই

গমন ক্রিয়ার পক্ষেও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। মানবের পদ রচনা বিষয়ে জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত! মনুষ্য কেবল তাঁহারই কৌশল প্রভাবে এই পদ দ্বয় দ্বারা এতাদৃশ সমুন্নত শরীরের ভার বহন পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কোন প্রকার অবলম্বন যোজনা না করিলে সে প্রতিমূর্ত্তিকে কেবল পদ ভরে ব্যাপক কাল মৃত্তিকার উপরি উন্নত ভাবে স্থাপন করিয়া রাখা অসাধ্য, তাহার নিম্নে কোন প্রকার প্রশস্তায়তন পদার্থ সংযোগ করিয়া না দিলে অত্যল্প আঘাত দ্বারাই তাহা ভূতলে পতিত হয়; কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের কৌশল! মনুষ্য কেবল পদের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে দীর্ঘ কাল দণ্ডায়মান হইতেছে, অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতেছে এবং কোন প্রকার বিঘ্ন ব্যতিরেকে অতি সত্বর বেগে ধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নিতান্ত অসাবধান না হইলে আর সহসা কোন ক্রমে পতিত হয় না। মনুষ্য যে শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির প্রতিবিধান করিয়া এই রূপে আপনার গমনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত। অপরাপর জড় বস্তু পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির দ্বারা যে রূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে মনুষ্য দেহও যে তদ্রূপ আকৃষ্ট হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু জগদীশ্বর একপ আশ্চর্য্য কৌশল পূর্ব্বক মনুষ্যের পদ দ্বয়ের রচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে সে তদ্দ্বারা অবলীলা ক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবিধান করিয়া আপনার গমনাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে সমর্থ হয়, শিশু সন্তানও এক বার চলিতে শিখিলে আর সে সহসা ভূতলে পতিত হয় না।

মনুষ্য শরীর রচনা বিষয়ে পরমেশ্বরের যে প্রকার সাধারণ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, স্থল বিশেষে তাহার ব্যতিক্রম করিয়াও তিনি মানবের সুখ বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছেন। মনুষ্য দেহের অপরাপর অস্থিময় ভাগ যে রূপ মাংস চর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত, উহার দন্ত সে রূপ নহে। মনুষ্যের দন্তকে যদি জগদীশ্বর মাংসাদি কোন প্রকার কোমল পদার্থ দ্বারা আবৃত করিতেন, তাহা হইলে উহার আর ক্লেশের পরিশেষ থাকিত না। তাহা হইলে হয় মনুষ্যকে চর্ব্বণ শক্তি বর্জ্জিত হইতে হইত, নতুবা ঐ চর্ব্বণ ক্রিয়া উহার বিশেষ ক্লেশের কারণ হইত।

মনুষ্য দেহের প্রত্যেক লোম কূপেতেও জগদীশ্বরের কৌশল ও করুণা প্রকাশিত রহিয়াছে। আমাদিগের এক একটি লোম কূপ এক একটি কল্যাণ দ্বার। আমাদিগের শরীরস্থ প্রত্যেক লোম কূপ দ্বারা ঘর্ম্মাদি দেহান্তর্গত অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদিগের সুস্থতা রক্ষা করিয়া থাকে। আমাদিগের শরীরেতে লোম কূপ সমূহ না থাকিলে যে আমাদিগের কি দশা উপস্থিত হইত, তাহা অতি সহজেই সকলের অনুভূত হইতে পারে, যে সময়ে যে ব্যক্তির লোম দ্বার সকল কোন কারণ বশত রুদ্ধ হয়, তখনি তাহার শরীরে বিশেষ পীড়া উপস্থিত হইতে থাকে। লোম রন্ধ্র সকল এক কালে রুদ্ধ হইলে আমাদিগের জীবন ধারণ করাই কঠিন হইয়া উঠিত। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মানব দেহের যে স্থলে যে রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিলে তাহার সুখ সচ্ছন্দতা ও স্বাস্থ্য ভোগ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ হইতে পারে, পরম করুণাকর পরমেশ্বর সেই স্থলে সেই রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোগ করিয়াই তাহাকে এতাদৃশ অসামান্য শ্রী সম্পন্ন ও সংসারের কর্ম্মোপযোগী করিয়াছেন।

গুণের আতিশয্যে দোষের উৎপত্তি।

সত্য পথে অবস্থিতি করিয়া নির্দোষ রূপে জীবন ক্ষেপণ করা যে কত দূর পর্য্যন্ত কঠিন ব্যাপার তাহা নির্দেশ করা অসাধ্য

...ও তাহাও করিতে অঙ্গীকার করিয়া ...কে। যাহাদিগের বিনয় মাত্রই প্রধান গুণ ...ং লোক রঞ্জন করাই চরমাভিলাষ, তা- ...রা অনুরোধ ক্রমে বাদী প্রতিবাদী উভয় ...কেরই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করি- ... প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং তাহারা কস্মিন্ কা- ...ও স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া পুরু- ...র্থ প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃতি লো- ... তাহাদিগকে সততই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গক ...পুরুষ হইতে হয়। যাহারা বিনয় ও শী- ...তাকে পুরুষের প্রধান ভূষণ স্বরূপ বলিয়া ...ন করে এবং লোকানুরাগ লাভ করিবা- ...জন্য সতত ব্যস্ত থাকে, তাহারা অনুরু- ... হইলে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেই ...তিজ্ঞা করে এবং সকল প্রকার বিষয়েতেই ...ভিমত প্রদান করে। তাহারা যদি দেখে, ...যে বিষয় সম্পন্ন করিবার জন্য লোকে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে অনুরো- ... করিতেছে, তাহা কোন অংশেই [illegible] কর্ত্তব্য নহে, কোন প্রকারেই স্বদেশের বা স্বজাতির কল্যাণকর নহে এবং কোন রূপেই ধর্ম্ম সম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে বিষয় সম্পন্ন হইলে আপনার বা অন্যের কোন উপকার দর্শান দূরে থাকুক উভয়ের ... প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হইবারই স- ...তথাপি তাহারা লোকানুরো- ...পরিত্যাগ করিয়া সে বিষ- ...তে পারে না। তাহারা ...বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানাপন্ন হইলেও প্রকৃতি দোষে তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মী- লন করিবার সাধ্য থাকে না, লোকানুরোধ ...সিয়া তাহাদিগের ন্যায়, যুক্তি ও বিচার ...ক্তি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি বৃত্তিকে অ- ...ভূত করিয়া ফেলে, তাহারা কোন বিষয়ে অনুরুদ্ধ হইলে আর তাহার দোষাদোষ কিছুই বিচার করিতে পারে না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্য স- ...ধিক সুশীল ও নম্র হইয়াও যদি সাহস হীন ও বীর্য্য বিহীন হয় তাহা হইলে কখনই সে সম্যক্‌রূপে দোষ শূন্য হইতে পারে না।

পৃথিবীতে যেমন শীলতা ও বিনয় ব্যব- হার দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন সাধন করা উ- চিত তেমনি বীর্য্যবন্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া অসৎ বিষয়ের প্রতিবিধান করিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর নানা কর্ম্ম সাধন উদ্দেশে আমাদিগকে নানা প্র- কার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে- মন মনুষ্যকে শান্ত গুণ সম্পন্ন হইয়া লো- কের মনোরঞ্জন করিবার শক্তি দিয়াছেন, সেই রূপ লোক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অ- ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহার মনে প্রতিবিধিৎসাও প্রদান করিয়াছেন। অতএব লোক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক- র্ম্মের প্রতিবিধান না করিলে জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ঘোর পাপে পতিত হইতে হয়। আমরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম পথবীথিতে পরিভ্রমণ করিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে তাদৃশ সহায় স- ম্পন্ন করিয়াছেন, আমরা লোক ভয়ে বা লোকানুরোধে কোন মতে ধর্ম্ম ভূমি হই- তে স্খলিত না হই এই উদ্দেশেই তি... আমাদিগকে বিশেষ বীর্য্য প্রদান করিয়াছে- ন... বীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক ভয়ে ভীত হইয়া কেবল লোকানুরোধের অনুগত হয় তাহার কিছু মাত্র পুরুষার্থ থাকে না এবং সে কখনই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে করুণা- পূর্ণ পরমেশ্বর আমাদিগকে ... প্রকার মনোবৃত্তিই নিরর্থক প্রদান করেন নাই, তাঁহার নিকট হইতে আমরা যে সমস্ত মা- নসিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সমুদায়ই আমাদিগের অশেষ কল্যাণের কারণ। আ- মরা এক কালে শান্ত স্বভাব শূন্য হইলে যেমন কোন মতে লোকের প্রিয় বা সংসা- রের উপযোগী হইতে পারিতাম না, সেই রূপ সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তা বিহীন হইলেও ক- খন আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হ- ইতাম না। শীলতা গুণ আমাদিগের যে- মন উপকারী, মানসিক দৃঢ়তাও তদ্রূপ হিত জনক, আমাদিগের বিশেষ উপকার সাধন উদ্দেশেই জগদীশ্বর প্রয়োজন মতে আ- মাদিগকে দৃঢ় ব্রত হইবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা এক কালে ...

[illegible] পর আর নাই। ধর্ম্ম [illegible] স্বরূপ

কর্ত্তব্য সাধনের নাম ধর্ম্ম। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই সকল কর্ত্তব্য সাধনের নাম ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম যিনি অতি যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন, তিনি আত্ম প্রসাদ লাভ করেন। আত্মা প্রসন্ন হইলে সকল দুঃখের শান্তি হয় এবং ঈশ্বরেতে প্রীতি পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবার যোগ্যতা হয়।

৭

শ্রদ্ধয়া দেয়ং [illegible]

[illegible]

[illegible] 'অশ্রদ্ধয়া' অদেয়ং।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না।

শোকান্বিত হইয়া দান করিবেক না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক।

৮

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব।

[illegible] 'মাতৃদেবঃ' [illegible] 'পিতৃদেবঃ ভব' 'আচার্য্যদেবঃ ভব'।

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জান।

যে পিতা মাতা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে স্নেহ পূর্ব্বক রক্ষণ ও পালন করিতেছেন এবং যে সদাচার্য্যের উপদেশে আমরা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অজর অমর অভয় নিরবিশেষ ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তাঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেক।

৯

[illegible]কর্ম্মাণি

'যানি' 'অনবদ্যানি' 'অনিন্দিতানি' 'কর্ম্মাণি' 'তানি সেবিতব্যানি' [illegible] 'নো' 'ইতরাণি' 'নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি'।

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক; অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক; অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

১০

যান্যস্মাকংসুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।

'যানি' 'অস্মাকং' 'আচার্য্যাণাং' 'সুচরিতানি' [illegible] 'আচরিতানি' 'তানি' 'এব' 'ত্বয়া' 'উপাস্যানি' [illegible] 'কর্ত্তব্যানি' 'নো' 'ইতরাণি' বিপরীতানি।

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান কর, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য উপদেশ করিতেছেন, যে আমরা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিতেছি তাহা গ্রহণ কর এবং যে সকল সদাচার অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার অনুবর্ত্তী হও। অসৎ লোকদিগের দৃষ্টান্তে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।

১১

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষআত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।

'এতৈঃ উপায়ৈঃ' পূর্ব্বোক্তৈঃ [illegible] 'যততে' প্রযত্নং করোতি মুমুক্ষুঃ সন্ 'যঃ তু' 'বিদ্বান্' [illegible] 'তস্য' 'বিদুষঃ' 'এষঃ আত্মা' 'বিশতে' [illegible] 'ব্রহ্মধাম' 'আশ্রয়ং'।

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়।

যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্য্যকে ভক্তি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়, তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ উপভোগ করেন।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

মনুষ্যদেহ।

মনুষ্যের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গেতে জগদীশ্বরের যাদৃশ কৌশল প্রকাশিত রহিয়াছে, উহার শরীরের সমুদায় অন্তর্ভাগেও তাঁহার তাদৃশ কৌশল বিদ্যমান আছে। শরীর-স্থান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ যখন শব শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার অন্তর্ভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তখন তাহার প্রত্যেক অস্থি খণ্ডেতে ঈশ্বরের অদ্ভুত কৌশল কলাপ সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হয়েন। কোন পূর্ণবয়স্ক যুবা পুরুষের শরীর ছেদ করিলে তন্মধ্যে ২৫৪ খণ্ড অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ অস্থি খণ্ডকে একত্র সংলগ্ন করণার্থে জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশল পূর্ব্বক অস্থি সন্ধি সকল সম্পাদন করিয়াছেন এবং ঐ অস্থি সকলকে মনুষ্যের অবস্থোপযোগী করণার্থে যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে সক্ষম নহি। কোন দুই খণ্ড পৃথক্ অস্থির সংযোগ স্থল সন্দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যে যে অস্থিকে যে প্রকারে গ্রন্থন করিলে মনুষ্য সুখেতে হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্রূপ করিয়াই সংযোগ করিয়াছেন। হস্ত পদাদির সঞ্চালন দ্বারা শরীরের যে সকল গ্রন্থি স্থলে সর্ব্বদা অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থলের অস্থিতে পরমেশ্বর এক প্রকার কোমল ও মসৃণ পদার্থ দ্বারা আবরণ করিয়াছেন এবং কোন বাষ্পীয় যন্ত্রের চক্রের গতি সহজ করণার্থ তাহাতে যেমন কোন শিল্পকারী ব্যক্তি তৈলাদি স্নেহ পদার্থ প্রদান করে, পরমেশ্বরও মনুষ্য দেহের প্রত্যেক গ্রন্থিতে তদ্রূপ তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থ সংযোগ করিয়া উহার সঞ্চালন ক্রিয়াকে সহজ করিয়াছেন। শরীরের মধ্যে সকল অস্থিতে ঈশ্বরের এক একটি বিশেষ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তন্মধ্যে মনুষ্যের মেরুদণ্ডেতে তাঁহার অত্যদ্ভুত কৌশল বিদ্যমান আছে। শয়ন, উত্থান ও উপবেশন কালে মনুষ্যকে সরল, বক্র ও অবনত হইয়া নানা ভাবে স্থিতি করিতে হয়, এই জন্য জগদীশ্বর বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক মেরু দণ্ডের অস্থিকে তদুপযুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছেন। জানু বা জঙ্ঘার ন্যায় যদি মেরুদণ্ড এক খণ্ড অস্থি দ্বারা রচিত হইত, তাহা হইলে আর মনুষ্যের ক্লেশের শেষ থাকিত না তাহা হইলে নানাকারণে মেরু দেশের অস্থি অচিরে চূর্ণ হইয়া যাইত, এজন্য জগদীশ্বর উহাকে ২৪ খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ অস্থি দ্বা-

রা নির্মাণ করিয়া মনুষ্যের অসংখ্য মেরুদণ্ডের পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত অখণ্ড পৃথক্ অস্থিতে ঈশ্বর যে কৌশলে পরস্পর সংযোগ করিয়াছেন, তাহা মনে হইলে অবাক্ হইতে হয়। উহার প্রত্যেক খণ্ডেরই উভয় প্রান্তের আকার দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত দুই খণ্ড অস্থিকে একত্র সম্বদ্ধ করণার্থে পরমেশ্বর উহার প্রত্যেক খণ্ডেরই এক প্রান্ত কিঞ্চিৎ উন্নত ও অপর প্রান্ত কিঞ্চিৎ গহ্বর বিশিষ্ট করিয়া রচনা করিয়াছেন; মনুষ্যের মেরুদণ্ড সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে বিশ্ব কৌশলকারী জগদীশ্বর বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে বিনা সূত্রে আশ্চর্য্য অস্থি মালা গ্রন্থন করিয়াছেন। তাঁহার কৌশল গুণে মেরু দণ্ডের এক খণ্ড অস্থিও সন্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে পারে না, অথচ মনুষ্যও অনায়াসে তাহা অবনত ও উন্নত করিয়া সরল বা বক্র ভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়। মজ্জা মনুষ্যের প্রধান ধাতু। মজ্জাতে যৎ কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিলে মনুষ্যের জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়, এজন্য জগদীশ্বর ঐ মজ্জাকে অতি যত্নে অস্থিময় কোষ মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন, সহসা কোন মতেই মজ্জাতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। মস্তকস্থিত মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডাস্থির মধ্য দিয়া মনুষ্যের মজ্জা ক্রমে সঞ্চালিত হইয়াছে। মেরুদণ্ড ভূত অস্থি এবং মজ্জাতে যে রূপ জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ প্রত্যেক শিরা ও মাংসপেশীতেও তাঁহার অনুপম জ্ঞানের সুস্পষ্ট সাক্ষী প্রতীয়মান হয়। শরীরের অনেক মাংসপেশীকে জগদীশ্বর আমাদিগের আজ্ঞাবহ করিয়া দিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলেই ঐ সমস্ত মাংসপেশীর সঞ্চালন দ্বারা আপনাদিগের ভোজন পানাদি ক্রিয়া সমাধা করিতে পারি। যেমন আমাদিগের ইচ্ছানুসারে আমরা কোন কোন মাংসপেশী সঞ্চালন করিয়া কোন কোন অঙ্গের চালনা করিতে পারি, সেই রূপ শরীরের মধ্যে কোন কোন স্থানের গতি আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও সম্পন্ন হয়। আমরা যখন নিদ্রিত থাকি, তখনও আমাদিগের হৃদয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি কোন কোন অঙ্গের গতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে ঐ সকল স্থানের গতি আমাদিগের ইচ্ছার অনুগত হইলে নিদ্রাবস্থায় তাহা রুদ্ধ হইত এবং আমরা নিদ্রিত হইলে আর তাহা হইতে আমাদিগকে গাত্রোত্থান করিতে হইত না, এক নিদ্রাতেই আমাদিগের মহা নিদ্রা উপস্থিত হইত। এই জন্য জগদীশ্বর ঐ সমস্ত অঙ্গের গতিকে আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করেন নাই। কিন্তু যে সকল অঙ্গের গতিকে আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করিলে আমাদিগের বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হয়, কৃপাময় পরমেশ্বর তাহাদিগকেই আমাদিগের ইচ্ছার অধীন করিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিলে চক্ষু উন্মীলন করিয়া কোন পদার্থ সন্দর্শন করিতে পারি এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত নিমীলন করিয়া [illegible] ও অপর বিপদ হইতে উহাকে রক্ষা [illegible] পারি। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক বাক্য বিন্যাস করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি এবং ইচ্ছাক্রমে বাক্য রুদ্ধ করিয়াও থাকিতে পারি। আমরা ইচ্ছা করিলে পদ চালনা করিতেও সক্ষম হই এবং ইচ্ছা করিলে গতি রোধ করিয়া এক স্থানে স্থিত হইতেও পারি।

জগদীশ্বর যে রূপ আশ্চর্য্য কৌশলে মনুষ্য দেহে শিরা সকল সংস্থাপন করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র শোণিত সঞ্চালিত হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহা মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যেমন নানা নদী দ্বারা পর্ব্বতস্থ উৎস জল নানা স্থানে পরিবেশিত হয় সেই রূপ শরীরস্থ শিরা সকল দ্বারা হৃদয় হইতে শোণিত প্রবাহিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শরীরের মধ্যে এমন স্থান নাই যে সে স্থান বিদ্ধ করিলে শোণিত নির্গত না হয়, অতি তীক্ষ্ণ সূচাগ্র দ্বারা কোন স্থান বিদ্ধ করিলেও তাহা হইতে শোণিত বহির্গত হইতে থাকে। শিরা দ্বারাই প্রথমতঃ হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে এবং শিরা দ্বারা সেই শোণিত

পুনর্ব্বার হৃদয়ে গিয়া উপনীত হয়। কিন্তু যে শিরা দ্বারা হৃদয় হইতে শোণিত প্রথমত প্রবাহিত হয়, সে শিরা দিয়া আর শোণিত ফিরিয়া আইসে না, শিরান্তর দ্বারা প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। যে রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শরীর মধ্যে শিরা পথে শোণিত সঞ্চরণ করে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে দেহান্তর্গত অচেতন পদার্থ সকল যেন চেতনাবান্ জীবের ন্যায় ঈশ্বরের আজ্ঞা বহন করিতেছে। হৃদয় হইতে যে শোণিত প্রবাহিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে, তাহা ক্রমে অতিশয় বিকৃত ও বিষ তুল্য হইয়া উঠে, এজন্য জগদীশ্বর শোণিত সঞ্চাগমের দুই প্রস্তুত শিরা করিয়া দিয়াছেন। যে শিরা দ্বারা বিকৃত শোণিত প্রবাহিত হয়, সে শিরা পথে কখন বিশুদ্ধ শোণিত সঞ্চরণ করে না। জগদীশ্বরের এই আশ্চর্য্য কৌশল প্রভাবে বিশুদ্ধ শোণিতের সহিত কখন বিকৃত শোণিত [illegible] হইতে পারে না। শরীর [illegible] সংশোধিত হইবার জন্য জগদীশ্বর যে রূপ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আর উপমা নাই। শোণিত যখন শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার হৃদয়ে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করে, তখন উহার প্রকৃতি এত দুষ্ট হয় যে কোন ব্যক্তি উহার এক বিন্দু মাত্র উদরস্থ করিলে অমনি তাহার প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে কিন্তু ঐ অবস্থাতেই উহা সংশোধিত হয়। দেহ পরিভ্রান্ত বিকৃত শোণিত যেমন আমাদিগের বক্ষঃ স্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হয়, অমনি উহা নিশ্বাস বায়ু দ্বারা সংশোধিত হইতে আরম্ভ করে। জগদীশ্বর আমাদিগের বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে যেমন রক্তাধার হৃদয় রচনা করিয়াছেন, তেমনি উহার দক্ষিণ দিকে এক আশ্চর্য্য বায়ু যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বায়ু যন্ত্র সর্ব্বদাই চালিত হইতেছে এবং প্রত্যাগত দুষ্ট শোণিতকে নিয়তই সংশোধন করিতেছে, এবায়ু যন্ত্রের গতি ক্ষণকালের নিমিত্তও বিরত হয় না, মনুষ্য অত্যল্প কাল মাত্রও নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারে না এবং অল্প কালের জন্যও ঐ বায়ু যন্ত্রের কার্য্যের বিরাম হয় না। কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের মহিমা! হৃদয় হইতে শরীরের বাম দিক্ দিয়া যে বিশুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত হয়, উক্ত শোণিত বিকৃত হইয়া প্রত্যাগমন করিবার সময় আর সে বাম দিক্ দিয়া আইসে না, উহা নিয়তই বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ দিক দিয়া ফিরিয়া আইসে এবং তথায় উল্লিখিত বায়ু যন্ত্রের দ্বারা সংশোধিত হয়। শরীরান্তর্গত বিকৃত শোণিত যদি উল্লিখিত প্রকার নিশ্বাস বায়ু দ্বারা শোধিত না হইত তাহা হইলে অত্যল্প কালের মধ্যেই মনুষ্যের সংহার দশা উপস্থিত হইত কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরমেশ্বরের শক্তি! বিকৃত শোণিত হৃদয়ের নিকট বর্ত্তী হইলেই অমনি তাহার দোষের পরিক [illegible]

[illegible] পাকাশয় ও মস্তিষ্ক [illegible] কার্য্যও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উহাদিগের এক একটি স্থানের বিষয়ে মনোযোগ করিলেও অবাক হইতে হয়। আমাদিগের পাকস্থলী মধ্যে যে পাকরস বিদ্যমান আছে তাহার এমনি তীব্রশক্তি, যে মনুষ্যের যখন প্রাণ বিয়োগ হয়, তখন উক্ত রস স্বীয় শক্তি দ্বারা ঐ মৃত দেহের মাংস চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ সকলকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের শক্তি! মনুষ্যের জীবিতাবস্থায় ঐ রস তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন না করিয়া বিশেষ কল্যাণেরই কারণ হয়। মনুষ্য যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ উক্ত রস তাহার পাকস্থলীর মধ্যে আসিয়া কেবল মনুষ্যের ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করে কিন্তু শরীরের কোন ভাগকে ক্ষয় করে না। যখন আমরা মনে করিয়া দেখি যে কেবল এক পাকস্থলীর পরিপাক শক্তির গুণে নানা প্রকার শস্যাদি অনায়াসে রস রক্ত রূপে পরিণত হয়, তখন কি জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণা আমাদিগের মনে জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত হইয়া উদয় হয় না? বিশেষত পাকস্থলীর মধ্যে আর একটি অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের

ভুক্ত বস্তু মাত্র সকলই প্রথমত পাকস্থলী মধ্যে পতিত হয়, কিন্তু পাকস্থলী মধ্যে উহা সুন্দর রূপে জীর্ণ হইলে পর নানা প্রকারে পরিণত ও বিভক্ত হইয়া নানা পথে গমন করে, সার ভাগ সকল রস রক্ত হইবার জন্য এক দিকে যায় এবং সমুদায় অসার ভাগ শরীর হইতে নির্গত হইবার জন্য পথান্তরে গমন করে। অসার বস্তুর মধ্যেও জলীয় ভাগ এক পথে যায় ও অন্যান্য কঠিনাংশ অন্য আর এক পথ দিয়া নির্গত হয়। জগদীশ্বরের মহিমা প্রভাবে উহাদিগের মধ্যে কেহ কখন আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করে না। উহাদিগের মধ্যে যে ভাগ যে নিয়মে যে পথে গমন করে, যদি ক্ষণ কালের জন্য তাহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে মনুষ্য আর কোন মতেই জীবন ধারণ বা সুস্থতা রক্ষা করিতে [illegible] যদ্য দ্বার দিয়া শরীরের [illegible] হইল যে [illegible] তাহাতে আর সন্দেহ কি। এবং যে পথ দিয়া সারাংশ সকল রস রক্ত হইতে গমন করে সে পথে সমুদায় অসার ভাগ সঞ্চালিত হইলে যে মনুষ্যের দেহ রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহা কে না স্বীকার করিবেন। কোন ভুক্ত বস্তু যদি সুন্দর রূপে জীর্ণ না হইয়া কোন কারণে পাকস্থলী হইতে পরিচ্যুত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহা এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে পাকস্থলী মধ্যে উপনীত হইয়া থাকে।

বাক্যযন্ত্র এক চমৎকার কৌশল। তাহার আর তুলনা দিবার স্থল নাই। ওষ্ঠ, তালুকা, ও জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পৃথক পৃথক অঙ্গ দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি হয়, কিন্তু উহার মধ্যে আমাদিগের নিশ্বাস বায়ুই বাক্য উৎপত্তির প্রতি প্রধান কারণ। উক্ত বায়ুর সংযম ও পরিত্যাগ ক্রিয়া দ্বারাই স্বরের উৎপত্তি হয়। জগদীশ্বর বাক্যযন্ত্রেতে এমনি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যে আমাদিগের মনোমধ্যে যে রূপ ভাবের উদয় হয় প্রায় সে সকলি আমরা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি। বিশেষতঃ ঐ বাক্যযন্ত্র স্থলে জগদীশ্বরের আর একটি আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। গল দেশের মধ্যে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ছিদ্র আছে, উহার মধ্যে একটি ছিদ্র দ্বারা বাক্যের শব্দ নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং আর একটি দিয়া আমাদিগের অন্নপানাদি উদরস্থ হয় কিন্তু পরমেশ্বরের কি অদ্ভুত শক্তি! যে ছিদ্রটি দ্বারা আমরা কণ্ঠধ্বনি করিয়া থাকি, অন্নাদি গলাধঃকরণ করিবার সময় সে পথটি আপনা হইতে রুদ্ধ হয়, তখন তন্মধ্যে একটি মাত্র অন্নও সহসা গমন করিতে পারে না. উক্ত কৌশল দ্বারা যে পরমেশ্বর আমাদিগের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কি বলিব। যদি অকস্মাৎ ভোজন কালে কখন কাহারও শ্বাসনির্গমন পথে একটি মাত্র অন্নও প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা পাওয়া সংশয় হইয়া উঠে। পরমেশ্বর মানবের অবস্থার [illegible]হিতও বাক্ যন্ত্রের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যশিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া যখন প্রবণ [illegible] উপস্থিত হইতে থাকে এবং বাক্য বিন্যাস দ্বারা সেই জ্ঞান ব্যক্ত করিবার আবশ্যক হয় তখন তাহার বাক্যযন্ত্রও আপনা হইতে সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।

মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র বিশেষ। মস্তিষ্কের প্রতি কোন আঘাত উপস্থিত হইলে, মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কঠিন হয়. এই জন্য জগদীশ্বর ঐ মস্তিষ্ককে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক মনুষ্যের শিরো দেশে দৃঢ়তর অস্থিময় কপাল মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। দেহান্তরে অন্যান্য যত যন্ত্র আছে তাহার কোন যন্ত্রই উক্ত প্রকার দৃঢ়তর অস্থি দ্বারা আবৃত নহে. জগদীশ্বর কেবল প্রয়োজনানুসারে মস্তিষ্ককে ঐরূপ অস্থিময় কপাল মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। মস্তিষ্কের সহিত সমুদায় শরীরের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক হইতে সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ ধমনি সকল সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পদাঙ্গুলির অগ্র ভাগে অকস্মাৎ আঘাত লাগিলেও তখনি তাহা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয়। যেমন কোন রাজ দুর্গ বা রাজ ভবনের চতুর্দিকে প্রহরী নি-

যুক্ত থাকে, সেই রূপ পরমেশ্বরও দর্শন শ্রবণ ও আঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে চতুর্দ্দিকে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া কপালরূপ অস্থিময় দুর্গ মধ্যে মস্তিষ্ক রূপ মহা যন্ত্রকে স্থাপন করিয়াছেন। এই রূপ মনুষ্য দেহের যে স্থল নিরীক্ষণ করা যায়, সেই স্থলেই জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মানব দেহের কোন্ স্থলে যে কি রূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্যক অবগত হওয়া অদ্যাপি কাহারও সাধ্য হয় নাই, তথাপি উহার মধ্যে যাহা কিঞ্চিৎ জ্ঞান গোচর হইতে পারে, তাহাতেই বিমোহিত হইতে হয়। মনুষ্যের প্রত্যেক অস্থি প্রত্যেক শিরা প্রত্যেক মাংসপেশী ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সকলেই উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মহামহিম মহিমার ঘোষণা করিতেছে।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা

এই বঙ্গ দেশের বর্ত্তমানাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন কোন কোন অংশে ইহার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ নানা বিষয়ে ইহার দুর্গতিও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে এদেশের অবস্থা যে নানাবিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এদেশের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলে নানা জাতীয় শোভা ও সৌন্দর্য্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক প্রকার উন্নতির ভাবও দৃষ্টি গোচর হয়। এক্ষণে এদেশে নানাপ্রকার সুরম্য অট্টালিকারও অভাব নাই, সুপ্রসারিত সুপ্রশস্ত রাজ পথেরও অপ্রতুল নাই এবং হস্তী, অশ্ব ও শকটাদি বহু প্রকার যানবাহনেরও অল্পতা নাই, এ দেশের যে সমস্ত প্রশস্ত ভূমি ইতি পূর্ব্বে ঘোরারণ্যে আবৃত ছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত ভূমিতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জনপদ স্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে অরণ্যবাসী হিংস্র পশু দিগের ভয়ে বা জ্ঞান হীন অসভ্য লোকের দৌরাত্ম্য ভয়ে অন্যান্য লোক গতায়াত করিতে শঙ্কিত হইত, এক্ষণে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে সেই সকল স্থানে রজনী যোগেও নিঃশঙ্কে ও নির্ব্বিঘ্নে মনুষ্য কুলের বসবাস হইতেছে। এক্ষণে কেবল এদেশের প্রধান প্রধান নগর ও প্রধান প্রধান গ্রামেতেই যে জ্ঞান বিদ্যার প্রচার হইয়াছে এমন নহে, অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামস্থ লোকের সন্তানগণেরাও জ্ঞান স্বরূপ নির্ম্মল সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইতেছে। পুরা কালে বঙ্গ দেশের যে সমস্ত নদীতে দীর্ঘ কালের মধ্যেও সচরাচর এক খানি তরণী দৃষ্ট হইত না, অধুনা সেই সকল নদীতে অনবরত নৌকা শ্রেণী দ্বারা শোভিত দেখা যায় এবং সেই সকল নদীর মধ্যে কোন কোন নদীতে অসাধারণ শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন বাষ্পীয় পোতের পতাকাও উড্ডীয়মান হয়। পূর্ব্বকালীন বঙ্গবাসী বন্য মনুষ্যেরা যে সমস্ত দূর দেশের নাম মাত্র শ্রবণ ...সমুদ্র সাগর পরিবেষ্টিত ...করে নাই, ...বঙ্গ ...বর্ত্তমানাবস্থা- ...এবং সেই সমস্ত ...এরা সকল বিক্রয়ার্থ ব- ...দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হ- ...দেশের প্রধান প্রধান বিপণিতে বিদেশীয় বিচিত্র প্রকার ঔষধ ও পট্টজ বহুমূল্য বস্ত্রাদিরও কোন অভাব নাই এবং নানা জাতীয় কাচময় ও দারুময় সুচারু গৃহ সজ্জাদি প্রাপ্ত হওয়াও কঠিন নহে। পূর্ব্বকালীন প্রধান প্রধান রাজাদিগের রাজ সভায় যে সমস্ত শিল্পজাত পদার্থ সন্দর্শন করা সাধ্য হইত না, এক্ষণে এতদ্দেশের সামান্য ধনবানের ভবনেও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত বর্ষের সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যের সময় তাহার যদ্রূপ শোভা বৃদ্ধি না হইয়াছিল, এক্ষণে বঙ্গভূমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। যে বাষ্পীয় রথের লৌহবর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্ব্ব কালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই, এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী আপামর সাধারণ লোকে সেই রথে

আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে এবং যে অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন লোকে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় দেববিভূতি বলিয়া মনে করিত, এক্ষণে বঙ্গভূমির নানা স্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয় যন্ত্র সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে সংসারের কার্য্যোপযোগী বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে, এবং যে মুদ্রাযন্ত্র সাধারণরূপে বিদ্যা প্রচারের একমাত্র উপায়, যাহার সহায়তা ক্রমে এক দিবসের মধ্যে সহস্র সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রচারিত হইতে পারে, এক্ষণে বঙ্গদেশে উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও মুদ্রা যন্ত্রেরও বিলক্ষণ প্রচার হই... এক্ষণে আর এতদ্দেশীয় ... পূর্ব্বের ন্যায় কেবল ... উৎকৃষ্ট ... ... রি... ... ষক সঙ্কীর্ণ ... গ্রন্থাদি প্রচার ক... দেশে বাষ্পীয় যন্ত্রো... কাগজেরও অভাব নাই ... মুদ্রা যন্ত্রেরও অপ্রতুল নাই, ... গ্রন্থ কর্ত্তা এক দিবসের মধ্যে স্বপ্রণীত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া নানা স্থানে প্রচার করিতে পারেন। এক্ষণে এদেশে যেমন নানা বিধ সুখ ভোগের উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়েরও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সমস্ত জ্ঞান গর্ব্ভ গ্রন্থের অর্থ অবগত হওয়া লোকের পক্ষে অতিশয় কঠিন ছিল এবং যে সমস্ত তত্ত্ব দুই এক ব্যক্তি অসাধারণ মনুষ্যের হৃদয়ে নিহিত ছিল এবং যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের কথা অতীত বয়স্ক প্রবীণ পণ্ডিত দিগের রসনাগ্র হইতেই নিঃসৃত হইত, এক্ষণে এদেশের নানা স্থানে নানা লোকের নিকট হইতে সেই সকল জ্ঞান তত্ত্বের কথা শ্রবণ করা যায়। এক্ষণে এদেশীয় কোন প্রসিদ্ধ নগর কি প্রসিদ্ধ গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তরুণ বয়স্ক বালক গণের সহিত আলাপ করা যায়, তখন প্রায় তাহার মধ্যে অনেকেরই নিকট হইতে সুগভীর জ্ঞান তত্ত্বের কথা শুনিয়া সুখী হওয়া যায় এবং নব্য সম্প্রদায়ী বালক বৃন্দের মধ্যে প্রায় অনেককেই কোন না কোন প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর দেখা যায়। এইরূপ বহু প্রকার বাহ্য শোভা ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে আপাততঃ অনেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ সৌভাগ্য শালিনী হইয়াছে। কিন্তু যিনি তথ্যানুসন্ধান তৎপর হইয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই বঙ্গ ভূমির প্রতি দৃষ্টি পাত করিবেন, তিনি দেখিবেন, যে অধুনা বঙ্গ ভূমিকে যেমন কতিপয় বাহ্য শোভায় শোভিত দেখাইতেছে, সেই রূপ অন্যান্য সহস্র প্রকার আন্তরিক দুঃখে উহার কলেবর ক্লিষ্ট হইয়াছে। তিনি যেমন এক দিকে উহার কিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ দেখিবেন, তেমনি অন্য দিকে সহস্র প্রকার দুর্গতির চিহ্নও দেখিতে পাইবেন। তিনি দেখিবেন যে উহার এক চক্ষে যেমন ঈষৎ আহ্লাদের ভাব অনুভূত হইতেছে, তেমনি উহার অন্তরস্থ শোক সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া অপর চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু ধারা পতিত হইতেছে এবং উহা আপনার অবশ্যম্ভাবী পতন নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত রূপে উহার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক উহার অবস্থা দিনে দিনে বরং অধঃ হইয়া আসিতেছে এবং উহা অন্তরে অন্তরে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জরাগ্রস্ত ... শরীরকে উৎকৃষ্ট ভূষণে সুসজ্জিত করি... তাহার যাদৃশ শোভা প্রকাশ পায়, বর্ত্ত... বাহ্য শোভা দ্বারা বঙ্গদেশেরও তাদৃশ ... ষা হইয়াছে। যখন বঙ্গ দেশ বাসী অধিকাংশ মনুষ্যের শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে এবং ক্রমে বৈষয়িক অবস্থা ... হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে, যখন বঙ্গ রা... প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী ও প্রতি পরিব... নিকট হইতেই অনবরত দুঃখ ... অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ কর... এবং যখন বঙ্গরাজ্য বাসী দুর্ব্বল মনু...

দেশান্তরীয় প্রবল ব্যক্তি কর্তৃক অনবরত প্রপীড়িত হইতেছে, তখন এক কালে চক্ষু কর্ণ রুদ্ধ না করিলে আর কোন ক্রমে এক্ষণে এই দেশকে সম্পূর্ণ রূপে উন্নত দশাপ্রাপ্ত বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। সন্তান গণের অসঙ্গত ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া বঙ্গ ভূমির বিষণ্ণ বদন ক্রমে মলিন হইতেছে এবং তাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তাহার চির পালিত পুত্রবর্গের যন্ত্রণা থাকিতে তাহাকে সহস্র প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত করিলে কখনই তাহার মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন প্রকাশ পাইবে না। বঙ্গ রাজ্য যে দিন যাহার দিগের বাসস্থান, এবং বঙ্গদেশের রত্নস্থলোৎপন্ন শস্যাদি উপভোগ করিয়া যাহারা পুরুষানুক্রমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা যে এক্ষণে কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছে এবং দিন দিন তাহাদিগের কি দশা উপস্থিত হইতেছে, স্থির চিত্তে একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বঙ্গ ভূমির সমস্ত বৃত্ত পত্রিকার রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। বঙ্গরাজ্যবাসী দুঃখী জন গণের এক একটি ক্লেশের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই সকরুণ ব্যক্তির হৃদয় করুণারসে অবশ্যই আর্দ্র হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোকের দুঃখরাশি বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে কি বৈষয়িক সুখ, কি মানসিক শান্তি, কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোক ইহার কোন সুখেই প্রকৃত রূপে সুখী নহে। যাহারা কেবল কলিকাতাস্থ ও কতিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে, যাহারা কেবল নগর মধ্যে সর্ব্বদা কতিপয় সধন লোকের সহিত একত্রিত হইয়া কথোপকথন করে, এবং যে সমস্ত লোক আধুনিক সভ্যসম্প্রদায়ী দিগকে ইংরাজদিগের বেশ ভূষা আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া মহানন্দে আনন্দিত হয়, তাহারাই বলে যে অধুনা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্বর্ত্তী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ মনুষ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং যাহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানা প্রকার দুঃখের বার্ত্তা শ্রবণ করে, তাহারা আর কখনই বলিতে পারে না যে এক্ষণে বঙ্গ রাজ্যের বিশেষ দুর্দ্দশা ভিন্ন কোন অংশে উহার উন্নতি হইয়াছে। যদি চিরদীনতাকে সম্পদ বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হয়, যদি অনশনাবস্থায় দিন যাপন করাকে উন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত হয়, এবং যদি মুমূর্ষু অবস্থাকে সম্পদের সময় বলিয়া মনে করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বঙ্গবাসী লোকদিগকেও সুখী ও সম্পদশালী বলিয়াও মনে করিতে পারা যায়।

অধুনা কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন প্রকাণ্ড স্থানস্থ কতিপয় ব্যক্তি যেমন উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এবং সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ ও সুন্দর যান বাহনে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখী হইয়াছে, সেই রূপ পল্লী গ্রামের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদনাভাবে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কোন সামান্য জলাশয়ের মধ্যে কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তু প্রবিষ্ট হইলে তত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বর্গের যেমন অবস্থা হইয়া থাকে বঙ্গদেশবাসী দুর্ব্বল মনুষ্যদিগেরও এক্ষণে তদ্রূপ দশা উপস্থিত হইয়াছে। এদেশীয় মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, ইহারা কোন উৎকট শ্রম সাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া জীবিকা লাভ করিতে কোন মতেই সক্ষম নহে, কিন্তু জগদীশ্বর ইহাদিগকে সমধিক শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিতে স্থাপন করাতে উহারা স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, ইহারা আপনাদিগের জন্ম ভূমির উৎপাদিকা শক্তি গুণে অত্যল্প পরিশ্রম স্বীকার করিলেই প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হইত। এদেশীয় লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের নিতান্ত প্রয়োজন ও সম্ভাবনা ইহারা এক প্রকার সুখেতে কাল হরণ করিতে পারে, প্রায় সে

সমস্ত দ্রব্যই হইতো আপন দেশ হইতে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। কিন্তু এক্ষণে উহাদিগের সে সুখে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, উহারা আর এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় অল্প শ্রম দ্বারা দিনপাত করিতে সক্ষম হয় না, উহারা এক্ষণে নানাবিধ উৎকৃষ্ট পরিশ্রম স্বীকার না করিলে আর কোন মতে জীবন যাপন করিতে পারে না। বঙ্গদেশ মধ্যে অধুনা যে সমস্ত জাতির সমাগম হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমির আধিপত্য প্রাপ্ত করিতে যাহাদিগের লোভ জন্মিয়াছে, তাহারা সকলেই এদেশীয় লোক অপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রম শালী সুতরাং তাহাদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া ইহাদিগের জীবন ধারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় যে সবল ব্যক্তি যে দ্রব্য আক্রমণ করে, দুর্ব্বল লোকে কোন মতেই তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না এবং সবল পক্ষ যে স্থলে বাস করে, দুর্ব্বল পক্ষ কদাপি সে স্থানে অবস্থান করিতে পারে না, দুর্ব্বল পক্ষ প্রবলের সহিত কালক্ষেপ করিলে অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। দুর্ব্বল বঙ্গবাসী লোক যে সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিত এবং যে সমস্ত দ্রব্য উপভোগ করিয়া সুখী হইত, ইংরাজ প্রভৃতি নানা বিধ সবল মনুষ্যদিগের এক্ষণে সেই সকল দ্রব্যে লোভ জন্মিয়াছে এবং তাহারাই আপনাদিগের অর্থ সামর্থ ও বুদ্ধি কৌশল দ্বারা এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য অধিকার করিয়া লইতেছে, সুতরাং দুর্ব্বল বঙ্গবাসী লোকের আর সে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন ভূমির মধ্যে যে বৃক্ষ সমধিক রস আকর্ষণ করিতে পারে, সেই বৃক্ষই ক্রমে সতেজ হয় এবং শক্তি হীন নিস্তেজ তরু রসাভাবে আপনা হইতেই দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সংসার মধ্যে যে জাতি স্বকীয় বলবীর্য্য দ্বারা সমধিক বিত্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহারাই ক্রমে উন্নত হইতে থাকে এবং দুর্ব্বল ও তেজ বিহীন জাতি আপনার জীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া অল্পে অল্পে ধ্বংশ হয়। এক্ষণে যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা অধিক অর্থাগম হইতে পারে, প্রায় তাহার অধিকাংশই এদেশীয় লোকের পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য ও অনায়ত্ত। ইহারা যেমন কোন বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ব্যবহার উন্নতি করিতে অপারগ এবং উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক ধন উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, সেইরূপ কোন উৎকৃষ্ট রাজকীয় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতেও অসমর্থ। রাজকীয় কর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত পদে অধিক বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে কর্তৃপক্ষীয় রাজ পুরুষেরা প্রায় সে সমস্ত পদ স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন। যদিও বর্ত্তমান রাজনিয়মের [illegible] কার অভিপ্রায় নহে যে কোন ব্যক্তি সে পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলে তাহার জাতি বা বর্ণ মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া তাহাকে উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে কোন মতে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তথাপি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এদেশের প্রধান পদস্থ রাজপুরুষেরা স্বজাতি সত্বে আর পারত পক্ষে কোন উচ্চ পদে অন্য জাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন না, তাঁহারা যদি স্বজাতি দ্বারা কোন কর্ম্ম নিকৃষ্ট রূপেও নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর সে কর্ম্মে এদেশীয় কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেও ইচ্ছা করেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতন প্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোকে সেই কার্য্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করিয়া ১০০।১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না। অতএব এদেশীয় লোকে সুচারু রূপে রাজ নিয়ম পরিচিত হউন বা এক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণে কর্ম্মক্ষম ও বিষয় দক্ষ হউন, তাঁহাদিগকে চিরদিনই অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এই রূপে অল্প বেতনে রাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাঁহারা এক্ষণেও যেমন স্বল্প মূল্যে স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে ব্যগ্র হইতেছেন, বোধ করি পরিণামেও তাঁহাদিগকে তদ্রূপ হইতে হইবেক। ইংরাজ জাতি প্রথমত এদেশে আ

বিকার করিয়া এদেশীয় কোন কোন প্রধান লোককে যে সমস্ত কর্ম্ম কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে যে প্রকার মর্য্যাদা ও সম্মান করিয়াছিলেন, পরিণামে যে আর কোন ব্যক্তিকে সে প্রকার কর্ম্মের ভার অর্পণ করিবেন বা সে রূপ আদর করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা বোধ হয় না। বঙ্গবাসী লোকে যে আর ইংরাজ দিগের নিকট হইতে কোন কালে রাজা রাজবল্লভ, রাজা নবকৃষ্ণ ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বতন প্রধান লোকদিগের মত সম্ভ্রম পূর্ব্বক রাজ্যের প্রধান পদ প্রাপ্ত হইবেন তাহার কিছু মাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ইংরাজেরা যে কারণে এদেশীয় পূর্ব্বতন প্রধান মনুষ্যদিগের সমাদর করিতেন এবং যে কারণে তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিতেন বোধ করি এক্ষণে সে কারণের অভাব হইয়া থাকিবেক। এই রূপ নানা কারণে বঙ্গদেশের মধ্যে [illegible]ভাব হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় [illegible]ষ্যকে সতত অন্নের নিমিত্তই [illegible]া যায়। অন্নাভাবে অধিকাংশ [illegible] গ্রামস্থ লোকের যে দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার শক্ত নাই। অন্নাভাবে কতশত ভদ্র সন্তান ক্লিষ্ট কলেবর হ[illegible] বং সামান্য বিষয় কার্য্যের প্রার্থনায় বি[illegible]ীয় শারীরিক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দেশে [illegible] পর্য্যটন করিতেছে, কেহ উপযুক্ত স[illegible] সম্পত্তির অভাবে কোন স্থানে কর্ম্ম [illegible] প্রাপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ নিরাস হই[illegible] মনঃপীড়ায় উৎকট রোগে আক্রান্ত [illegible]তেছে এবং অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত [illegible] পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধব গণকে [illegible]র্ণবে মগ্ন করিয়া যাইতেছে এবং [illegible] বা অত্যল্প বেতনে কোন নিষ্ঠুর [illegible] নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া [illegible] মনঃপীড়ায় চিরদিন যাপন করিতে[illegible] এদেশের মধ্যে কতস্থানে অন্না[illegible] কত পরিবার অনশনে দিন যাপন [illegible]তেছে। অন্নাভাব জন্য কেহ আর বৃ[illegible] বিষয়েও সদসৎ বিবেচনা ক[illegible] নহে, যাহার যাহাতে প্রবৃত্তি নাই সে ব্যক্তিও তাহা অবলম্বন করিতে স্বীকার করিতেছে এবং যে ব্যক্তির যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য নাই, সেও তাহাতে আবৃত হইয়া অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীরকে নষ্ট করিতেছে। অধুনা বঙ্গদেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে লোকের মান মর্য্যাদা ও সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক ইহাদিগের প্রাণ রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়াছে। বঙ্গ সমাজে দিন দিন যত ইংরাজ জাতির আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রবিষ্ট হইতেছে, ততই অত্রও দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা ইংরাজ প্রভৃতি সভ্য জাতির নিকট হইতে যত নানা প্রকার অভিনব সভ্যতার শিক্ষা পাইতেছে, ততই নানা প্রকারে ইহাদিগের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা আর সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, সামান্য প্রকার বেশ ভূষায় তুষ্ট হয় না এবং সামান্য রূপ গৃহাদিতে বাস করিয়াও সুখী হয় না, অথচ অতি সামান্য অবস্থায় কাল যাপন করিয়া জীবন ধারণ করিবারও ইহাদিগের কোন সাধ্য নাই। জল শূন্য মরু দেশীয় লোকের জল তৃষ্ণা অধিক হইলে যে প্রকার অবস্থা হয়, এক্ষণে এদেশীয় লোকেরও অবিকল তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে। এক্ষণে এদেশে বাণিজ্যও কৃষি কার্য্যের কিঞ্চিৎ বিস্তার হইয়াছে বটে এবং তদ্দ্বারা দেশের দুরবস্থা দূর হওয়াও সম্ভব, তদ্দ্বারা পরিণামে কি রূপ ফল দর্শে বলা যায় না। কিন্তু অধুনা বঙ্গদেশীয় লোকে যে প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে এবং এক্ষণে বঙ্গদেশ মধ্যে যে প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে করিয়া এদেশীয় সর্ব্ব সাধারণ লোকের দুঃখ দূর হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা কৃষি ও বণিক লোকেরই উন্নতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু এ বঙ্গদেশে উক্ত দুই প্রকার লোকের অপেক্ষা বেতন ভুক কর্ম্মচারি লোকের সংখ্যাই অধিক। এদেশীয় অধিকাংশ মনুষ্যই নির্দ্দিষ্ট বেতনে শ্রম করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে। বাণিজ্য বি-

ন্তার দ্বারা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেরূপ বেতনভুক পরিশ্রমী লোকের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। অতএব এখানে বাণিজ্যের বিস্তার হওয়াতে যেমন এখানকার কতিপয় বণিকের ও কৃষকের কিঞ্চিৎ সুখ হইয়াছে, তেমনি বাণিজ্য দ্বারা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে সহস্র সহস্র লোকের ক্লেশও বৃদ্ধি হইয়াছে বিশেষত এদেশের বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য দ্বারা এদেশীয় বণিক ও কৃষি লোকের'ও বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না, দেশান্তরীয় অন্যান্য জাতিতেই এদেশোৎপন্ন প্রচুর দ্রব্যাদি লইয়া সমুদ্র পথে বাণিজ্য কার্য্য করিয়া থাকে এবং দেশান্তরীয় লোকেই এদেশের অধিকাংশ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করে। এক্ষণে প্রায় সমুদায় বঙ্গদেশেতেই নীল কর সাহেব দিগের কুঠী দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত সাহেবেরাই এদেশের অধিকাংশ ভূমিতে নীল উৎপন্ন করিয়া তাহার উপস্বত্ব ভোগী হয়েন, যে গ্রাম বা যে অঞ্চলের নিকটে কোন নীলকর সাহেবের অধিষ্ঠান হয় তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ অধিকাংশ ভূমিই নীল ক্ষেত্রে পরিপূরিত হইতে থাকে। সাহেব দিগের শাসন ভয়ে কৃষকদিগকে আপনাদিগের ধান্যাদি প্রয়োজনীয় শস্যের ভূমিতেও নীল বীজ বপন করিতে হয় এবং সাহেবেরা স্বীয় বলেও অনেক দুর্ব্বল লোকের চিরন্তন ভূমি গ্রহণ করিয়া তাহাতে নীল বীজ বপন করিয়া থাকেন। বঙ্গ দেশ মধ্যে নীল কার্য্যের বিস্তার হওয়াতে এদেশীয় কৃষক লোকের সুখ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক তাহাদিগের যন্ত্রণার আর অবধি নাই। দুর্দ্দান্ত নীলকর সাহেব দিগের অনন্ত দৌরাত্ম্য পল্লীগ্রামস্থ দুঃখি কৃষকেরা যে রূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা প্রস্তাবান্তরে বর্ণন না করিলে এস্থলে সম্যক প্রকাশ করা কোন ক্রমেই সাধ্য হয় না। সম্প্রতি ধান্যাদি অন্যান্য শস্যের ভূমিও ইংরাজ সাহেবেরা গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক সাহেব সুন্দরবন আবাদ ও অন্যান্য জেলায় শস্যশালী ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে স্থলে সবল ও সক্ষম ইংরাজ জাতি হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে স্থল হইতে এদেশীয় দুর্ব্বল লোকদিগকে আপনা হইতে অন্তরিত হইতে হইতেছে। এই রূপ নানা কারণে বঙ্গদেশের মধ্যে বিজাতীয় অন্নাভাব হওয়াতে যে এখানকার লোকের বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আর কোন বাহুল্য প্রমাণ প্রদর্শন করিবার আবশ্যক করে না। যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক একবার এদেশীয় সাধারণ লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তিনিই তাহা অবগত হইতে পারেন।

অন্নাভাবে অধুনাতন বঙ্গদেশীয় লোক যেমন বিজাতীয় বৈষয়িক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেই রূপ অপরাপর নানা অত্যাচারে এদেশীয় লোকের শারীরিক দুর্দশাও উপস্থিত হইয়াছে।

অপরাপর যে সমস্ত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হেতু শরীর নষ্ট হইতে[illegible] দেশের মধ্যে তাহার কিছুরই [illegible] তদ্ভিন্ন উৎকট পরিশ্রম দ্বারা অনু[illegible] সংখ্যক বঙ্গীয় ব্যক্তির শরীর নষ্ট হইতেছে। যে প্রকার পরিশ্রম করিলে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল লোকের শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, এক্ষণকার বাঙ্গালি দিগকে তাহার দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ পরিশ্রম করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। কি বিষয়ী লোক, কি বিদ্যা ব্যবসায়ী ছাত্র ও শিক্ষকাদি অন্য মনুষ্য অনেকেই সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। যে [illegible]য় ও যে পরিমাণে পরিশ্রম করিলে এদেশীয় লোকের শরীরের প্রতি কোন বিশেষ [illegible] উপস্থিত হইতে পারে না এদেশীয় [illegible] লোকের মধ্যে অনেকে সে নিয়মে [illegible] পরিমাণে কার্য্য কর্ম্ম করিতে পারে। বঙ্গদেশ স্বভাবতঃ উষ্ণ স্থান, এখানে উষ্ণ সময়ে ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে কখনই [illegible] সুস্থ থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু এদেশীয় অধিকাংশ লোককেই সেই উষ্ণ সময়ে পরিশ্রম করিতে হয়। ইংরাজ জাতি [illegible]

আহার করিয়া মধ্যাহ্ন কালে বিষয় কার্য্য সম্পাদন করিবার পদ্ধতি করিয়াছেন, সুতরাং এদেশীয় বিষয় কর্ম্মী লোক দিগকেও সেই পদ্ধতি অনুসারে চলিতে হইতেছে। বিশেষতঃ যে সমস্ত লোকে ইংরাজ বণিক দিগের বাণিজ্য কার্য্য সংক্রান্ত বিষয় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিজাতীয় পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে প্রায় চারি প্রহরেরও অধিক কাল কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার মধ্যে অনেকেই শীঘ্র রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহা কে না স্বীকার করিবেন? যে শীত প্রধান দেশীয় সবল ইংরাজ জাতি যে নিয়মে ও যে পরিমাণে পরিশ্রম করিয়া শরীর ধারণ করিতে পারে, এদেশীয় দুর্ব্বল মনুষ্য কখনই সে নিয়মে শ্রম করিলে সুস্থ থাকিতে পারে না। কলিকাতায় অধিকাংশ মনুষ্য উল্লিখিত নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগের মধ্যে অনেককে প্রায় কোন না কোন প্রকার উৎকট ও চির রোগে আক্রান্ত দেখা যায়।

এদেশীয় লোকের শারীরিক সুস্থতা নষ্ট হইবার আর একটি প্রবল কারণ দৃষ্ট হইতেছে। যে সকল স্থানের জল বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্য কর সমধিক অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে সে সকল স্থানে শরীর রক্ষা করা কোন মতেই সাধ্য হয় না, ইংরাজ জাতি আপনাদিগের অর্থবলে সেই সকল স্থানে স্বচ্ছন্দে শরীর ধারণ করেন, কিন্তু এদেশীয় লোকের সে প্রকার স্থানে আর কোন রূপেই সুস্থ থাকিবার উপায় নাই। যে সকল রাজধানী বা জেলার জল বায়ু নিতান্ত কদর্য্য প্রধান খৃষ্টীয় ইংরাজ রাজ পুরুষেরা সে সকল স্থানে অনায়াসে সুস্থ থাকেন, কিন্তু তথাকার অল্প বেতনভুক এদেশীয় কর্ম্ম চারিদিগকে সততই অসুস্থ দেখা যায়। অন্নাভাব প্রযুক্ত ইহারা কোন কদর্য্য স্থানে বি[illegible] কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেও পারে না এবং সে সকল স্থানে বাস করিয়াও সুস্থ থাকিতে সক্ষম হয় না। অর্থলোভে ব্যাকুলিত হইয়া বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কতশত মনুষ্য ঐরূপ কদর্য্য স্থানে গমন করিয়া ও অপরিমিত এবং অনিয়মিত রূপে পরিশ্রম করিয়া আপনার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। আপনাদিগের শারীরিক প্রকৃতির ও দেশের অবস্থার বিপরীত নিয়মে কার্য্য করিয়া এবং সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া অধুনা বঙ্গ দেশীয় লোকে প্রায় দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকে অত্যল্প বয়সেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছে। বাঙ্গালির মধ্যে সুস্থকায় সবল লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না এবং প্রায় নব্য সম্প্রদায়ী দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু ভোগ করিতে দেখা যায় না। অধুনাতন বঙ্গবাসী লোকের আয়ু প্রায় ৫০।৬০ বৎসর অতিক্রম করিয়া গমন করে না, উহার মধ্যেই অনেকের পতন হয় এবং এক্ষণকার লোকে অতি সত্বরেই জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। ত্রিংশৎ বৎসর গত হইলেই অধিকাংশ ব্যক্তির বার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। ইয়ুরোপীয় অশীতি বর্ষের প্রাচীন ব্যক্তি যত পরিশ্রম ও যত কার্য্য করিতে পারে, এদেশীয় ত্রিংশৎ বর্ষীয় যুবা পুরুষও সে প্রকার শ্রম করিতে পারে না, প্রায় ত্রিংশৎ বৎসরের পরেই এদেশীয় লোকের শারীরিক বলের হ্রাসতা হইতে আরম্ভ হয় এবং চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেই শরীরের মাংস লোলিত হইতে থাকে এবং কেশ পক্ব ও দন্ত স্খলিত হয় ও চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য জন্মে। এদেশে যেমন শীতান্তে বসন্তের উদয় হইতে না হইতেই গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়, সেই রূপ বাল্য গতে যৌবন প্রকাশ পাইতে না পাইতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, এক্ষণকার বঙ্গ দেশীয় লোকের সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ৫ জনকেও দীর্ঘায়ু বা দীর্ঘ যৌবন ভোগ করিতে দেখা যায় না। অতি শ্রম জন্য সত্বরেই উহাদিগের আয়ুঃ শেষ ও যৌবনের অস্ত হয়। একেত বঙ্গ দেশীয় লোক স্বভাবতঃ নির্বীর্য্য তাহাতে আবার অর্থের হানি ও বলের হানি হওয়াতে দিন দিন আরো বীর্য্যহীন হইয়া

আসিয়াছে, যে স্থলে অর্থবল ও দৈহিক বলের অভাব হয়, সে স্থলে আপনা হইতেই মানসিক বীর্য্যের অভাব হইয়া উঠে। অধুনাতন বঙ্গ দেশীয় লোকের নির্বীর্য্যতার একটি মাত্র উদাহরণ শুনিলেই অবাক হইতে হয়। বীর্য্যভাবে ইহারা আর কোন বিষয়েতেই প্রতিপক্ষতা করিতে সাহসী হয় না, রাজা ইহাদিগের প্রতি যদি কোন নিতান্ত অন্যায় নিয়ম প্রচার করেন, তাহা হইলেও ইহারা তাহাতে কোন প্রতিবাদ করে না এবং অপর কোন প্রবল লোকও যদি ইহাদিগের প্রতি গুরুতর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও ইহারা কোন প্রতিক্রিয়া করিতে পারে না। বীর্য্যাভাবে কেহ আপনার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে, কেহ যশ মান ত্যাগ করিতেছে এবং আপনার ধন সম্পত্তিও ত্যাগ করিতেছে! বঙ্গ দেশীয় অধুনাতন লোকদিগকে যে প্রকার নির্বীর্য্য দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে ১০ জন লোক একত্রিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলে, সমুদায় বঙ্গদেশ লুটিয়া লইতে পারে। ইয়ুরোপীয় অপরাপর বীর্য্যবন্ত লোকের কথা দূরে থাকুক দশ ব্যক্তি সামান্য লোক একত্রিত হইলেও সমুদায় বঙ্গ দেশকে পরাভূত করিতে পারে। কোন সম্বাদ পত্র প্রকাশক ব্যক্ত করেন, যে চারি ব্যক্তি বনা সাস্তাল একত্রিত হইয়া কোন গ্রামে প্রবেশ করাতে তথাকার সমুদায় লোক সে গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে।

যে দেশীয় মনুষ্যের বৈষয়িক অবস্থা এমন মন্দ ও শারীরিক প্রকৃতি এমন দুর্ব্বল সে দেশের মঙ্গলান্বিত উন্নতি বর্দ্ধন হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হয়। যাহারা অন্ন চিন্তায় সতত ব্যাকুলিত, তাহারা কি আর কোন রূপ মহত্ত্বের বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া বা কোন অসাধারণ কার্য্য সাধন করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে? সে প্রকার লোক দ্বারা কোন রূপ মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। এ বঙ্গভূমি এক্ষণে যে রূপ বাহ্য শোভায় শোভিত হইয়াছে যদি ইহা অপেক্ষা আর শত গুণে ও শোভিত হয় তথাপি যে পর্য্যন্ত এ দেশীয় লোকের শারীরিক ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি না হইবে সে পর্য্যন্ত কোন মতেই ইহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। দেশীয় লোকের অবস্থার উন্নতি না হইলে কখনই সে দেশের উন্নতি বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। পর পুত্র যদি মাতার ক্রোড় হইতে তাহার স্নেহাস্পদ সন্তানকে অন্তরিত করিয়া বল পূর্ব্বক আপনি সেই ক্রোড় অধিকার করে, তাহা হইলে কি কখন সে জননীর মনে আহ্লাদের উদয় হয়? না কখন সে জননী প্রসন্ন মুখে হাস্য করিতে পারে। বঙ্গ ভূমি যেমন কোন কোন অংশে এক্ষণে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে কিঞ্চিৎ শোভিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে সেইরূপ উহার দুরবস্থা গ্রস্ত সন্তান গণের বহুবিধ দুঃখাগ্নি মিশ্রিত দীর্ঘ নিশ্বাসে উহা মুহুর্মুহুঃ দগ্ধ হইতেছে। যিনি স্নেহ পূর্ব্বক এক্ষণে এই পরাধীন বঙ্গ রাজ্যের মুখের দিকে দৃষ্টি পাত করিবেন, তিনি দেখিবেন যে উহার সন্তানের দুঃখ হেতু উহার নয়ন হইতে অনবরত শোকাশ্রু বিনির্গত হইতেছে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

১।—ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা আর দুইটি নূতন গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার মধ্যে গত খ্রীষ্টীয় শাকের ৫ আক্টোবর দিবসে বিল্ক নামক স্থান হইতে পণ্ডিতবর লুথর সাহেব কর্ত্তৃক যে গ্রহটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার নাম কাইডিস এবং পেরিস নগরস্থ গোল্ডস্মিথ নামক সাহেব যে গ্রহটিকে প্রকাশ করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে এটেলেন্টা নাম প্রদান করিয়াছেন। ঐ দুইটি গ্রহ বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী পথে ভ্রমণ করে।

২।—জর্ম্মেনী দেশে হেমবর্গ নগরের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে গত খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন দিবসে শূন্য হইতে কয়েকটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। উল্লিখিত পিণ্ড সকল পতিত হইবার সময়ে উক্ত স্থানে [illegible]

জলপাত সহকারে ঘোরতর ঝটিকা হইয়াছিল। ঐ দুর্য্যোগ নিবৃত্ত হইলে পর উক্ত স্থানে যে কয়েকটি পিণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে একটির পরিমাণ প্রায় ৩।। সের হইবেক। ঐ সকল উল্কাপিণ্ডের উপর অঙ্কের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ এক প্রকার গাত্রাবরণ ছিল, কিন্তু উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলে পর উহাদিগের মধ্য ভাগ হইতে ধূসর বর্ণ প্রকাশ পাইল। উক্ত উল্কাপিণ্ড হইতে নানা প্রকার খনিজ ধাতু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে লৌহের ভাগই অধিক†।

রসায়নবিদ্যা

১।—পশুগণ নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করে, সেই বায়ু দ্বারা উহাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থ শোণিত সংশোধিত হইয়া কার্বনিক এসিড নামে এক প্রকার দুষ্ট বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এক জন পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে পশু জাতি অন্ধকার অপেক্ষা আলোকেতে আপনাদের শরীরান্তর্গত কার্বনিক এসিড নামক বাষ্প অধিক ত্যাগ করিয়া থাকে। উক্ত পণ্ডিত কতিপয় ভেককে একটি কাচ পাত্রে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাদিগকে কার্বনিক এসিড-বাষ্প-শূন্য বায়ুতে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন, যে তাহারা যখন অন্ধকারে রহিল তৎকালে তাহাদিগের নিশ্বাস দ্বারা যে পরিমাণে উক্ত বাষ্প নির্গত হইল তদপেক্ষা যখন তাহারা আলোকেতে রক্ষিত হইল তখন অধিক বাষ্প নির্গত হইল‡।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১।—সেণ্ড উইচ উপদ্বীপে মনালোয়া নামক পর্ব্বতে সম্প্রতি এক প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত দুই মাস অগ্নি বৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত পর্ব্বত গহ্বর হইতে এত প্রভূত ধূম ধারা উত্থিত হয়, যে তাহাতে করিয়া এক কালে আকাশ পথ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। পর্ব্বতের চতুপার্শ্বস্থ স্থানে কিছু দিন পর্য্যন্ত সূর্য্য প্রকাশ পায় নাই। উল্লিখিত অভিনব আগ্নেয় গিরি এত রাশি রাশি ধাতু ও প্রস্তর রাশি উৎক্ষেপ করিয়াছে, যে তাহার পরিমাণ হয় না। পর্ব্বতের উচ্চ দেশের কোন কোন স্থান ধাতু নিস্রব অর্থাৎ দ্রব গন্ধকাদি দ্বারা একবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত দ্রব ধাতু প্রস্তরাদির প্রশস্ত স্রোত পর্ব্বত হইতে অতিদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া ছিল, উহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান স্রোত সার্দ্ধ ক্রোশ প্রশস্ত হইয়া ন্যুনাধিক ২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছে। তত্রস্থ বৃক্ষ লতা ও তৃণ গুল্ম এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সর্গ উক্ত প্রবাহি স্রোতে ধাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে উক্ত ধাতু নিস্রব সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে*।

২।—ইংলণ্ড দেশের অন্তঃপাতী কোপন্ হেজেন্ ইষ্ট্রীট নামক স্থানের এক অংশে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের কতিপয় নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রোম দেশীয় পূর্ব্বতন সম্রাট বেসপিসিয়ান নামক রাজার সময়ে যে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত ভূতল নিহিত পদার্থের সঙ্গে তাহার একটি মুদ্রা উত্থিত হইয়াছে। উক্ত তাম্র মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ঐ রাজার মুখ অঙ্কিত করা আছে এবং পৃষ্ঠান্তরে যে কয়েকটি বাক্য লিখিত ছিল তাহা কালেতে করিয়া প্রায় অপনীত হইয়া গিয়াছে। ঐ ভূমি তলের মধ্যে ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি স্থানের কতিপয় রাজাদিগের নামাঙ্কিত রজত ও তাম্র মুদ্রাও দৃষ্ট হইয়াছে এবং উক্ত স্থান হইতে অতি নিকৃষ্ট জাতীয় মনুষ্যের শরীরাস্থি এবং পূর্ব্ব কালীন জন্তুর শৃঙ্গ প্রভৃতি অস্থিময় পদার্থ সকলও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে¶।

৩।—সম্প্রতি স্পেন রাজ্যের অন্তঃপাতী মিলোদা নামক স্থানে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিশবন নামক নগরে যে প্রকার ঘোরতর ভূকম্প হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা যে

†American Journal of Science and Arts, No. 61.

*Literary Gazette, 22nd March, 1856.

¶ Literary Gazette, 8th March, 1856.

রূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া ছিল, উল্লিখিত ভূমিকম্পও সেই রূপ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জেপান রাজ্যে প্রায় তদ্রূপ দুর্ঘটনা উৎপন্ন করিয়াছে। লিসবন নগরের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্প দ্বারা যেমন তন্নিকটস্থ সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া ছিল, প্রশস্ত প্রশস্ত জলাশয়ের জল বৃদ্ধি হইয়া ছিল এবং অসংখ্য অট্টালিকা ও গৃহ মন্দির প্রভৃতি ধরাশাৎ হওয়াতে অগণনীয় জীবের প্রাণ নষ্ট হইয়া ছিল, জেপান রাজ্যের আধুনিক ভূমিকম্প দ্বারাও সেই রূপ কোন কোন নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অসংখ্য প্রাণীও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। উক্ত ভূকম্প দ্বারা চীন দেশীয় চিহিকিএং নামক নদীর জল বৃদ্ধি হয় এবং বোনিয়ান নামক উপদ্বীপের সমুদ্র জলের বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছিল† ।

৪।—আমিরিকা খণ্ডে মিসোরি নামক স্থানে এক প্রকাণ্ড লৌহের পর্ব্বত প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত লৌহ পর্ব্বত ওজার্ক নামক প্রসিদ্ধ পর্ব্বতেরই এক অংশ, উহার আয়তন অতি বৃহৎ। উহার শিখর দেশ ৫০০ হস্তেরও অধিক উচ্চ এবং উহা ১৫০০ বিঘা পরিমিত ভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। উল্লিখিত পর্ব্বতের উপর মৃত্তিকার ভাগ অত্যল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় এক ফুটের নিম্নেই লৌহ প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ অল্পভাগ মৃত্তিকার উপরেই উৎকৃষ্ট রূপে নানা প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। উক্ত পর্ব্বতের শিখর ও পার্শ্বদেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র হইতেই ৮।৯ সের পরিমাণের খণ্ড খণ্ড লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু উল্লিখিত দুই স্থানে লৌহ পরমাণু সকল দৃঢ়তর রূপে সম্বদ্ধ হওয়াতে একে বারে উহা একীভূত হইয়া রহিয়াছে। আমিরিকা দেশীয় প্রসিদ্ধ খনি খনন কারিরা পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে পুরুষানুক্রমে খনন করিলেও উল্লিখিত পর্ব্বতের লৌহ শেষ হইবে না। উক্ত স্থানের খনন কারীরা এক্ষণে ঐ পর্ব্বতের এক পার্শ্ব দেশ খনন করিয়াই প্রচুর লৌহ প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্ত পর্ব্বতে যে কত লৌহ বিদ্যমান আছে, তাহা নির্দ্দি[ষ্ট] হইবার উপায় নাই, খনন কারিরা ঐ পর্ব্বতের মূলে কূপ খনন করিবার সময় ১২০ হ[স্তের] নিম্নেও ক্রমাগত লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষত উল্লিখিত লৌহ পর্ব্বত একটি চুম্বক লৌহের পর্ব্বত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে*।

পদার্থবিদ্যা

হেনেরি এডকক নামক একজন সাহেব এক প্রকার আশ্চর্য্য প্রস্তর প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তরকে দ্রবীভূত করিয়া [অ]নায়াসে নানা প্রকার অবয়বে পরিণত করি[তে] পারা যায় এবং উহাকে দ্রব করিয়া না[না] পদার্থে উপলেপনও করা যাইতে পারে। উল্লিখিত এডকক সাহেব ঐ প্রস্তর দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা নানা বিধ গৃহ সজ্জাদি প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ডের অনেকানেক গৃহ ও অট্টালিকা সুসজ্জিত করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তরকে দ্রব করিলে উহা অবিকল কাচের ন্যায় উজ্জ্বল হয়, উহা দ্রবীভূত হইলে উহার সহিত কৃষ্ণবর্ণ কাচের আর কিছু মা[ত্র] বৈলক্ষণ্য থাকে না। বিশেষত উক্ত প্রস্তর জাত কাচকে অনায়াসে জড়াইয়া রাখিতে পারা যায়। উৎকৃষ্ট মারবেল প্রস্তর দ্বারা যে যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে উল্লিখিত প্রস্তরকে দ্রব করিয়াও অনায়াসে সেই সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যায় এবং তাহা মারবেল অপেক্ষা অতি অল্প ব্যয়েতেই সুসম্পন্ন হয়¶।

শিল্পবিদ্যা

১।—হিলিওএল নামক এক জন সা[হে]বে দূর হইতে শব্দ সঞ্চালন করিবার এক আশ্চর্য্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত প[ণ্ডি]ত প্রথমত গটাপার্কা নামক পদার্থ দ্বারা একটি দীর্ঘ নল প্রস্তুত করিয়া সেই নল ন্যূনাধিক তিন শত হস্ত ব্যবহিত দুই স্থানের মধ্য ভাগে স্থাপন করেন, পরে উক্ত ম[...]

†American Journal of Science and Arts, No. 41.

*Literary Gazette, 31st May, 1856.

¶Literary Gazette, 7th June, 1856.

নের উভয় প্রান্তে দুই জন মনুষ্য দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর কথোপকথন করে। দুই হস্ত অন্তরে থাকিয়া পরস্পর কথোপকথন করিলে যে রূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ যন্ত্র সহকারে উল্লিখিত দুই জন মনুষ্য পরস্পর প্রায় ৩০০ হস্ত দূরে থাকিয়া সেই রূপ করিয়া উভয়ে উভয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। উক্ত প্রকার যন্ত্র দ্বারা বহু দূর হইতে পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিবার নিমিত্ত কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, যে নলের ছিদ্র যত অপ্রশস্ত হয় তদ্দ্বারা তত দূর হইতে শ্রবণ করিতে পারা যায়।

ত্রিপুরাব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১৭ পৌষ

ধর্ম্ম পথের পথিক হওয়া বড় কঠিন কর্ম্ম, একথা সকলেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্থির চিত্তে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা কিয়ৎক্ষণও বিবেচনা করিলে ইহা প্রতীতি হইবে যে ধর্ম্মাচরণের কাঠিন্যানুরোধ কেবল পাপাসক্ত আত্মা দিগের ও তৎকার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত [illegible]দিগের হইয়া থাকে। প্রত্যুত ধর্ম্মাচরণ [illegible] সাধন সাপেক্ষ নহে বরং তদ্রূপ ব্যবহার করিলে অন্তঃকরণে পরম পবিত্র সুখের উদয় হয় এবং তদনুশীলনে উত্তরোত্তর অধিকতর ঔৎসুক্য জন্মে। লোকে যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জনিত বিমলানন্দের মর্ম্ম অনবগত থাকে, তাবৎ তদালোচনা করিতে কষ্টতর ক্লেশানুভব করে, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা পুণ্যোৎপাদ্য সুখাধিকারী হইলে আর তাহা হইতে পরিচ্যুত হইতে চাহে না এবং ভ্রম বশত কোন অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে মহা বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হয়। শৈশব কালে বিদ্যা কি পদার্থ তাহা অজ্ঞাত থাকাতে বালক গণ স্বভাবতঃ অধ্যয়নকে অতিকষ্ট সাধ্য জ্ঞান করে এবং শম্বুকগ্রায় মন্দ গমনে অনিচ্ছা পূর্ব্বক বিদ্যাগারে যাইয়া থাকে কিন্তু তাহার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বিদ্যা বৃক্ষের ফলাস্বাদনে সামর্থ্য জন্মে ততই পাঠাভ্যাসে তাহার যত্নাধিক্য হয় এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক বিদ্যালয়াভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মাচরণে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপদবী প্রথমত নিতান্ত কণ্টকাকীর্ণ বোধ করে এবং তজ্জন্য তদাচরণে তাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করে না, কিন্তু সৎসঙ্গ, সদালাপ ও সদুপদেশ কিয়দ্দিন সংপ্রাপ্ত ও সংস্কৃত হইলে ধর্ম্ম জনিত বিশুদ্ধ সুখের মর্ম্ম জানিতে পারিয়া তদনুশীলনে অবশ্য তাহার বাসনার উদ্দীপন হয় এবং তখন আর তিনি তাহা পূর্ব্বের ন্যায় কঠিন ব্যাপার মনে করেন না, পরম করুণাকর পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে যে সকল ইন্দ্রিয় সুখাধিকারী করিয়াছেন, ধর্ম্মোৎপাদ্য নির্ম্মল সুখের সহিত উপমা করিলে সে সুখ সুখপদবাচ্য হইতে পারে না, ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি প্রীতি পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করিয়া অপরিসীম সুখ উপলব্ধি করেন, সে সুখ উপভোগে পাপ প্রপীড়িত ব্যক্তি কখন ক্ষমবান হয় না। অতএব হে ব্রাহ্ম[illegible] বিষয় কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া এতদ্রূপ অপূর্ব্ব রসের স্বাদ গ্রহণে [illegible] বিমুখ থাকা উচিত হয় না, সাংসারিক কার্য্যে নিয়ত বিব্রত থাকিতে হয় বলিয়া ধর্ম্ম পথে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। হে পরমাত্মন্! তোমার নিত্য কারুণ্য গুণে পাপারণ্য হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার স্বরূপ চিন্তনে এবং তোমার প্রেমাস্বাদনে আমারদিগের প্রবৃত্তির উদ্দীপন কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞাপন

যে সকল ভদ্র মহাশয়েরা মাতব্যাদির মুদ্রার পরিবর্ত্তে তন্মূল্যের ডাক ষ্টাম্প [illegible]তাতে প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনা মূল্যের ষ্টাম্প সকল ক্রয় করিয়া প্রেরণ করিবেন, যেহেতু তদধিক মূল্যের ষ্টাম্প [illegible]তাতে কোন কার্য্যকারী হয় না, বরং তাহাতে মকার ক্ষতি হয়।

বিজ্ঞাপন

পুস্তকবিক্রয়

গোপালকামিনী	।০
বৈরাগ্য শতক	।৹
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	।০
ষট্‌ত্রিংশৎ ব্যাখ্যান	১
ব্রাহ্মধর্ম্ম	৸০
চাহারদরবেশ	৸০
আনওবার সোহেলি	১।০
ধর্ম্মনীতি ১ ভাগ	১
মহাভারত	৪
রামায়ণ	২
সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র প্রতিসংখ্যা	।০
শ্রীমদ্ভাগবত ১ স্কন্ধ	১

বিজ্ঞাপন

আঙ্গ্লো বরণাক্যুলর ক্লাস বুক এজেন্ট্‌স্

ডিপজিটরি

আমরা ইংরাজী ও বাঙ্গলা পাঠ শালার ছাত্র দিগের পাঠ্য পুস্তক ও লেখ্য দ্রব্যাদি এবং বিদ্যানুরাগী মহোদয় গণের প্রয়ো জনীয় বিবিধ গ্রন্থ বিক্রয় করিবার নিমি উপরি উক্ত গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। অতএব দেশ ও বিদেশীয় সাধারণ বিদ্যা- বন্ধক মহাশয় দিগের নিকট আমাদের স- বিনয় প্রার্থনা যে তাঁহাদের যখন যে প্রকার গ্রন্থাদির প্রয়োজন হইবেক, তাঁহারা অনু- গ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রেরণ করিবার ভার আ- মাদের প্রতি অর্পণ করিলে আমরা তাহা যথার্থ ও সুলভ মূল্যে প্রদান করিব এবং অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রেরণ করিতে সত্বর হ- ইব। যে মহাশয় যখন আমাদিগকে পত্রাদি লিখিবেন, তখন তাহো আমাদের নামে উক্ত পুস্তকালয়ে প্রেরণ করিবেন নিবেদন মিতি।

শ্রীআর, এম, বসু এবং কোম্পানি

২৯ আষাঢ় ১৭৭৮

কলিকাতা। কবরডাঙ্গা

বিজ্ঞাপন

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টের সহকারি- তায় যে সমস্ত বঙ্গীয় পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে ও হইবেক তত্তৎ পাঠশালায় সুপটু শিক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যক বিধা- য়ে সুনিপুণ শিক্ষক প্রস্তুত করণের নিমিত্তে জেলা হুগলির অন্তঃপাতী নিজ হুগলির সদর মোকামে নরম্যাল স্কুল স্থাপিত করা যাইবেক, ঐ নরম্যাল স্কুলের সুপরইন্টে- ণ্ডেণ্টের (অর্থাৎ প্রধান অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের) একজন সহকারীর প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রতিমাসে উক্ত সহকারি ৭৫ মুদ্রা বে- তন পাইবেন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে তিনি স্কুল বাটীতে বাসাও করিতে পা- রিবেন।

যে হেতু বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা প্রদান করাই উক্ত সহকারীর মুখ্য কর্ম্ম, অতএব যাঁহাদিগের বাঙ্গলা ভাষায় উৎকৃষ্ট ব্যুৎপ- ত্তি ও পটুতা নাই এমত লোকের প্রাগুক্ত সহকারীর কর্ম্মের প্রার্থনা করা অনাবশ্যক।

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণ যৎকালে উক্ত কর্ম্মাকা- ঙ্ক্ষায় আমার নিকট আবেদন করিবে[illegible] তৎকালে আপন আপন আবেদন পত্র [illegible] ফলিত স্ব স্ব বিদ্যা ও সুনীতি এবং চরিত্র [illegible] (যাহার যে রূপ) সার্টিফিকেট (অর্থাৎ [illegible] তিক্ত পত্র) থাকে তাহার প্রতিলিপি [illegible] ঠান্, অপিতু তাঁহাদিগের সংস্কৃত বা [illegible] রাজি ভাষায় জ্ঞান আছে কি না তাহা[illegible] আবেদন পত্রে প্রকাশ রাখেন ইতি।

হজসন্ প্রা[illegible]

বঙ্গদেশের দক্ষিণ খণ্ডের ইন্সপেক্টা[illegible]

কৃষ্ণনগরের দওয়ার

কুটী ৩০ জুন ১৮৫৬

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ম[illegible]
যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় [illegible]
ে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক [illegible]
১ শ্রাবণ মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৩ ভাদ্রমাস্য ৭৮৫ [illegible]